Contents

নবম বর্ষ

৯ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

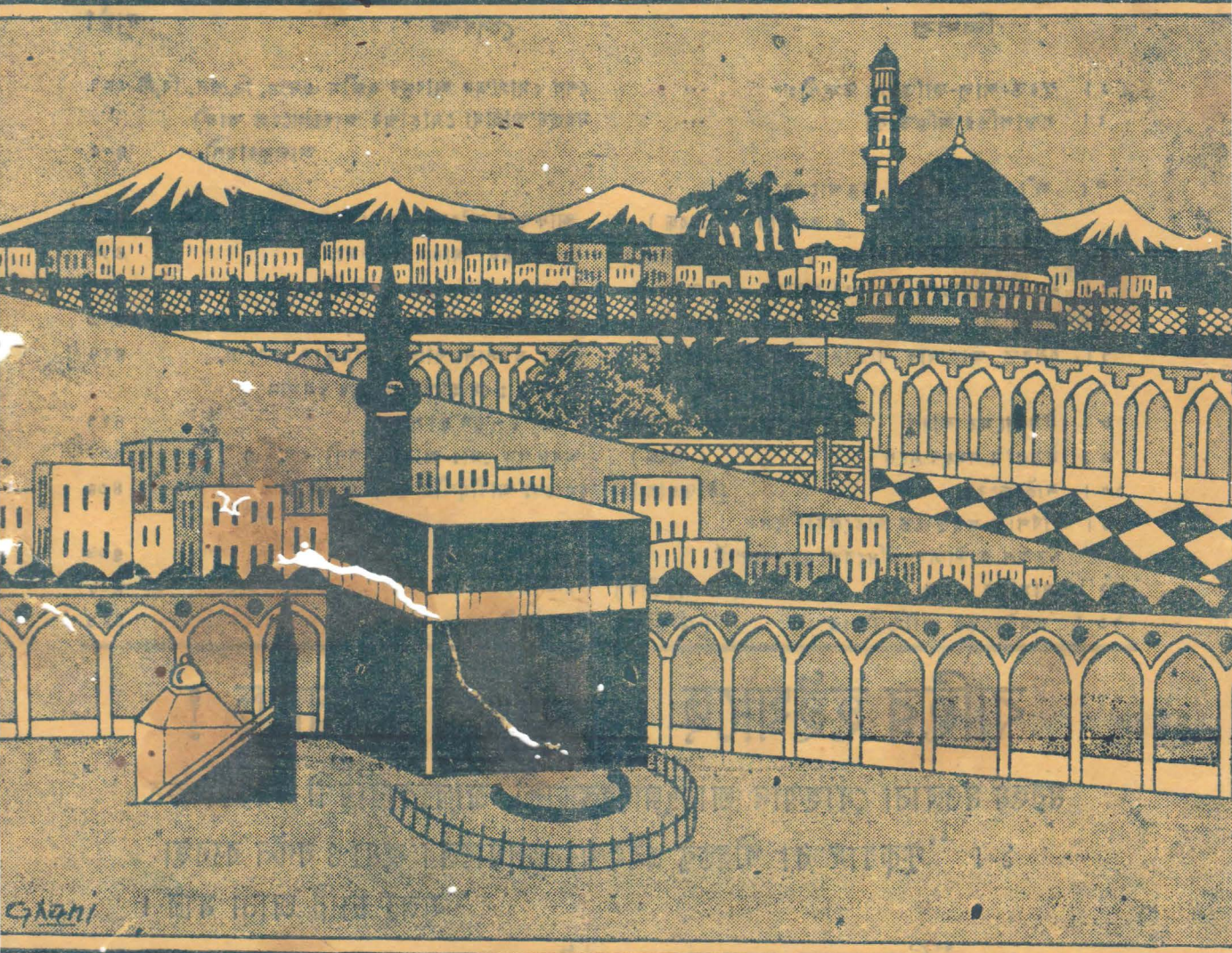

সম্পাদক

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

এই সংখ্যার মূল্য ।।০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৷০

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

নবম বর্ষ—নবম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৬৭ বাং ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৯৬০ ইং

বিষয় সূচী

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১। সূরত-আল্-ফাতিহার তফ্‌সীর	...	শেখ মোহাম্মদ আবদুর রহীম এম,এ, বি,এস, বি,টি	৩৯৭
২। সভাপতির অভিভাষণ	...	মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী	৪০৫
৩। আঁ-হযরতের যুগে কুরআনের তদ্‌ভীন ও তরতীব।	(প্রবন্ধ)	আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,	৪০৯
৪। মোহাম্মদী জীবনব্যবস্থা	(অনুবাদ)	মুন্‌তাছির আহমদ রহমানী	৪১৩
৫। নবুওতে মোহাম্মদীর (দঃ) সত্যতা	(প্রবন্ধ)	আবদুল হান্নান এম, এ, দ্বিতীয় বর্ষ	৪২১
৬। নবীর প্রতি	(কবিতা)	মোহাম্মদ শাহজাহান	৪২৩
৭। হযরত আল্লামার শাহাদত কাহিনী	(জীবনী)	মূল : মওলানা রাগেব আহছান এম, এ, অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৪২৪
৮। ইসলামের আদর্শ	(প্রবন্ধ)	সৈয়দ রশীদুল হাসান	৪২৭
৯। ইসলাম সমন্বয় নহে	(প্রবন্ধ)	অধ্যাপক মোঃ আবদুল গণী এম, এ	৪৩০
১০। নাইজেরিয়া	(ইতিহাস)	মোহাঃ আমীমুদ্দীন এম, এ, বি, টি	৪৩৪
১১। পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীসের চতুর্দশ কাউন্সিল অধিবেশনের রিপোর্ট		জেনারেল সেক্রেটারী	৪৩৬
১২। সাময়িক প্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়)	সম্পাদক	৪৩৮
১৩। জম্‌ঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	(স্বীকৃতি)	সেক্রেটারী	৪৪১

বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !

মরহুম মওলানা মোহাম্মাদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী সাহেব কৃত

১। "গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র এবং বায়তুলমালের জমা ও বণ্টন ব্যবস্থা" মূল্য চারি আনা মাত্র।

২। "তিনতালাক প্রসঙ্গ মূল্য এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পুস্তকাকারে নূতন সজ্জায় বাহির হইয়াছে, এখনই অর্ডার দিন !

পূর্বপাকিস্তান জম্‌ঈয়তে-আহ্‌লেহাদীস কি ? ইহার উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী কি ? ইহার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্য কি ? জানিতে ও বুঝিতে হইলে—

পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহলেহাদীস, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র

পাঠ করুন। নূতন সংস্করণ, মুল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সদর দফতর : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা—২।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুলহাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহলেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

নবম বর্ষ	ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৯৬১ খৃস্টাব্দ, রজবুল মুরাজ্জব ১৩৮০ হিঃ, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৬৭ বংগাব্দ	নবম সংখ্যা

প্রকাশ মহল ৮৬ নং কাযীআলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

সূরত-আল্-ফাতিহার তফসীর

فصل الخطاب في تفسير ام الكتاب

শেখ মোহাম্মদ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি, টি

(৬১)

৫। প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান পর্যন্ত য়াহুদী জাতি কোন স্থায়ী আবাস লাভ করিতে পারেনাই। প্রায়শ্চিত্ত সমাপনান্তে তাহারা হযরত মূসা আঃর নিকট স্থায়ী আবাসভূমির দাবী জানাইল। অনন্তর আল্লাহ‑ তা'আলার নির্দেশ পাইয়া হযরত মূসা আঃ তাহাদিগকে বলিলেন,

"হে আমার স্বজাতি, আল্লাহতা'আলা তোমাদের জন্য পাকভূমি বরাদ্দ করিয়া রাখিয়াছেন—তোমরা সেখানে প্রবেশ কর"। (সূরা আল্ মাইদা : ২১)

অতঃপর ১২ দল য়াহুদের প্রত্যেক দল হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হইল এবং তাহাদিগকে ঐ পাক সরযমীনের অবস্থান, অধিবাসী, প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য তথায় প্রেরণ করা হইল। তাহারা ঐ দেশের সৌন্দর্য ও সম্পদ দেখিয়া মুগ্ধ হইল; কিন্তু বিরাটকায় অধিবাসী দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িল। তাহারা হযরত মূসা আঃ নিকট ফিরিয়া

www.ahlehadeethbd.org

আসিয়া ঐ সংবাদ জানাইল। হযরত মূসা আঃ তাহাদিগকে কড়াকড়িভাবে এই হুকুম দিলেন যে, তাহারা যেন ঐ দেশের অধিবাসীদের কথা জনসাধারণের নিকট প্রকাশ না করে; কিন্তু ১২ জনের মধ্যে ১০ জনই তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। ফলে য়াহুদীগণ ঐ দেশে প্রবেশ সম্বন্ধে তাহাদের অসম্মতি হযরত মূসা আঃ-র নিকট এই ভাবে ব্যক্ত করিল:

"হে মূসা, সেখানে বিরাটকায় দুর্দান্ত জাতি বাস করে। তাহারা নিজেরা সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করিবনা। হাঁ, তাহারা যদি (স্বেচ্ছায়) সেখান হইতে বাহির হইয়া (অন্যত্র) চলিয়া যায় তবে আমরা নিশ্চয় প্রবেশ করিব"। (সূরা আল্‌মাইদা: ২২) তাহাদের ঐ উক্তির তাৎপর্য এই: আমরা ঐ দেশে কিছুতেই যাইবনা; আমরা আমাদের জন্মভূমি মিশর দেশে যাইতে চাই[১]।

যে দুইজন প্রতিনিধি হযরত মূসা আঃ র নির্দেশ মান্য করতঃ ঐ দেশের অধিবাসী সম্পর্কে আতঙ্কজনক সংবাদ পরিবেশন করেননাই, তাঁহারা য়াহুদীদিগকে ঐ দেশে প্রবেশ করিবার জন্য এই বলিয়া উৎসাহ দিতে লাগিলেন: ঐ দেশের সৌন্দর্য এবং বিভব-সম্পদ অতুলনীয় ও অফুরন্ত; এমন দেশ লাভ করা বাস্তবিকই অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা। আর সেখানকার অধিবাসীদিগের কথা! তাহারা যে বিরাটকায় একথা সত্য, কিন্তু তাহারা অত্যন্ত ভীরু, যারপরনাই কাপুরুষ[২]"। তাঁহারা আরও বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার রসূল কখনও মিথ্যা বলেননা। তিনি যখন বলিতেছেন যে, ঐ দেশ আল্লাহতা'আলা আপনাদের জন্য বরাদ্দ করিয়া রাখিয়াছেন তখন

"আপনারা সকলে একবার তাঁহাদের দেশের ফটকের ভিতর প্রবেশ করুন—অনন্তর আপনারা সেখানে প্রবেশ করিলেই নিশ্চয় আপনারা জয়যুক্ত হইবেন। আপনারা যদি প্রকৃতই মু'মিন হইয়া থাকেন তবে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন"। (সূরা আল্‌-মাইদা: ২৩)

তাঁহাদের এই উৎসাহবাণী য়াহুদীদের অন্তরে বিপরীত ক্রিয়া করিল। তাহারা উত্তেজিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,

"হে মূসা, তথাকার অধিবাসিগণ তথায় অবস্থানকালে, আমাদের প্রাণ থাকিতে আমরা কখনও কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করিবনা। আপনি ও আপনার রব্ব দুজনে যাইয়া যুদ্ধ করুন। আমরা নিশ্চয় এইখানেই উপবিষ্ট থাকিব"। (সূরা আল্‌ মাইদা: ২৪)

য়াহুদীগণ ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হইলনা; বরং তাহারা ঐ দুইজন প্রতিনিধিকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল[১]।

য়াহুদীদের বারংবার অবাধ্যতা, বিরূপ মন্তব্য, জঘণ্য কার্যকলাপ ও অন্যায় আচরণের ফলে তাহাদের প্রতি হযরত মূসা আঃ-র বিরক্তি ও অসন্তোষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। এক্ষণে তাহারা ঐ দুই প্রতিনিধিকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে তিনি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেননা। ফলে আল্লাহতা'আলার দরবারে তিনি এইভাবে অভিযোগ জানাইলেন:

"হে আমার প্রতিপালক, আমি কেবলমাত্র আমার উপর ও আমার ভ্রাতার উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব আমাদের ও পাপাচারীদের মধ্যে বিহিত ফয়সালা করিয়া দেন"। (সূরা আল-মাইদা: ১৫) হযরত মূসা আঃ-র বক্তব্য এই ছিল: আমি তাহাদের সহিত পারিয়া উঠিতেছিনা—অতএব তাহাদের প্রতি কোন শাস্তি পাঠাইয়া তাহাদিগকে শায়েস্তা করুন।

হযরত মূসা আঃ-র প্রার্থনামত আল্লাহতা'আলা য়াহুদীদের প্রতি যে শাস্তি নাযিল করেন তাহা এই:—

"আল্লাহ তা'আলা বলেন, পাকভূমি উহাদের পক্ষে চল্লিশ বৎসরের জন্য হারাম রহিল—তাহারা (উক্তকাল) প্রান্তরে প্রান্তরে দিগ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরিয়া মরিবে"। (সূরা আলমাইদা: ২৫ আঃ)

য়াহুদ জাতি পাকভূমে প্রবেশ করিতে ইনকার করার ফলে আল্লাহতা'আলা তৎকালীন য়াহুদীদের মধ্যে যাহাদের বয়স কুড়ি বৎসরের অধিক ছিল তাহাদের জন্য পাকভূমে প্রবেশ অসম্ভাব্য করিলেন। অনন্তর ঐ

১) ৩য় কবীর ৩।৫৭৩ ২) ৩য় কবীর ৩।৫৭১

১) খাযিন ২।২৭

Contents

চল্লিশ বৎসরের মধ্যে তদানীন্তন কুড়ি বৎসরের অধিক বয়স্ক যাবতীয় মুন্‌কির য়াহুদী মৃত্যুমুখে পতিত হয়; এবং তাহাদের বংশধর জীবিত থাকে।

হযরত মূসা আঃ, হযরত হারুণ আঃ এবং তাঁহাদের যে দুইজন সহচর য়াহুদীদিগকে পাক-ভূমে প্রবেশ করিবার জন্য উৎসাহ দান করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রান্তরে প্রান্তরে ভ্রাম্যমান য়াহুদীদিগের সঙ্গে অবস্থান করিতেন অথবা তাঁহাদের স্বতন্ত্র কোন বাসস্থান ছিল এ সম্বন্ধে আলিমদের মতানৈক্য রহিয়াছে। অধিকতর নির্ভরযোগ্য মত এইযে, ভ্রাম্যমান য়াহুদীদিগের সঙ্গেই তাঁহারা অবস্থান করিতেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদিগকে ঐ শাস্তির কষ্ট যাতনা হইতে মুক্ত ও রক্ষিত অবস্থায় রাখিয়াছিলেন। ইহার নযীর হযরত ইব্রাহীম আঃ র জন্যে আল্লাহতা'লা কর্তৃক অগ্নিকুণ্ডকে নিরাপদ অবস্থায় পরিণত করা[১]।

য়াহুদী জাতি আপন পয়গম্বরের আদেশ নির্দেশ, বিধি নিষেধ বারংবার অমান্য করার ফলে তাহাদেরই আপন জন তাহাদের জন্য বদ্-দুআ করেন; এবং ঐ বদ্-দু'আর ফলে তাহাদিগকে প্রান্তর-কারায় অবরুদ্ধ অবস্থায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া অশেষ দুর্ভোগ ও যাতনা সহ্য করিতে হয়। এই প্রকার জাতির "ক্রোধের পাত্র" আখ্যা হওয়া সম্পূর্ণ সঙ্গত।

য়াহুদ জাতির প্রান্তরে অবস্থান

১। য়াহুদ জাতির প্রান্তরবাস কালে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে খাদ্য সরবরাহ করিতে থাকেন। খাদ্য-উৎপাদনের জন্য তাহাদিগকে কোন পরিশ্রম করিতে হইতনা। ভোর হইতে না হইতেই তাহাদের প্রত্যেকের জন্য প্রায় তিন সের পরিমাণ 'মান্‌ন্' নামীয় শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তাহাদের প্রাঙ্গণে বর্ষিত হইত, এবং সাল্‌ওয়া নামীয় পক্ষীবিশেষ তাহাদের আয়ত্তে পৌছান হইত। অনন্তর তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ হইয়াছিল যে, তাহারা তাহাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন উপযোগী 'মান্‌ন্' সংগ্রহ করিবে ও পাখী যবাহ করিবে। পরবর্তী দিবসের জন্য কোন খাদ্য জমা করিয়া রাখিবে না[২]। শুক্রবার সম্পর্কে এই হুকম প্রযোজ্য ছিলনা। কারণ য়াহুদ জাতি নিজেরা শনিবার দিবসটিকে বিশেষ ইবাদতের দিন বলিয়া ধার্য করায় আল্লাহতা'আলা তাহাদের জন্য শনিবার দিবসে পার্থিব কাজকর্ম সম্পাদন নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন[৩]। এই কারণে শনিবারে 'মান্‌ন্'-'সালওয়া' সরবরাহ বন্ধ রাখা হইত বলিয়া শুক্রবার দিবসে তাহাদিগকে দুই দিবসের উপযোগী 'মানন' 'সালওয়া' সংগ্রহ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল[৪]। য়াহুদ জাতিকে এই মর্মে বিশেষভাবে সতর্ক করা হইয়াছিল যে, তাহারা যেন শুক্রবার ব্যতীত অন্য কোনও দিবসে পরবর্তী দিবসের জন্য 'মান্‌ন্' অথবা 'সালওয়া' সংগ্রহ করিয়া না রাখে; কিন্তু তাহারা এই আদেশ অমান্য করিয়া পরবর্তী দিবসের সকাল বেলার আহারের জন্য খাদ্য জমা করিয়া রাখিতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ তাহারা অনায়াস-লব্ধ ঐ খাদ্য সম্পর্কে এমন কথা বলিতে থাকে যাহা অমার্জনীয় ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক। তাহারা বলিয়াছিল :—

"হে মুসা, আমরা একই খাদ্য কখনই বরদাশ্‌ত করিবনা। আপনি আপনার রববকে বলুন; তিনি যেন আমাদের জন্য শাক-সবজী, শশা-কাঁকুড়, মটর-মসুর, পেঁয়াজ-রসুন ইত্যাদি ভূমিজাত খাদ্য উৎপাদন করেন (সূরা আল বাকারাহ : আয়াত ৬১)

এই দুই কারণে 'মান্‌ন্'-সালওয়া' সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায় এবং য়াহুদ জাতি কায়িক পরিশ্রম দ্বারা তাহাদের খাদ্য উৎপাদন করিতে বাধ্য হয়। উপরউক্ত নির্দেশের অবমাননা হেতু এবং নিজেদের নবীর প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ হেতু য়াহুদ জাতির পক্ষে مغضوب عليهم আখ্যা যথার্থই হইয়াছে।

১) তঃ খাযিন ২য় খণ্ড ২৮ পৃঃ।

২) তঃ কবীর ১ম খণ্ড ৫৩৩ পৃঃ

৩) তঃ কবীর ২য় খণ্ড ২৪৮ পৃঃ

৪) তঃ খাযিন ১ম খণ্ড ৫৪ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৭। ইসরাঈলীয়গণ নিজেদের নবী হযরত মূসা আঃ সম্বন্ধে নানা প্রকার মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া তাঁহাকে দুঃসহ মানসিক যাতনা দিয়াছিল। এই কারণেও তাহাদের 'মগ্‌যুবি আলাইহিম' আখ্যা সঙ্গত হইয়াছে। ঘটনাগুলি এই :—

(ক) হযরত আবু হুরাইয়া রাঃ-র যবানী বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সঃ বলেন, ইসরাঈলীয়দের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, তাহাদের পুরুষগণ উন্মুক্ত স্থানে উলঙ্গ অবস্থায় একত্রে গোসল করিত এবং পরস্পর পরস্পরের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আদৌ কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করিতনা। হযরত মূসা আঃ অত্যন্ত লজ্জাশীল ও সর্বাঙ্গ আবৃত রাখিতে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহার শরীরের কোন অংশ উন্মুক্ত দেখা যাইতনা এবং তিনি নির্জনে গোসল করিতেন। একদল ইসরাঈলীয় হযরত মূসা আঃ সম্বন্ধে রটনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, মূসা (আঃ) ধবল-কুষ্ঠ হেতু অথবা অন্য কোন জঘন্য রোগের কারণে সদা-সর্বদা নিজের সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া রাখেন এবং কোষবৃদ্ধি বশতঃ সকলের সঙ্গে উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করিতে সাহস করেন না। এই মিথ্যা অপবাদ রটনার ফলে হযরত মূসা আঃ অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইতে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আঃ কে ঐ সকল অপবাদ হইতে মুক্ত ও নির্দোষ প্রমাণ করিয়া তাঁহার মনঃকষ্ট নিরসন করিবার ইচ্ছা করিলেন।

অনন্তর একদিন হযরত মূসা আঃ গোসলের উদ্দেশ্যে এক নির্জন স্থানে তাঁহার কাপড়-চোপড় খুলিলেন এবং উহা একটি পাথরের উপর রাখিয়া গোসল করিতে লাগিলেন। গোসল শেষ করিয়া তিনি যখন কাপড় পরিবার উদ্দেশ্যে পাথরটির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন তখন পাথরটি তাঁহার কাপড় চোপড় সহ দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে হযরত মূসা আঃ তাঁহার গতিবেগ দ্রুত করিলে পাথরটি দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। হযরত মূসা আঃ তাঁহার যষ্টিটি হাতে লইয়া পাথরের উদ্দেশ্যে এই বলিয়া ছুটিতে লাগিলেন, 'পাথর, আমার কাপড়! পাথর, আমার কাপড়।' অবশেষে পাথরটি ইসরাঈলীয় সম্ভ্রান্ত লোকদের মজলিসের মাঝখানে গিয়া থামিল। তাহারা সকলেই হযরত মূসা আঃ-কে উলঙ্গ অবস্থায় দেখিল। তাহারা পরিষ্কার ভাবে দেখিল যে, হযরত মূসা আঃ র যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত সুন্দর, নিখুঁত ও দোষ মুক্ত। হযরত মূসা আঃ পাথরটির উপর হইতে কাপড়-চোপড় লইয়া উহা পরিধান করিলেন এবং নিজ যষ্টিটি দ্বারা পাথরটির উপর কতিপয় আঘাত করিলেন। ইহাই হইতেছে আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর তাৎপর্য। বাণীটি এই :—

"হে মুমিনগণ, মূসাকে যাহারা মনঃপীড়া দিয়াছিল তাহাদের মত তোমরা হইওনা; অনন্তর তাহারা যাহা বলিয়াছিল সে সম্পর্কে আল্লাহ তাঁহাকে নির্দোষ প্রমাণ করিয়াছিলেন। (সূরা আল্ আহ্যাব, ৬৯ আয়াত)। [১]

يايها الذين امنوا لاتكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا

(খ) তফসীরকারগণ বলেন, য়াহুদ জাতির প্রতি যখন যাকাৎ-দানের হুকুম হইল তখন অগাধ ধনরত্ন ও মণি-মাণিক্যের অধিকারী 'কারূণ' বিচলিত হইয়া উঠিল। সে হযরত মূসা আঃ-এর সঙ্গে এই মর্মে আপোষ করিল যে, সে প্রতি হাযার মুদ্রায় এক মুদ্রা হিসাবে যকাত দিবে। অতঃপর যখন সে হিসাব করিয়া দেখিল যে, ইহাতে তাহার প্রচুর ধন বাহির হইয়া যাইবে তখন তাহার মন ঐ হারে যাকাৎ দিতে কুণ্ঠিত হইল। অনন্তর সে ইসরাঈলীয় পুঁজিপতি, ধনাঢ্যদেরে সমবেত করিয়া তাহাদেরে বলিল, "মূসা ধর্মের নামে আপনাদের মাল-দওলৎ হস্তগত করিতে যাইতেছে। এখন উপায় কি?" তাহারা সকলে বলিল, "আপনিই আমাদের নেতা, আপনিই আমাদের মাথা। আপনি যাহা বলিবেন আমরা তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি"। তখন 'কারূণ' এক ফন্দী আঁটিল। সে এক বারনারীকে স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণ কলস দিয়া তাহাকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিল যে, ঐ বারনারী ইসরাঈলীয়-দের সমক্ষে ঘোষণা করিবে যে, মূসা তাহার সহিত কুকর্ম করিয়াছে। কথা পাকা হইয়া রহিল।

পরবর্তী 'ঈদের মজলিসে হযরত মূসা আঃ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "হে ইসরাঈলীয় সম্প্রদায়, যে ব্যক্তি

১) সহীহ বুখারী: ১ম খণ্ড ৪২, ৪৮৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চুরি করিবে আমরা তাহার হাত কাটিব। কোন অবিবাহিত পুরুষ কোন স্ত্রীলোকের সহিত অবৈধভাবে উপগত হইলে আমরা ঐ পুরুষ লোকটিকে বেত্রাঘাত করিব। কোন বিবাহিত পুরুষ অনুরূপ কার্য করিলে আমরা তাহাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিব"। এমন সময় কারূণ বলিয়া উঠিল, "আর আপনি যদি ঐ কর্ম করেন"? হযরত মূসা আঃ বলিলেন, "আর যদি আমিও ঐ কর্ম করি তবুও তাই"। তখন কারূণ বলিল, "ইসরাইলীয়গণ বলে যে, আপনি অমুকীর সহিত বদ কাজ করিয়াছেন"।

অতঃপর ঐ স্ত্রীলোকটিকে হাযির করা হইলে হযরত মূসা আঃ তাহাকে এইভাবে শপথ করাইলেন।

"আমি তোমাকে ঐ আল্লাহর নামে শপথ দিয়া বলিতেছি যিনি সমুদ্রকে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং তওরাৎ নাযিল করিয়াছেন"।

হযরত মূসা আঃ র এবম্প্রকার শপথ দানে ফলে স্ত্রীলোকটি কম্পিত হৃদয়ে সত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়া ফেলিল এবং কারূণের কুকীর্তি ও ফন্দী সর্ব-সমক্ষে বর্ণনা করিল। হযরত মূসা আঃ ইহাতে আল্লাহর শুকর প্রকাশ করেন[১]।

গ একদিন ইসরাঈলীয়গণ দেখিল যে, হযরত মূসা আঃ ও হযরত হারূণ আঃ উভয়ে একত্রে বাহির হইয়া কোন একটি পাহাড়ের দিকে গেলেন এবং পরে হযরত মূসা আঃ একাকী ফিরিয়া আসিলেন। হযরত হারূণ আঃ-এর কোন সন্ধান না পাইয়া ইসরাঈলীয়গণ হযরত মূসা আঃকে তাঁহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে থাকে। হযরত মূসা আঃ তাহাদের জানান যে, হযরত হারূণ আঃ ইন্‌তিকাল করিয়াছেন"। ইসরাঈলীয়গণ হযরত মূসা আঃ-র এই কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলনা। তাহারা বলিতে লাগিল, "তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং আমাদের নিকট অধিকতর প্রিয় ছিলেন বলিয়া আপনি হিংসাবশতঃ তাঁহাকে নিশ্চয় হত্যা করিয়াছেন। আমরা আপনাকে কিছুতেই ক্ষমা করিবনা"। হযরত মূসা আঃ ইসরাঈলীয়দেরে নানাভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন, "হযরত হারূণ আমার বড় সহোদর ভাই, তিনি আমার সম্মানের পাত্র। তাঁহাকে আমি কিছুতেই হত্যা করিতে পারিনা এবং হত্যা করিনাই"। কিন্তু ইসরাঈলীয়গণ কোনক্রমেই তাঁহাকে ছাড়িলনা। অবশেষে হযরত মূসা আঃ নিজেকে একান্ত অসহায় ও নিরূপায় অবস্থায় দেখিয়া ইসরাঈলীয়দের হাতে চরম অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ হইতে মুক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা জানাইলেন। আল্লাহতা'আলা হযরত হারূণ আঃ র মৃত্যু সম্পর্কে চাক্ষুষ ও প্রকাশ্য প্রমাণ ইসরাঈলীয়দের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাহাদের সন্দেহ দূরীভূত করেন এবং হযরত মূসা আঃ কে ভ্রাতৃ-হত্যা অপবাদ হইতে নাজাত দান করেন[১]।

৮। হযরত মূসা আঃ র ইন্‌তিকালের পরে য়াহুদ জাতি কিছুকাল ধরিয়া শান্তভাবে ধর্ম-কর্ম সম্পাদন করিতে থাকে। মাঝে মাঝে তাহারা অধর্ম-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মধ্যে পয়গম্বর পাঠাইয়া তাহাদিগকে ধর্মের দিকে আহ্বান জানাইতে থাকেন। এই ভাবে কয়েক জন পয়গম্বর আগমনের পরে এক সময়ে য়াহুদ জাতির মধ্যে কোন পয়গম্বর বর্তমান না থাকাকালে য়াহুদ জাতি তওরাতের বিধি-নিষেধ পালনে শিথিল হইয়া পড়ে এবং তাহাদের পার্থিব অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইতে থাকে তৎকালে মিসর ও প্যালেষ্টাইনের মধ্যবর্তী সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে 'আমা'লিকা নামক এক দুর্দ্ধর্ষ জাতির অভ্যুদয় হয়। তাহারা য়াহুদ জাতির কতিপয় অঞ্চল ক্রমে ক্রমে আক্রমণ করিয়া স্বরাজ্য ভুক্ত করে, বিভিন্ন রাজ-পরিবার হইতে চারি শতের অধিক রাজকুমার ও বহু ইসরাঈলীয় লোক বন্দী করে এবং ইসরাঈলীয়দের অবশিষ্ট অঞ্চল গুলিকে কর দিতে বাধ্য করে। 'আমালিকা জাতি কেবলমাত্র জেরুজালেম অঞ্চলের য়াহুদীদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করে নাই।

য়াহুদ জাতির মধ্যে হযরত য়া'কুব পুত্র লাওয়া

১) তফসীর কবীর, ষষ্ঠ খণ্ড ৬৩০—৩১ পৃঃ ও তারীখ তাবারী ১মখণ্ড ২৩২—৩ পৃঃ।

১) তঃ কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড ৮০১ পৃঃ, খাযিন ২য়খণ্ড ২৮ পৃঃ তারীখ-তাবারী ১ম খণ্ড ২২৩—৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বংশে পয়গম্বরী এবং হযরত য়া'কুব-পুত্র য়াহুদা-বংশে রাজত্ব সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর তাহাদের মধ্যে বরাবর এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, রাজ-বংশের কোন এক জনকে রাজার আসনে অধিষ্ঠিত করা হইত। ঐ রাজা যাবতীয় পার্থিব ও ধর্মীয় ব্যাপারে তৎকালীন পয়গম্বরের আদেশ নির্দেশ মানিয়া চলিতেন এবং সমগ্র জাতি ঐ রাজার শাসন মানিয়া চলিত। য়াহুদ জাতি যখন 'আমালিকা জাতির হস্তে নিগৃহীত ও নির্যাতিত হইতে-ছিল তখন তাহাদের মধ্যে কোন পয়গম্বর বর্তমান ছিলন', এবং তাহাদের রাজা শত্রুহস্তে নিহত হওয়ার পরে রাজ বংশের কেহই য়াহুদ জাতির পরিচালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে সাহসী হইলনা। ফলে য়াহুদ জাতি বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খলা ও শোচনীয় অবস্থায় অত্যন্ত দীন-হীনভাবে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়।

য়াহুদ জাতির এই দুরবস্থার যুগে তাহাদের পয়গম্বর গোত্রে জেরুজালেমে এক শিশু জন্ম গ্রহণ করে। তাঁহার নাম আশ্‌মুইল বা শামুইল। জেরুজালেমে তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি সেখানে একজন বিচক্ষণ ইসরাঈলীয় আ'লিমের নিকট আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত গ্রন্থ তওরাৎ অধ্যয়ন করেন। কালক্রমে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে পয়গম্বরী দান করেন।

য়াহুদ জাতি যাহাতে নিজ শত্রু 'আমালিকা জাতির' বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান চালাইয়া নিজেদের শত্রুর কবল হইতে মুক্ত করতঃ হযরত মূসা আঃ-র প্রচারিত ধর্ম পৃথিবীর বুকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে জেরুজালেমের য়াহুদীগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন রাজা বা অধিনায়ক মনোনীত করিবার জন্য তাঁহাদের নবী হযরত আশমূইল আঃর নিকট আবেদন জানাইল। জেরুজালেমের য়াহুদীগণ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযানের প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিলেও তাহাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে হযরত আশ্‌মূঈল আঃ-র যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। ঐ কারণে তিনি তাহাদের বলিলেন, "তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হইলে সম্ভবতঃ তোমরা আর যুদ্ধ করিবেনা।" তাহারা জোর গলায় বলিল, "উহা কখনই হইতে পারেনা। আমাদের স্বজাতি, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী দিগকে তাহাদের আবাস-ভূমি হইতে যে শত্রুগণ বহিষ্কৃত করিয়াছে, এবং তাহাদের পুত্র-সন্তানদেরে যে শত্রুগণ বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া গোলাম বানাইয়া রাখিয়াছে।[১] ঐ সকল শত্রুর বিরুদ্ধ যুদ্ধ না করিয়া আমরা কি বসিয়া থাকিতে পারি? না, না, উহা কখনই হইতে পারেনা। আপনি আমাদের জন্য কেবলমাত্র একজন রাজা নির্দিষ্ট করিয়া দিন। তারপর দেখিতে পাইবেন যুদ্ধ-অভিযানে আমাদের তৎপরতা, দেখিবেন আমাদের শৌর্য-বীর্য। অনন্তর হযরত আশ্‌মুইল আঃ তাঁহাদের আবেদন আল্লাহ তা' আলার দরবারে পেশ করিলে আল্লাহ তা' আলা তালুতকে তাহাদের রাজা মনোনীত করিলেন। তদনু-সারে হযরত আশ্‌মুইল আঃ তাহাদেরে সম্বোধন করিয়া পরিষ্কার ভাষায় বলিলেন, "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তালুতকে রাজা মনোনীত করিলেন। অতএব তোমরা তাঁহার অধিনায়কতায় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।" ইসরাঈলীয়দের স্বভাবই এইরূপ ছিল যে, তাহারা পয়গম্বরের গুরুত্বপূর্ণ কোন নির্দেশ কখনও বিনা বাক্যব্যয়ে ও বিনা আপত্তিতে মানিয়া লইত না। এই নির্দেশ সম্পর্কেও তাহারা অনুরূপ আচরণ করিল। তাহারা আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত রাজাকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "য়াহুযার বংশই রাজবংশ, যাহুযার বংশ ছাড়া অন্য কোন বংশের লোক রাজা হইতে পারেনা। আর তালুৎ য়াহুযার বংশধর নন; তিনি বিন্‌য়ামীনের বংশধর। কাজেই তালুৎ কোন ক্রমেই রাজ্য-ক্ষমতা পাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তালুৎ একজন দরিদ্র লোক; তাহার বিশেষ ধন-দওলৎও নাই। কাজেই সে রাজা হইতে পারেনা। বংশ-মর্য্যাদা ও ধন-দওলৎ লক্ষ্য করিলে আমাদের অনেকেই রাজ্য-ক্ষমতার অধিকারী হইবার জন্য তালূতের চেয়ে বেশী হকদার।[২]

য়াহুদ জাতির চরম দুর্দশার যুগে তাহাদেরই দুর্দশা-মোচনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাহাদেরই একজনকে রাজা মনোনীত করেন। ঐ মনোনয়নের

১) তফসীর ফতহুল বয়ান (সিদ্দিক হাসান) প্রথম খণ্ড ৩২৫ পৃঃ

২) তফসীর কবীর ২য় খণ্ড ৪৩২-৪৩৪ পৃঃ; তফসীর খাযিন ১ম খণ্ড, ২১৩-১৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বিরুদ্ধে য়াহুদ জাতি আপত্তি উত্থাপন করে। তাহাদের এই আপত্তি উত্থাপনের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় তাহাদের নবীর প্রতি তাঁহাদের অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুমের প্রতি তাহাদের অমার্জনীয় বিরাগ ও ঔদাসীন্য। এবম্প্রকার দাম্ভিকতা ও ঔদ্ধত্যের পরেও কি য়াহুদ জাতিকে مغضوب عليهم 'ক্রোধের-পাত্র' আখ্যা দেওয়া অশোভন হইবে?

জেরুজালেমের য়াহুদীগণ তালুতের অধিনায়কতা সম্পর্কে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করে, তাহাদের নবী হযরত আস্‌মূইল আঃ বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ দ্বারা তাহাদের ঐ আপত্তিগুলির অসারতা প্রতিপন্ন করেন। তিনি বলেন,

"তোমরা কেবলমাত্র চাহিয়াছিলে একজন রাজার মনোনয়ন। ঐ রাজা কোন নির্দিষ্ট বংশ হইতে মনোনীত করিতে হইবে, এমন কোন কথা তোমরা কখনও বল নাই। কাজেই এখন তোমাদের এই আপত্তি অচল।

দ্বিতীয়তঃ তোমাদের আপত্তি যে, তালূত ধনবান লোক নয়; কাজেই তিনি রাজা হইতে পারেন না। এসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—রাজা হইবার জন্য যে সকল মৌলিক গুণ থাকা অনিবার্য তাহার মধ্যে 'ধনবান হওয়া' গুণটি পড়েনা। রাজক্ষমতা লাভের যোগ্যতা যে দুইটি গুণের ভিত্তির উপর নির্ভর করে সেই গুণ দুইটির একটি হইতেছে জ্ঞানবুদ্ধি এবং অপরটি হইতেছে শৌর্য-বীর্য। ধনী যদি বীরও হয় কিন্তু সে যদি জ্ঞানী না হয় তবে সে যেমন জাতির কাণ্ডারী হইবার অনুপযুক্ত সেইরূপ ধনী যদি জ্ঞানীও হয় কিন্তু বীরপুরুষ না হয় তবে তাহার অধিনায়কতায় ও জাতির স্বার্থ নিরাপদ থাকিতে পারে না। সূক্ষ্ম জ্ঞান-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাহার মধ্যে উন্নত মানের বীরত্ব গুণও বর্তমান থাকে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই জাতির অধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্য। এই উভয় গুণই তালুতের মধ্যে উন্নত মাত্রায় বিদ্যমান। অতএব তাঁহার অধিনায়কতা সম্পর্কে কোন আপত্তিই উঠিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলার বুদ্ধি-বিবেচনার সামনে সমগ্র জগৎবাসীর যুক্ত বুদ্ধি-বিবেচনারও কোন মূল্য নাই। এক্ষণে আল্লাহ তা'আলাই যখন তালুতকে অধিনায়ক মনোনীত করিয়াছেন তখন আল্লাহ তা'আলার উপর যাহার ঈমান রহিয়াছে সে নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবে যে, তালূতই রাজ্য-ক্ষমতার অধিকারী হইবার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি।

সর্বশেষে বক্তব্য এই যে, সমগ্র জগৎ আল্লাহ তা'আলার রাজ্য। তিনি স্বীয় রাজ্যের যে অংশের রাজত্ব যাহাকে দিতে ইচ্ছা করেন তাহাকে সেই অংশের রাজত্ব দিয়া থাকেন। এই রাজ্য দান ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে কোন কিছু বলিবার কোনও অধিকার কাহারও নাই। তোমাদের রাজ্যক্ষমতা তালূতের হস্তে অর্পণ করিবার পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার আল্লাহ তা'আলার আছে এবং তদনুযায়ী তিনি তাঁহাকে রাজ্য-ক্ষমতা দান করিয়াছেন। অতএব তোমরা সকলে তালূতের অধিনায়কতায় সমবেত হইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপাইয়া পড়। আল্লাহ তা'আলা নিজ ক্ষমতাবলে এবং তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তোমাদেরকে জয়যুক্ত করিবেন"।

হযরত আশ্‌মূইল আঃ-র এই যুক্তিপূর্ণ বিবৃতি শুনিয়া য়াহুদ জাতির অবাধ্যতার বেগ কথঞ্চিৎ শিথিল হইল, কিন্তু তাহারা অন্তর হইতে তাহা মানিতে পারিলনা। তাহারা বলিতে লাগিল, "আপনি বারংবার বলিতেছেন যে, আল্লাহ তা'আলাই তালূতকে আমাদের জন্য রাজা মনোনীত করিয়াছেন। আপনার এই দাবীর সমর্থনে এবং উহার প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ আপনি আমাদেরকে কোন অলৌকিক ঘটনা নিষ্পন্ন করিয়া দেখান। হযরত আশ্‌মূইল আঃ আল্লাহ তা'আলার দরবারে য়াহুদ জাতির দাবী পেশ করিলেন।

হযরত মূসা আঃ-র আমল হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর য়াহুদ জাতির নিকট একটি সিন্দুক রক্ষিত ছিল। ঐ সিন্দুকটি মঙ্গল ও কল্যাণের প্রতীকস্বরূপ য়াহুদ জাতির নিকট সমাদৃত হইত। যুদ্ধের সময় তাহারা সিন্দুকটি বহন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইত এবং ঐ সিন্দুকের কল্যাণে তাহারা বরাবর জয়যুক্ত হইত। যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া তাহারা সিন্দুকটিকে বয়তুল মক্বদিসে সযত্নে রাখিয়া দিত। অনন্তর য়াহুদ জাতি যখন পাপে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইল তখন কোন এক যুদ্ধে, ঐ

www.ahlehadeethbd.org

সিন্দুকটি সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও য়াহুদ জাতি ভীষণভাবে পরাজিত হইল, এবং তাহারা সিন্দুকটি যুদ্ধক্ষেত্রে রাখিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। শত্রুপক্ষ যুদ্ধ-লব্ধ সামগ্রী-সমূহের সহিত সিন্দুকটি নিজ রাজ্যে লইয়া গেল এবং উহার প্রতি অসম্মান ও অমর্যাদা প্রদর্শনার্থ বাহ্যি-প্রস্রাব করিবার স্থানে রাখিয়া দিল। অনন্তর তাহারা যখন দেখিল যে, যে কেহ সেখানে বাহ্যি বা প্রস্রাব করে সেই অর্শরোগে আক্রান্ত হয় তখন তাহারা ঐ সিন্দুকটি নিজ রাজ্য সীমার বাহিরে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিল।

তালূতকে রাজা মনোনীত করার ব্যাপার লইয়া যখন জেরুজালেমের য়াহুদীদিগের সহিত হযরত আশ্‌মুঈল আঃ-র বাদানুবাদ হইতে থাকে তখন ঐ সিন্দুকটি য়াহুদ জাতির অধিকারে ছিলনা। তাই যখন জেরু-জালেমের য়াহুদীগণ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তালূতের রাজা মনোনয়ন সম্পর্কে কোন অলৌকিক ঘটনা দেখিতে চাহিল তখন হযরত আশ্‌মুঈল আঃ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তাহাদেরে বলিলেন, "তালূতের রাজত্বলাভের আলামত এই : যে কল্যাণময় সিন্দুকটি তোমাদের নিকট হইতে অপসারিত হইয়াছে সেই সিন্দুকটি কতিপয় ফিরিশ্‌তা সমভিব্যাহারে তোমাদের চোখের সামনে তালূতের বাড়ীতে আসিয়া উপনীত হইবে"।

তারপর সত্য সত্যই সিন্দুকটি যখন ঐ ভাবে উপনীত হইল তখন জেরুজালেমের সকল য়াহুদী তালূতকে বাদশাহ বলিয়া গ্রহণ করিল এবং সিন্দুকটির কল্যাণে যুদ্ধে জয়লাভ সুনিশ্চিত ও অবধারিত-জ্ঞানে অতি বৃদ্ধ, রোগী এবং অক্ষম ব্যক্তি ব্যতীত সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া হযরত আশ্‌মুঈল আঃ-র নির্দেশে বাদশাহ তালুত ঘোষণা করিলেন, "এত অধিক সংখ্যক সৈন্যের প্রয়োজন হইবে না। অতএব চারি প্রকারের লোককে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে নিষেধ করা যাইতেছে : (১) যে ব্যক্তি বাড়ী নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছে কিন্তু নির্মাণ-কার্য এখনও সমাপ্ত হয় নাই। (২) যে ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসায়ের সামগ্রী এখনও হস্তান্তর করিয়া সারিয়া উঠিতে পারে নাই। (৩) যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছে কিন্তু এখনও স্ত্রীর সহিত মিলিত হয় নাই। (৪) দেনাদার ব্যক্তি।" তিনি আরও ঘোষণা করিলেন যে, কেবলমাত্র স্ফূর্তিমান মুক্তসঙ্গ যুবকই যেন এই যুদ্ধ অভিযানে বাহির হয়।

অনন্তর বাদশাহ তালূত প্রায় আশি হাজার সৈন্যসহ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। সৈন্যগণ পথিমধ্যে তৃষ্ণার্ত হইয়া অধিনায়ক তালূতের নিকট পানির জন্য আবেদন জানাইল। সেনাপতি তালূত তাহাদেরে বলিলেন, "অল্পক্ষণ পরেই তোমরা এক নহর দেখিতে পাইবে। ঐ নহর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরীক্ষা লইবেন। যাহারা কঠোর পিপাসা সত্ত্বেও ঐ নহরের পানি মোটেই পান না করিয়া নহর অতিক্রম করিয়া যাইবে তাহাদের পিপাসা স্বতঃ নিবৃত্ত হইবে এবং তাহারা আমার দলভুক্ত থাকিবে। যাহারা এক চুল্লু পানি একবার মাত্র উঠাইয়া লইবে তাহাদের জন্য ঐ পানিই যথেষ্ট হইবে এবং তাহারাও এই যুদ্ধ যোগদান লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিবে। কিন্তু যাহারা এক হাতে একবার মাত্র পানি লইয়া ক্ষান্ত না হইবে, বরং তদপেক্ষা অধিক পানি পান করিবে তাহারা আমার সঙ্গে থাকিতে পারিবে না।"

বাদশাহ তালূতের কথামত সম্মুখে একটি নহর দেখা গেল। (৮০,০০০) আশি হাজার সৈন্যের মধ্যে মাত্র তিন শত তের (৩১৩) জন ছাড়া আর সকলেই অনুমোদিত মাত্রা অপেক্ষা অধিক পানি পান করিয়া বসিল। ফলে তাহারা বাদশাহ তালূতের সঙ্গে অগ্রসর হইতে অক্ষম হইয়া পশ্চাতে পরিত্যক্ত হইল [১]

যে য়াহুদ জাতির স্ফূর্তিমান, বিষয়াসক্তি-রহিত যুবকদের হাজার-করা মাত্র চার পাঁচ জন লোক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, এবং হাজারের মধ্যে নয় শত পঁচানব্বই জন সতর্ক বাণী শুনিবার পরেও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করে সেই য়াহুদ জাতিকে مغضوب عليهم 'আল্লাহর ক্রোধের পাত্র' খিতাব দেওয়া যথার্থই হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

১) সূরা আল্-বাকারা ২৪৬—২৪৯ আয়াত এবং উহার তফসীর। তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড ৪৩৪—৪৪২ পৃঃ। ৩ঃ খাযিন, ১ম খণ্ড ২১৫—১৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

সভাপতির অভিভাষণ

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

(পূর্বানুবৃত্তি)

আহলে হাদীস আন্দোলনের সহিত রাজনীতি এরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, ইহাকে আহলেহাদীস আন্দোলনের অপরিহার্য অংশ বলিলে অত্যুক্তি হয়না।

আহলে হাদীসগণের রাজনৈতিক কর্মসূচী সুস্পষ্ট এবং সর্বপ্রকার গোঁজামিলশূন্য। আমাদের পূর্ববর্তী নেতৃবৃন্দ কুরআনী বা নববী সিয়াসতের পরাজয় স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা ইহার জন্য সম্মুখযুদ্ধে সহাস্য-বদনে প্রাণ দান করিয়াছেন। কিন্তু মোহাম্মদী রাজনীতির সফলতা সম্বন্ধে মুহূর্তের জন্যও তাঁহাদের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই।

بناکردند خوش رسمے بخاک وخون غلطیدن
خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

আহলে হাদীসগণ ধর্মীয় প্রেরণায় স্বাধীনতার মন্ত্রসাধক কিন্তু তাঁহাদের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্য ভাত কাপড়ের সংস্থান বা চাকুরীর সুবিধা অর্জন নয়, স্বদেশপ্রীতি ও জন্মভূমির উদ্ধার সাধনের উদ্দেশ্যে নয়, পৃথিবীতে বলবান ও শক্তিমান হইয়া অপরাপর দল, সমাজ ও জাতির উপর শাসনদণ্ড পরিচালনা করার মৎলবে নয় :—

যাহারা বাড়াবাড়ি ও অশান্তিকামী নহে, আমি পারলৌকিক রাজ্যের অধিকারী তাহাদিগকেই করিব এবং যাহারা সতর্ক, পরিণাম তাহাদের জন্যই নির্দিষ্ট,—আলকাসাস : ৮৩ আয়ত।

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ولا فسادا والعاقبة للمتقين

আমাদের রাজনীতি চর্চার চরম ও পরম উদ্দেশ্য :—

—কুফরের আদেশকে পরাস্ত করিয়া একমাত্র আল্লাহর আদেশকে বলবৎ করা,—আত্তওবা : ৪০ আয়ত।

وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا

মুসলমানগণের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করার উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট প্রার্থনা পদ্ধতিকে বলবৎ করিবে, ধন-বন্টনের যে ইলাহী ব্যবস্থা আছে তদনুসারে যাকাত আদা করিবে, যাহা সর্বজন বিদিত সত্য তাহার আদেশকারী হইবে এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করিবে,—হজ : ৪১ আয়ত।

الذين ان مكنا هم فى الارض اقاموا الصلوة وآتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر

আমাদের সংগ্রাম সর্ববিধ ফেৎনার বিরুদ্ধে,—যাহাতে সকল প্রকার ফেৎনার নিরসন ঘটে এবং মানুষের প্রতিপালনীয় ও অনুসরণীয় যাহা, তাহা যেন একমাত্র আল্লাহর আদেশে নিয়ন্ত্রিত হয়,—আলবাকারাহ : ১৯৩ আয়ত।

حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله

কিতাব ও সুন্নতের বিরুদ্ধে যত প্রকার বিধান, মতবাদ, আইন, থিওরী, ফর্মুলা, প্রোগ্রাম ও Ism আছে সমস্তই অনাচার ও ফেৎনা! উক্ত ফেৎনা-সমূহের মূলোৎপাটন করে। আত্মদান করাই আহলে হাদীস আন্দোলনের বহু বিশ্রুত সংগ্রামের উদ্দেশ্য। আল্লাহ তদীয় রসূল, তদীয় কিতাব ও তদীয় রসূলের সুন্নতকে সমুন্নত, বলবত্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার কার্যকেই আমরা মুসলমানগণের জাতীয় জীবনের উন্নতি, বিজয় ও প্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে করি, আল্লাহ ও মোহাম্মদ (দঃ) কে বাদ দিয়া জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা الحمية الجاهلية—অমুসলমানীর উত্তেজনা মাত্র! কুরআন ও হাদীসের কার্যতঃ প্রতিষ্ঠা দ্বারা সাভাবিক ও অনিবার্যরূপে মুসলমানগণের জাতীয় জীবন গৌরবমণ্ডিত হইবেই! ইসলামকে সর্বপ্রকার বাধা ও পরাধীনতার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া তাহার শাশ্বত, সনাতন ও

www.ahlehadeethbd.org

চিরন্তন বিধানকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করাই আহলে হাদীসগণের রাজনীতি। এই আদর্শের জন্য আহলেহাদীসকে বাঁচিতে ও মরিতে হইবে। এই আদর্শের সংরক্ষণকল্পে সর্বপ্রার ফিরিঙ্গী, হিঁদুয়ানী, কম্যুনিস্টিক ও নাস্তিকতামূলক,—এককথায় যাবতীয় গয়র ইসলামী প্রভাব হইতে হিন্দ-ভূমি [পাক-ভারত] কে পবিত্র করিবার জন্য আহলে হাদীসগণকে জীবন পণ করিতে হইবে।

নানারূপ ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থের জন্য এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপায়ে আহলেহাদীস-দিগকে ঘৃণিত প্রতিপন্ন করার ও তাহাদের আন্দোলন-কে বিকৃত করিয়া প্রদর্শন করার চেষ্টা দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই সংশ্রবে খুব উঁচুদরের আলেম ও লেখকগণও যেভাবে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ করিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। হানাফী দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম মওলানা শায়খ মোহাম্মদ থানবী, যিনি আল্লামা শাহ মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব দেহলবীর ছাত্র ও শায়খুল ইসলাম ছৈয়দ নযির হুসাইন দেহলবীর সহাধ্যায়ী ছিলেন; ছুননে নাসায়ীর টিকায় লিখিতেছেন: আমাদের দেশে যাহারা ওয়াহাবী গয়র মোকাল্লেদ নামে কথিত, তাহারা আবদুল ওয়াহাব নজদীর দীনের অনুসরণকারী। মতবাদ ও ব্যবহারিক শাস্ত্রে তাহারা তাহারই পন্থা পরিগ্রহণ করিয়া চলে। ইহারা ইমাম চতুষ্টয়ের তকলীদ করাকে শির্ক বলিয়া থাকে এবং আমাদের পুরুষ-দিগকে হত্যাকরা এবং আমাদের নারীদিগকে দাসীতে পরিণত করা জায়েয মনে করে। তাহাদের এই সকল নিন্দনীয় মতবাদের কথা আমি শ্রবণ করিয়াছি। এই ওয়াহাবীরা খারেজী দের অন্যতম ফের্কা। ছুননে নাসায়ীর টিকা [১] ৩৬ পৃঃ, মুজতাবায়ী প্রেস।

ثم ليعلم ان الذين يدينون دين عبد الوهاب النجدى ويسلكون مسالكه فى الاصول والفروع ويدعون فى بلادنا باسم الوهابيين وغير المقلدين ويزعمون ان تقليد الائمة الاربعة رضوان الله عليهم شرك وان من خالفهم هم المشركون ويستبيحون قتلنا وسبى نسائنا وغير ذلك من العقائد الشنيعة التى وصلت الينا ايضا هم من فرقة الخوارج انتهى

আল্লাহ ও তদীয় রসুল [দঃ] ব্যতীত ব্যক্তি বিশেষের উক্তিকে এরূপভাবে মান্য করা যে, তাহার বিপরীত কুরআন ও সহীহ হাদীসের নির্দেশ পর্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়া বলিতে হইবে, এইরূপ তকলীদকে শুধু আহলে হাদীসরাই হারাম ও শির্ক বলেন নাই, বরং প্রচলিত মযহব চতুষ্টয়ের সহিত সম্পর্কিত সকল বিশ্বস্ত ও মোহাক্কেক আলেমও এই কার্যকে হারাম ও শির্ক বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন, এমন কি স্বয়ং মহামতি ইমাম চতুষ্টয় পর্যন্ত এরূপ তকলীদকে কঠোর ভাবে নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং এই মতবাদের জন্য কেবল মাত্র আহলেহাদীসদিগকে অপরাধী করা অন্যায় পরিচায়ক।

মওলানা থানবীর বাঁশীতে যে সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছে তাহা সুদূর প্রসারী হইলেও প্রকৃত বংশীবাদক তিনি নহেন, উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে আহলেহাদীস আন্দোলনের প্রভাব পৃথিবীর সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার ফলে এদেশের ইংরাজ শাসকগণ হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন, তাঁহারা তাহাদের চিরাচরিত রীতানুসারে এই আন্দোলনের ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তার বিরুদ্ধে Propaganda বা মিথ্যা প্রচারণার যে মায়াজাল বিস্তৃত করিতে ব্যাপৃত হন, তাহার কল্যাণে হিন্দের (পাক-ভারতের) মোহাম্মদী বা আহলেহাদীস আন্দোলন ওয়াহাবী আন্দোলন রূপে আখ্যাত হয়। শাসক প্রভুগণের এই সুর মওলানা মোহাম্মদ, মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী প্রমুখ ওলামার বাঁশীর ভিতর দিয়া হিন্দ ও বঙ্গের দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে।

نغمه از نائيست، نئے از نئے بدان
مستى از ساقى ست، نئے از مئے بدان

আমার উক্তির বাস্তবতা William henter-এর মুখ হইতে শ্রবণ করুন:

The wahabis have not been allowed to spread their network of treason over Bengal without some opposition from their

www.ahlehadeethbd.org

country men. Besides the odium theologicum which rages between the Mohammedan sects almost as fiercely as if they were Christians. The presence of the Wahabis in a district is a standing menace to all classes, whether Musalman or Hindu, possessed of property or vested rights. "Revolutionists alike in politics and religion, they go about their work not as reformers of the Luther or Cromwell type, but as destroyers in the spirit of Robes-Pierre or Tanchelin of Antwerp. As the Utrecht clergy raised a cry of terror when the last named scourge appeared, so every Musalman priest with a dozen acres attached to his mosque or wayside shrine, generally a tomb has been shrieking against the Wahabis during the past half century".

"In India, as elsewhere the landed and the Clerical interests are bound up by a common dread of change. Any form of dissent, whether religious or political, is perilous to vested rights. Now the Indian Wahabis are extreme Dissenters in both respects; Anabaptists, fifth monarchy men, so to speak, touching matters of faith; Communists and Red Republicans in politics."

বাঙ্গালায় ওয়াহাবীরা তাহাদের বিদ্রোহ আন্দোলন তাহাদের আপন দেশবাসীগণের আংশিক বিরোধ ছাড়া পরিচালিত করিতে সক্ষম হয় নাই। ধর্মীয় মতবাদের দিকদিয়া মুসলমানগণের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে এরূপ কঠোর ভাবে খড়্গহস্ত যেন তাহারা খৃষ্টান! কোন জিলায় ওয়াহাবীদের বিদ্যমানতা সেই জিলার সকল শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান সম্পত্তিশালী ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের জন্য সমানভাবে বিপজ্জনক। ওয়াহাবীরা রাজনীতি ও ধর্ম উভয় ব্যাপারেই বিপদ সৃষ্টি করিতে চায়, তাহাদের কার্যপদ্ধতি লুথার অথবা ক্রম ওয়েলের মত গঠনমূলক নয়, বরং রবসপেরী ও ও এন্টুয়াপের টেনচলিনের পরিগৃহীত পদ্ধতির ন্যায় ধ্বংসমূলক! এটারিস্টের পাদ্রিরা টেন্‌চলিনের আতঙ্কে যেরূপ চীৎকার করিয়া উঠিত, মুসলমান মোল্লারা যাহারা মসজিদ ও মাজারের দরগাহ সম্পর্কে কিছু জোতজমি উপভোগ করিত তাহারা তদ্রূপ বিগত অর্ধশতাব্দী ধরিয়া ওয়াহাবীদের ভয়ে কম্পিত হইতেছে।

অন্যান্য দেশের ন্যায় হিন্দেও জমিদার ও ধর্মনেতার দল সর্ববিধ বিপ্লবকে ভয় করিয়া থাকে। চিরাচরিত অধিকারের বিরুদ্ধে, তাহারা রাজনৈতিক হউক আর ধর্মীয় অধিকার লইয়া হউক, সকল প্রকার বিবাদ কায়েমী স্বার্থবাদীদের জন্য বিপজ্জনক। হিন্দের ওয়াহাবীরা দুই দিক দিয়াই খুব কঠোর বিপ্লবী। ধর্মের দিকদিয়া তাহারা ইনাবিট্‌স ও পঞ্চম সাম্রাজ্যবাদীদের (বাহিনী) অনুগমন কারীদের ন্যায় আর রাজনীতির সহিত তাহাদের আন্দোলনের যতটা সম্পর্ক, সেদিক দিয়া তাহারা কমিউনিস্ট ও রক্তবর্ণ গণতন্ত্রবাদীদের মত।......

(Our Indian Musalman P. P. 106, 107)

ইউরোপীয় প্রভুগণের প্রচারণার ফলেই হিন্দ ও বঙ্গের আহলেহাদীস আন্দোলন ওয়াহাবী আন্দোলন রূপে কথিত হইয়াছে এবং তাহাদের প্রদত্ত বিশ্লেষণ অনুসারেই আহলেহাদীসগণ কখনো খারেজী, কখনো শিয়া, প্রভৃতি মূল্যবান উপাধি লাভ করিয়া আসিতেছেন, বাঙ্গালার তকলিদপরস্তদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্ব স্ব গ্রন্থে উক্ত অভিযোগ সমূহের চর্বিত চর্বন করিয়া আহলেহাদীসগণের যোগসূত্র খারেজী আযারেকাদিগের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন এবং কোন কোন তথাকথিত প্রগতিবাদী লেখক এই আবিষ্কারের সাহায্যে আপন বিদ্যাবত্তা ও গবেষণার অপূর্ব পরিচয় প্রদান করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন।

যাবতীয় মিথ্যা অভিযোগের উত্তরে আমি শুধু পারস্যের অমর কবি হাফেযের এই কবিতা পাঠ করিব।

بدم گفتی وخر سندم' عفاک الله نکو گفتی!
جواب تلـــخ می زیبد لب لعل شکر خارا!!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আহলেহাদীসগণ সকল আহলে কেব্‌লা, এমন কি খারেজী, রাফেযী, জাহমি, মুর্জিয়া ও. মো'তাযেলাদিগকেও মুসলমান মনে করেন এবং যতক্ষ কেহ দীনের অত্যাবশ্যক ও সুস্পষ্ট মতবাদগুলি হঠকারিতার সহিত খোলাখুলি ভাবে অস্বীকার না করিবে, তাহার ধন, প্রাণ, সম্পদ ও মর্যাদাকে আহলেহাদীসগণ আপন প্রাণ, সম্পদ ও মর্যাদার তুল্য মূল্যবান মনে করিয়া থাকেন।

প্রকৃত কথা এই যে, আহ্‌লেহাদীসগণ আবুহানিফা অথবা আবদুল ওয়াহাব কাহারো দীনের অনুসরণ করেননা, যে মনোনীত দীনের বার্তা লইয়া জগদ্‌গুরু, মানবমুকুট, খাতেমুল মুর্সালীন, আন্‌নবীউল উম্মিউল আরাবী মোহাম্মদ মোস্তফা বিনে আবদুল্লাহ বিনে আবদুল মুত্তালিব বিনে হাশিম ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া ছাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন, আহ্‌লেহাদীসগণ কেবলমাত্র সেই দীনকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং এই রসুলকে (দঃ) তাহাদের একমাত্র নেতা ও ইমাম মান্য করিয়া তাঁহার তরীকার অনুসরণ করিয়া থাকেন।

ماقصهٔ سکندر ودارا نخوانده ایم
ازما بجز حکایت مهر ووفا مپرس!

কিতাব ও সুন্নতের একচ্ছত্র ও স্বাধীন রাজত্ব অস্বীকার করার ফলে ইসলামের প্রথম সহস্রকের পর মুসলিম জগতের সর্বত্র মতবাদ ও আচরণের দিকদিয়া যে ঘোর অবনতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল আমেরিকান ঐতিহাসিক Lothrop stoddard তাঁহার New world of Islam নামক গ্রন্থে তাহার আংশিক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন,

As for religion, it was as decadent as everything else. The austre monotheism of Muhammad had become over laid with a rank growth of superstition and puerile mysticism. The mosques stood unfrequented and ruinous, deserted by the ignorant multitude, which decked out in amulets, charms and rosaries, listened to squalid faqirs or ecstatic dervishes, and went on pilgrimages to the tombs of "holymen," worshipped as saints and "intercessors" with that Allah who had become too remote a being for the direct devotion of these benighted souls.

(PP 20-21)

ইহার ভাবার্থ এই যে,

অন্যান্য বিষয়ের মতই ধর্মও পতনের চরম সীমায় পৌঁছিয়া গেল। হযরত মোহাম্মদের (দঃ) দৃঢ় কাঠামোর একত্ববাদ চপল অতীন্দ্রিয়বাদের জঞ্জাল এবং কুসংস্কারের বেশুমার আগাছায় ভর্তি হইয়া উঠিল। মসজিদসমূহ অনাবাদ হইয়া উঠিল এবং ধ্বংসের পথে আগাইয়া চলিল। অজ্ঞ জনসাধারণ মসজিদ পরিত্যাগ করিয়া কবচ ও জপমালায় দেহ সজ্জিত করিয়া ও তাবিজমন্ত্রের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া নোঙরা ফকির ও উল্লাসিত দরবেশদের কথা শুনিতে লাগিল এবং 'পবিত্র হৃদয় ধর্মগুরুদের' সমাধিস্থলে পুণ্যলাভেচ্ছায় তীর্থ যাত্রা শুরু করিল। তাহাদের হৃদয়ে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তাহাদের ন্যায় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে বহুদূর অবস্থানকারী আল্লাহর নিকট প্রত্যক্ষভাবে প্রার্থনা নিবেদন ও তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন অসম্ভব। বিধায়—এই সব সাধু সজ্জনের সাহায্য গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। তাই সুফারিশকারী মধ্যস্ত ব্যক্তিরূপে তাহারা সাধু ব্যক্তিদেরই পূজা শুরু করিয়া দিল।

আজ মুসলমানগণ যে ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছেন, তাঁহাদের নৈতিক, চারিত্রিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় আকাশ যেরূপ তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সকল দুর্গতি ও সর্বনাশের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে কায়মনোবাক্যে আহলেহাদীস আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। ইহাকে সম্প্রদায় বিশেষের দলগত আন্দোলন ভাবিলে চলিবেনা, কিতাব ও সুন্নতের পরিত্যক্ত জীবন কেন্দ্রের দিকে মুসলমানদিগকে দৃঢ়পদ-বিক্ষেপে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। শিয়া সুন্নী নির্বিশেষে মুসলিম সংহতির যে আহ্বান আজ মুসলিমলীগ ঘোষণা করিয়াছে, তাহা সনাতন আহলেহাদীস আন্দো-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আঁ-হযরতের (দঃ) যুগে কুরআনের "তদ্‌রীস" ও "তর্‌তীল"

—আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কুরআন শিক্ষার সম্প্রসারণ ও ব্যাপকতার জন্য রিসালত মাআব (দঃ) যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, পরবর্তী যুগে তা অক্ষরে অক্ষরে অনুসৃত হয়। ইসলাম জগতের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের (রঃ) যুগে সিরিয়ার গভর্ণর ইয়াযীদ্ বিন আবুসুফয়ানের অনুরোধক্রমে খলিফা মআয, উবাদা ও আবুদ্দর্দা নামক সাহাবী কে হিমস্, দামেশ্‌ক ও ফিলিস্তিনের জন্য কুরআন-শিক্ষক নিযুক্ত করে পাঠান। বিখ্যাত ঐতিহাসিক যহবী স্বীয় "তবাকীতুল কুররা" নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, উল্লিখিত আবুদ্দর্দা ফজরের নমাযান্তে দামেশ্‌কের জামে মস্‌জিদে কুরআন শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতেন। প্রত্যেক দলে দশ দশজন করে ছাত্র থাকতেন। মুসলিম বিন মিশকম বলেছেন, একদা আবুদ্দর্দা আমাকে ছাত্রদের সংখ্যা নিরূপণ করতে বল্‌লে আমি তাদেরকে গুণে দেখলাম তাঁরা ১৬০০ ষোল শতেরও অধিক ছিলেন[১] !

كان ابو الدرداء اذا صلى الغداة فى جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه فكان يجعلهم عشرة عشرة وعن مسلم بن مشكم قال قال لى ابو الدرداء عدد من يقرأ عندى القرآن فعددتهم الفا وستمائة ونيفا (طبقات القراص ٦٠٦)

পাঠক, একটু চিন্তা করে দেখুন। ইসলামের স্বর্ণযুগে কুরআন খানীর একজন মোল্লার পাঠাগারের Roll strength (ছাত্রসংখ্যা) এত ছিল, যা আজ পাকিস্তানের বহু ইউনিভার্সিটিতেও নেই। আরও মজার কথা এই যে, এসব হত উঠানে—এর জন্য প্রাসাদ তুল্য মার্বেল পাথরের অট্টালিকারও প্রয়োজন হ'তনা। তদ্‌নিমিত্ত কোটি কোটি টাকা ব্যয়পূর্বক রাজভাণ্ডার উজাড় কিংবা করভারে জর্জরিত প্রজাবর্গের উপরে আরও মোটা ট্যাক্স বসিয়ে "মরার উপরে খাড়ার ঘা" দেওয়ারও প্রয়োজন হতনা। ইস্‌লামী স্বর্ণযুগের সেই অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা (simple living) আজও আমাদের মধ্যে ফিরে আসলে এমন বহু জাতীয় সমস্যারই সমাধান হয়ে যায় যা দেশের চিন্তানায়কগণের জন্য night mare বা নিদ্রাকালে বুকে চাপা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রসূলুল্লাহ ও তদীয় সাহাবাগণ কর্তৃক নিযুক্ত কুরআনের এ সব অধ্যাপক তাঁদের ছাত্রমণ্ডলীদের মধ্য হতে যোগ্যতম ব্যক্তিদেরকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার

১) তবাকাতুল কুররা, ৬০৬ পৃঃ।

লনেরই প্রতিধ্বনি মাত্র, তফাৎ শুধু এইটুকু যে, বর্ণও মযহব নির্বিশেষে মুসলমানদিগকে শুধু বস্তুতান্ত্রিক স্বার্থের পরিবর্তে আহলেহাদীস আন্দোলনে কোরআন ও হাদীসের কেন্দ্রে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। আহলেহাদীস আন্দোলনের পরিকল্পিত ইসলামী রাজত্ব বা ইলাহী হুকুমতের পুনঃ প্রতিষ্ঠার ধারণা আংশিক ভাবে পাকিস্তানের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মুসলিম হিন্দের মর্মবীণা আজ আহলেহাদীস আন্দোলনের সুরে ঝংকৃত হইবার জন্য উন্মুখ হইয়াছে। সকল সন্দেহ ও অবসাদকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া আহলেহাদীস আন্দোলনের দাবী নির্ভয়ে ও দৃপ্তকণ্ঠে জগদ্বাসীকে শুনাইতে হইবে। জগদ্‌গুরু মানবমুকুট হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দঃ) ইমামৎ ও একচ্ছত্রাধিপত্যকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে আমাদিগকে জীবন পণ করিতে হইবে। আমাদের নবজাগরণে যদি এই কার্য আমরা আংশিকরূপেও সম্পন্ন করিতে সক্ষম হই, তবেই আমাদের সকল শ্রম সার্থক ও আমাদের জীবন ধন্য ও বরেণ্য হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জন্য দেশ বিদেশে প্রেরণ করতেন। এভাবে যুগের পর যুগ ধরে কুরআন শিক্ষার চর্চা হয়ে আসছে। এশিক্ষায় সর্বকালে সকল দেশে সকল মুসলমান একমত হয়ে এসেছেন, কোনদিন কারও দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়নি। একেই শরীয়তের ভাষায় "মুতাওয়াতের" বা পৌনঃপুনিক বলা হয়।

কুরআন মজিদের যে কপি আঁ-হযরতের (দঃ) শ্রুতি-লিখন ও তরতীব অনুসারে তৈরী হয়েছিল আর যে তরতীব অনুসারে হযরত নমায, রমযান ইত্যাদিতে মৌখিক তেলাওয়াত ফরমাতেন, বলা বাহুল্য, এতদুভয়ের মধ্যে কোথায়ও বিন্দু বিসর্গমাত্রও পার্থক্য ছিলনা। কারণ যা কিছু লিখা হত তার সামঞ্জস্য মৌখিকভাবে পঠিত কেরাতের সহিত আছে কিনা তা মিলিয়ে নেওয়ার জন্য বারবার দেখা হত। তা ছাড়া স্বয়ং মহা প্রভু যখন তার হেফাযতের ভার গ্রহণ করেছেন তখন তাতে বিভ্রান্তি ঘটবে এমন চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র। আল্লাহ পাক বলেছেন, আমরা কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং ইহার রক্ষণাবেক্ষণও করব আমরাই। انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

স্বয়ং মহাপ্রভুর হেফাযতের ফলে কুরআনের কোথাও কোন বিভ্রান্ত ঘটেনি বলেই উহার পক্ষে— "যদি ইহা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট হতে আসত, তবে তারা এর মধ্যে নানা প্রকার বিভ্রান্তি দেখতে পেতো"— এদাবী করা সম্ভবপর হয়েছিল। لوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

কুরআন পাকের বর্তমান তরতীব ও আঁ-হযরতের (দঃ) যুগের তরতীবের মধ্যে কোন প্রকার প্রভেদ না থাকার আর একটি বড় প্রমাণ হল এই যে, আঁ-হযরত (দঃ) স্বীয় ওফাতের বৎসর রমযান মাসে দু'বার সম্পূর্ণ কুরআন শরীফের আগাগোড়া খতম করেন। এক্ষণে ইহা অবধারিত যে, একটা বিশিষ্ট তরতীব না থাকলে কোন বইয়ের "আগাগোড়া" খতম করা যায় না। ঠিক এই কথাটাকেই একটু ঘুরিয়ে বললে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে আঁ-হযরত (দঃ) স্বীয় ওফাতের বৎসর যে বিশিষ্ট রূপ সহকারে কুরআনের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শেষ করেছিলেন, সেই বিশিষ্ট রূপই হল তাঁর দেওয়া "তরতীব" এবং পরবর্তীকালে এর কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।—ঐতিহাসিক যহবী স্বীয় তযকিরাতুল হুফ্ফায নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একদা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন, আবদুল্লাহ বিন যুবায়র আল্লাহর কালামে রদবদল করেছেন। এ কথা শ্রবণে আবদুল্লাহ বিন উমর উঠে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কালামে রদবদল করার অধিকার আবদুল্লাহ বিন যুবায়েরেরও ছিলনা তোমারও নেই[১]। ان الحجاج خطب فقال ان ابن الزبير بدل كلام الله فقام ابن عمر فقال كذب لم يكن ابن الزبير يستطيع ان يبدل كلام الله ولا انت

বলাবাহুল্য, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একটি সূক্ষ্ম দুরভিসন্ধি নিয়েই ইবনে যুবায়রের প্রতি এমিথ্যা দোষারোপ করেছিলেন। তিনি হয়ত' চেয়েছিলেন যে, যেহেতু ইবনে যুবায়র কুরআনের স্থানে স্থানে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন সেজন্য দরকার মত পরিবর্তন ঘটানো তাঁর পক্ষে হারাম হওয়ার কথা নয়। এভাবে কুরআনের কোথাও দু'চারটি আয়াত পরিবর্তন আর কোথাও দু'চারটি আয়াত পরিবর্ধন করে তিনি নিজের স্বার্থসিদ্ধির মতলব আটছিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন উমরের আপোষহীন মনোভাবের ফলে তাঁর সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে :—

ইবনে যুবায়র হযরত উসমানকে বললেন, "والذين يتوفون الخ" আয়াতটী অন্য একটী আয়াত দ্বারা মনসুখ (রহিত) হয়ে গেছে। অতএব আপনি একে কুরআনের মধ্যে স্থান দিবেন না, কিংবা (রাবীর সন্দেহ) লিখবেন না। হযরত উছমান বললেন, হে قال ابن الزبير لعثمان بن عفان "والذين يتوفون الخ" قد نسختها الاية الاخرى فلم تكتبها او تدعها قال يا ابن اخي لا اغير شيئا منه من مكانه

(১) তযকিরাতুল হুফ্ফায, ১ম খণ্ড, ৩৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! কুরআনের কুত্রাপি আমি কোন অক্ষরেরও পরিবর্তন সাধন করতে পারবনা[১]।

আমরা যে কুরআন পাঠ করি তার সূরাসমূহের তরতীব আঁ-হযরত (দঃ) এর পাঠিত সূরা সমূহের তরতীবের অনুরূপ হওয়ার আরও একটী প্রমাণ এই যে, আঁ-হযরতের (দঃ) দৈনিক তেলাওয়াতের জন্য কুরআনের একটি বিশিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। এই অংশ বিশেষের নাম ছিল "হেযব"। "হেযব" সম্বন্ধে হাদীসে যেসব বিবরণ পাওয়া যায় তাতে করে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের সূরা সমূহের তরতীবের কোনই ব্যতিক্রম ঘটেনি।

আওস বিন হুযায়ফা ছকফী বলেছেন, আমি ছকীফ গোত্রীয় প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যারা ইসলাম ধর্মের দীক্ষা লাভ করেছিল..... রসূলুল্লাহ (দঃ) বললেন, আমার দৈনন্দিন কর্মসূচীর অন্তর্গত কুরআনের বিশিষ্ট পঠিতব্য অংশ আজ যথা সময় পড়তে না পারায় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, উহা শেষ না করা পর্যন্ত ঘর থেকে বের হবনা, (আওস বিন হুযায়ফা বলেছেন, হযরতের মুখে কুরআনের বিশিষ্ট পঠিতব্য অংশের কথা শুনে) আমরা সাহাবাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা উহাকে কি ভাবে ভাগ করে তেলাওয়াত কর? তাঁরা বললেন, প্রথম দিন তিন সূরা দ্বিতীয় দিন পাঁচ সূরা, তৃতীয় দিন নয় সূরা, ৪র্থ দিন এগার সূরা ৫ম দিন তের সূরা ও ৬ষ্ঠ দিন সম্পূর্ণ "মুফাস্‌সাল" অর্থাৎ সূরা কাফ্ হতে শেষ পর্যন্ত—এ'ভাবে ভাগ করে তেলাওয়াত করি[২]।

عن اوس ابن حذيفة الثقفي قال كنت في الوفدين الذين اسلموا من ثقيف.....فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرأ على حزب من القرآن فاردت ان لااخرج حتى اقضيه فسألنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا كيف تحزبون القرآن قالوا نحزبه ثلث سور وخمس سور وتسع سور واحدى عشرة سورة وثلث عشرة سورة وحزب المفصل من ق حتى يختم

ওয়াসিলা বিন আসকা' বলেছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, তৌরাতের পরিবর্তে আমাকে বড় সাতটী সূরাহ দেওয়া হয়েছে, যবূরের পরিবর্তে শত আয়াত বিশিষ্ট সূরা গুলি দেওয়া হয়েছে আর ইঞ্জিলের পরিবর্তে দেওয়া হয়েছে সূরা ফাতিহা। আর মুফ্‌সসল সূরা সমূহ আল্লাহ আমার ফযিলত বৃদ্ধির নিমিত্ত দিয়েছেন[৩]।

عن واثلة بن الاسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت مكان التوراة السبع الطوال واعطيت مكان الزبور المئين واعطيت مكان الانجيل المثاني وفضلت بالمفصل

পাঠক স্পষ্টতঃই দেখতে পাচ্ছেন যে, আঁ হযরতের (দঃ) যুগে কুরআনের সূরাহসমূহের শুধু তরতীবই হয়নি বরং সে তরতীব মুতাবেক তিনি এবং তাঁর সাহাবাগণ সপ্তাহে একবার করে কুরআন খতমও করতেন এবং সে তরতীব আর আমাদের বর্তমান তরতীবে কোন পার্থক্য নেই।

আঁ-হযরতের (দঃ) যুগে কুরআনের যে তরতীব ছিল তাতে কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি, এ দাবীর আর একটী বড় প্রমাণ হল এই যে, সর্বযুগে দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলমান মনিষীগণ এ দাবীর সমর্থন জানিয়ে এসেছেন। ইসলামের স্বর্ণ যুগের পর মুসলমানগণ শিয়া, সুন্নী, আশয়ারী, মু'তাযিলা, জবরী, কাদরী, রাফযী খারেজী ইত্যাদি শতশত দলে বিভক্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, কুরআনের বর্তমান তরতীব আঁ-হযরতের জীবদ্দশাতেই দেওয়া হয়েছিল এবং উহাতে কোনপ্রকার ব্যতিক্রম ঘটেনি। নিম্নে আমরা এ বিষয় কতিপয় মনিষীর মতামত উদ্ধৃত করিছ।

(১) ইমাম মালেক (মৃত ১৭৮ হিঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে:—আবু ওয়াহাব ইমাম মালেককে একথা বলতে শুনেছেন যে, সাহাবাগণ কুরআনকে ঠিক সেই ভাবেই লিপিবদ্ধ করে ছিলেন যেভাবে তাঁরা হযরতকে তেলাওয়াত করতে শুনেছিলেন। —ইতকান ১৪৪ পৃঃ।

عن ابى وهب قال سمعت مالكا يقول انما الف القرآن على ماكانوا سمعوا من النبى صلعم

(১) সহীহ বুখারী, ৩য় খ, ৬৭ পৃঃ।

২) মুসনদ আহমদ বিন হাম্বল ৪র্থ খণ্ড, ৩৪৩ পৃঃ।

৩) মুসনদ ৪র্থ খণ্ড, ১০৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(২) ইমাম বাগ্‌ভী (মৃত ৫১০ হিঃ) বলেছেন :—

قال البغوى فى شرح السنة الصحابة جمعوا بين الدفتين القرآن الذى انزله الله على رسوله فكتبوه كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ان قدموا شيئا او اخروا او وضعوا له ترتيبا لم يأخذوه من رسول الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن اصحابه ويعلمهم مانزل عليه من القرآن على الترتيب الذى هو الان فى مصاحفنا بتوقيف جبرئيل اياه على ذلك واعلامه عند نزول كل اية ان هذه الاية تكتب عقب اية كذا فى سورة كذا

ইমাম বাগ্‌ভী স্বীয় শরহুস্‌সুন্নাহ নামক গ্রন্থে লিখেছেন, যে কুরআন আল্লাহতা'আলা মুহাম্মদ (দঃ) এর নিকট নাযেল করেছিলেন সাহাবাগণ তা' দু'খলাটের মধ্যে একত্রিত করেন। তাঁরা যেমন আঁ-হযরতের নিকট শ্রবণ করেন ঠিক তেমন ভাবে উহা লিপিবদ্ধ করেন। এতে তাঁরা অগ্র-পশ্চাৎ কিছুই করেননি অথবা এমন কোন তরতীব বা রূপ-দান করেননি যা তাঁরা রসূলুল্লাহর মুখে শুনেননি। পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহও (দঃ) যখন তাঁর প্রতি যে আয়াত নাযেল হত তখন তা ঐ ভাবে লিখে রাখার আদেশ দিতেন যেমন বর্তমানকালে আমরা আমাদের কুরআনে দেখ্‌তে পাই। এ সবই হত জিব্‌রীলের (আঃ) নির্দেশক্রমে। তিনি যখন যে আয়াত নিয়ে আস্‌তেন তখন তার সম্বন্ধে বলে দিতেন যে, এ আয়াতকে অমুক সূরায় অমুক আয়াতের পিছনে লিপিবদ্ধ কর। (ইতকান, ১৪৪—৪৫ পৃঃ)।

(৩) ইবনুল হিসার বলেছেন :—কুরআনের সূরাহ সমূহের তরতীব এবং আয়াতগুলিকে স্বস্ব স্থানে লিপিবদ্ধ করার কথা আঁ-হযরত ওয়াহী দ্বারা অবগত হয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় সাহাবাগণকে বলতেন, অমুক আয়াতকে অমুক স্থানে লিখ। রসূলুল্লাহর তেলাওয়াত ও সাহাবাগণের ইজমা পৌনঃপুনিকভাবে নকল হয়ে চলে আস্‌ছে—দ্বারা বর্তমান তরতীবের (বিশুদ্ধত) সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে। (ইতকান, ১৪৫ পৃঃ)

ترتيب السور ووضع الايات مواضعها انما كان بالوحى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا اية كذا فى موضع كذا فقد حصل اليقين من النقل المتواتر هذا الترتيب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسما اجمع اصحابه على وضعه'

(৪) আবুবকর বিন আলআমবারী (মৃত ৩২৮ হিঃ) বলেছেন :—আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ কুরআনকে (লওহে মাহ্‌ফুয হতে) প্রথম আকাশে অবতীর্ণ করতঃ উহাকে বিংশ বৎসরের মধ্যে বিভক্ত করতঃ অবতীর্ণ করেন। ইহার সূরাগুলি কোন ঘটনা বিশেষকে উপলক্ষ করে আর আয়াত সমূহ কোন প্রশ্নকারীর উত্তরস্বরূপ নাযেল হত, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জিব্‌রীল (আঃ) আঁ-হযরতকে (দঃ) আয়াত ও সূরাসমূহকে লিপিবদ্ধ করার স্থান বাত্‌লিয়ে দিতেন। অতএব সূরাসমূহের তরতীব আয়াত ও হুরুফ সমূহের তরতীবের ন্যায় রসূলুল্লাহর (দঃ) দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছিল। অতএব যদি কোন ব্যক্তি কোন সূরাকে অগ্রে কিংবা পশ্চাতে করে দেয় তবে সে কুরআনের শৃংখলা বিন্যাসের অপরাধে অপরাধী হবে। (ইতকান ১২৫—১৪৬ পৃঃ)।

انزل الله القرآن كله الى سماء الدنيا ثم فرقه فى بضع وعشرين سنة فكانت السورة تنزل لامر يحدث والاية جوابا لمستخبر فيوقف جبريل النبى على موضع الاية والسورة فانساق السور كانساق الايات والحروف كله عن النبى صلى الله عليه وسلم فمن قدم سورة او اخرها فقد افسد نظم القرآن'

(৫) বুরহানউদ্দীন আবুলকাসেম মাহমুদ বিন হামযা (মৃত ৫০০ হিঃ) বলেছেন :—(আমরা বর্তমানে কুরআনের যে তরতীব দেখ্‌তে পাই)—তারই অনুরূপ তরতীব আল্লাহর নিকট লওহে মাহ্‌ফুযেও রয়েছে এবং অনুরূপ তরতীব সহকারেই আঁ-হযরত (দঃ) প্রতি বছর জিব্‌রীলকে কুরআনের অবতীর্ণ অংশগুলি পাঠ করে

ترتيب السور هكذا هو عند الله فى اللوح المحفوظ على هذا الترتيب وعليه كان النبى يعرض على جبريل كل سنة ماكان يجتمع عنده فيه وعرضه عليه فى السنة التى توفى فيها مرتين'

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলূগুল মরামের বঙ্গানুবাদ

—মুন্তাছের আহমদ রহমানী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৩০৯) জননী আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহকে [দঃ] কখনও চাশ্তের নমায পড়িতে দেখিনাই কিন্তু আমি উহা সমাধা করিয়া থাকি[১]।—মুসলিম।

ماراٸت رسول الله صلى الله تعالى علیه وسلم يصلى سبحة الضحى قط وانى لاسبحها

৩১০) হযরত যয়দ বিনে আরকম [রাযিঃ] কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিয়াছেন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের নমাযের সময় তখনই হয় যখন উষ্ট্রী শাবক রৌদ্রের উত্তাপ অনুভব করতঃ ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় [অর্থাৎ সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর]।—তিরমিযী।

ان رسول الله صلى الله تعالى علیه وسلم قال صلوة الاوابين حين ترمض الفصال

৩১১] হযরত আনসের [রাযিঃ] বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ [দঃ] ইর্শাদ করিয়াছেন, যে-ব্যক্তি চাশ্তের নমায দ্বাদশ রাক্আত সমাধা করিবে আল্লাহ তাহার জন্য বেহেশ্তে একটি গৃহ নির্মাণ করিবেন।—তিরমিযী, তিনি ইহাকে গরীব বলিয়াছেন।

قال قال رسول الله صلى الله تعالى علیه وسلم من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصرا فى الجنة

৩১২) হযরত আয়েশা সিদ্দিকার [রাযিঃ] প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ [দঃ] আমার গৃহে প্রবেশ করিলেন অতঃপর আট রাক্আত নমায সমাধা করিলেন।—ইবনে হিব্বান তাঁহার সহীহ্ গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

دخل رسول الله صلى الله تعالى علیه وسلم بيتى فصلى الضحى ثمان ركعات

দশম পরিচ্ছেদ

জমআতে নমায ও ইমামতের বিবরণ

৩১৩) হযরত আবদুল্লা, বিন উমর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে

ان رسول الله صلى الله تعالى

২) জননী আয়েশা কর্তৃক চাশ্তের নমায সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে সুতরাং ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং হযরত আয়েশা কর্তৃক প্রত্যক্ষ না করা ইহাতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করিবেনা। এই সম্পর্কে বর্ণিত সমুদয় হাদীস একত্রিত করিলে উক্ত নমাযের মুস্তাহব হওয়াই প্রতিপন্ন হয়। চাশ্তের নমাযের সময় সম্বন্ধেও আলেমগণের মতবিরোধ ঘটিয়াছে কিন্তু সূর্যোদয়ের পর হইতে উহার সময় আরম্ভ হইলেও কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়াই পড়া উত্তম হওয়ার মতই সঠিক। উক্ত নমাযের সংখ্যা সম্পর্কেও মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়, কেহ কেহ নিম্নে দুই রাক্আত এবং উর্ধে বার রাক্আত বলিয়াছেন আর কেহ কেহ উর্ধে আট রাক্আত বলিয়াছেন। ইমাম হাকিম স্বীয় মুফ্রদে আহ্লে-হাদীসদের একদলের মত উধৃত করিয়াছেন যে, উহা চার রাক্আতই সমাধা করা উচিত, কারণ অধিকাংশ হাদীস দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।—অনুবাদক।

-তেন। এরূপভাবে ওফাতের বৎসর তিনি জিব্রীলকে দু'বার তেলাওয়াত করে শুনান। (ইতকান, ১৪৬ পৃঃ)

৬। তিবী (মৃত ৯৮১ হিঃ) লিখেছেন:—প্রথমতঃ সম্পূর্ণ কুরআন খানা লওহে মাহ্ফুয হতে প্রথম আকাশে অবতীর্ণ করা হয় তৎপর দরকার মত উহা আস্তে আস্তে নাযেল হতে থাকে। উক্ত অবতীর্ণ খণ্ডগুলিকে লওহে মাহ্ফুযের শৃঙ্খলা বিন্যাসের অনুরূপভাবে আমাদের বর্তমান কুরআনকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। (ইতকান, ১৪৬ পৃঃ)।

انزل القرآن اولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا ثم نزل على حسب المصالح ثم اثبت فى المصاحف على التاليف والنظم المثبت فى اللوح المحفوظ

(চলবে)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, একক ভাবে নমায পড়া অপেক্ষা জমাআতের নমাযে সাতাইশ গুণ অধিক ফযীলত রহিয়াছে[১]।—বুখারী ও মুসলিম।

عليه وسلم قال صلوة الجماعة افضل من صلوة الفذ بسبع وعشرين درجة

উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখ ৎ পঁচিশ গুণ অধিক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ ভাবে বুখারীতে আবুছাঈদ খুদ্‌রীর (রাযিঃ) বাচনিকও শব্দের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সহকারে বর্ণিত হইয়াছে

৩১৪) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ, নিশ্চয়ই আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে, লাকড়ি একত্রিত করার নির্দেশ প্রদান করি এবং উহা একত্রিত হইলে নমাযের আযানের নির্দেশ দেই অতঃপর জনৈক ব্যক্তিকে লোকদের ইমামত করার নির্দেশ করতঃ যাহারা জমাআতে উপস্থিত হয়না তাহাদের প্রতি গমন করিয়া তাহাদের বাড়ী ঘর জ্বালাইয় ছাই করিয়া দেই। যে আল্লাহর হস্তে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি এই পশ্চাদ্বর্তীদের কেহ উহা জ্ঞাত হয় যে, নমাযে উপস্থিত হইলে মাংশপূর্ণ হাড় অথবা ছাগলের উত্তম গোশ্‌ত প্রাপ্ত হইবে তাহাহইলে অবশ্যই সে ঈশার নমাযের জমাআতে যোগদান করিত।—বুখারী ও মুসলিম।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال والذى نفسى بيده لقد هممت ان آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلوة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال لايشهدون الصلوة فاحرق عليهم بيوتهم والذى نفسى بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء

১) যেহেতু পঁচিশের সংখ্যা সাতাইশের অন্তর্গত রহিয়াছে অথবা বিভিন্ন নমাযীর অবস্থানুসারে ছওয়াবের কম-বেশী হইয়া থাকে সুতরাং উভয় বর্ণনাতে কোন বিরোধ নাই। যাহারা জমাআতকে ওয়াজিব বলিয়া থাকেন এই বর্ণনা তাহাদের প্রতিবাদ করিতেছে, কারণ ছওয়াবের আধিক্য ও স্বল্পতা উভয় নমাযের বিশুদ্ধ হওয়াই প্রতিপন্ন করিতেছে। জমাআতে নমায আদা করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ —ইহাই বিশুদ্ধ মত।—অনুবাদক।

৩১৫) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, মুনাফেকদের প্রতি অতি কঠিন নমায হইতেছে ঈশা এবং ফযরের নমায। কিন্তু যদি তাহারা ইহার প্রচুর ছওয়াব সম্পর্কে অবহিত হইত তাহাহইলে যেপ্রকারেই হউক তাহারা ঈশা ও ফজরে (জমাআতে) যোগদান করিত।—বুখারী ও মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اثقل الصلوة على المنافقين صلوة العشاء وصلوة الفجر ولو يعلمون مافيهما لاتوهما ولو حبوا

৩১৬) হযরত আবুহুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, জনৈক অন্ধব্যক্তি রসূলুল্লাহ (দঃ) খিদ্‌মতে উপস্থিত হইয়া বলিল, হে আল্লাহর রসূল! আমার এমন কোন লোক নাই যে আমাকে (জামাতের জন্য) মসজিদে নিয়া যাতায়াত করিবে (সুতরাং মসজিদে না আসার অনুমতি আমার জন্য আছে কি?) রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন কিন্তু যখন সে প্রত্যাবর্তন করিল তখন পুনরায় তাহাকে হযরত (দঃ) ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহার প্রত্যাগমনের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নমাযের আযান শ্রবণ করিয়া থাক? সে বলিল জীহাঁ। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহাহইলে উহাতে সাড়া দাও (জমাআতে উপস্থিত হইতেই হইবে।)—মুসলিম।

اتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رجل اعمى فقال يارسول الله انه ليس لى قائد يقودنى الى المسجد فرخص له فسلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلوة فقال نعم قال فاجب

২) আহমদ ও আবুদাউদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই অন্ধ ব্যক্তি হইতেছেন হযরত আবদুল্লাহ বিন উম্মে মক্‌তুম। এই হাদিসের সাহায্যে কেহ কেহ জমাআতের ফরয হওয়া প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু অধিকাংশের মতে উহা সঠিক নহে। কারণ আবদুল্লাহ বিন উম্মে মক্‌তুমের অনুমতি না পাওয়ার কারণ এই যে, তিনি জমাআতে উপস্থিত না হইয়াই উহার ফযিলত (ছওয়াব) লাভের আকাংখী ছিলেন কিন্তু জমাআতে যোগদান ব্যতীত উহা লাভকরা আদৌ সম্ভবপর নয় সুতরাং রসূলুল্লাহ (দঃ) আবদুল্লাহ বিন উম্মে মক্‌তুমকে অনুমতি প্রদান করা সত্ত্বেও জমাআতের পুণ্যলাভ করিতে হইলে জমাআতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দান করিলেন। অতএব ইহা দ্বারা জমাআতের ফরয হওয়া প্রতিপন্ন হয়না।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

৩১৭) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিয়াছেন, যেব্যক্তি আযান শ্রবণ করতঃ কোন (গ্রহণীয়) কারণ ব্যতীত জমাআতে শরীক হয়না তাহার কোন নমায নাই। কিন্তু যদি কোন কারণ বশতঃ হাযির হইতে নাপারে তাহাহইলে (বাড়ীতেও) তাহার নমায হইয়া যাইবে।—ইবনে মাজাহ, দারকুতনী, ইবনে হিব্বান এবং হাকিম। ইহার সনদ মুসলিমের সর্তানুসারে বিশুদ্ধ। কিন্তু কেহ কেহ ইহার মওকুফ হওয়াই রাজেহ্ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يات فلا صلوة له الا من عذر'

৩১৮) হযরত য়াযিদ বিন আস্ওয়াদ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা তিনি রসূলুল্লাহর (দঃ) সহিত ফজরের নমায সমাধা করিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) নমায সমাপ্ত করার পর দেখিতে পাইলেন যে, দুইজন লোক (অন্যত্র বসিয়া আছে, কিন্তু) তাঁহার সহিত জমাআতে যোগদান করেনাই। হযরত তাহাদের হাযির করিতে নির্দেশ দিলেন আর তাহাদের উপস্থিত করা হইল এই অবস্থায় যে, তাহাদের শরীর কম্পমান ছিল। তাহাদিগকে হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আমাদের সহিত নমাযে শরীক হও নাই কেন? তাহারা বলিল, আমরা বাসায় নমায পড়িয়া আসিয়াছি বলিয়া যোগদান করিনাই। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, দেখ, ভবিষ্যতে এরূপ করিওনা। যদি তোমরা বাসায় নমায পড়িয়া মস্জিদে আগমন কর এবং ইমাম তখনও নমায শেষ করেননাই দেখিতে পাও তাহাহইলে ইমামের সহিত পুনরায় নমাযে যোগদান করিও। এই নমায তোমাদের জন্য নফলরূপে গণ্য হইবে।—আহমদ, আবু-দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে হিব্বান। হাদীসের শব্দগুলি আহমদ হইতে গৃহীত। (অর্থাৎ একদিকে তাহারা জমাআত ত্যাগী হওয়ার অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে এবং অপর দিকে নফলের অধিক ছওয়াব লাভেও সক্ষম হইবে।—অনুবাদক)।

انه صلى مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلوة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيئ بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ماصنعكما ان تصليا معنا قالا قد صلينا فى رحالنا قال فلا تفعلا اذا صليتما فى رحالكما ثم ادركتما الامام ولم يصل فصليا معه فانها لكما نافلة'

৩১৯) হযরত আবুহুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন দেখ, ইমাম শুধু এই জন্যই করা হইয়াছে যাহাতে তাহার অনুসরণ করা হয়। অতএব যখন ইমাম তকবীর বলে তোমরাও তকবীর বলিবে আর যতক্ষণ ইমাম তকবীর বলেনা তোমরাও তকবীর বলিওনা, এবং যখন ইমাম রুকুতে যায় তোমরাও রুকু'তে যাইবে। ইমামের রুকু' না করা পর্যন্ত তোমরা রুকু' করিওনা। ইমাম যখন ছমিআল্লাহুলেমান হামিদাহ্ বলিবে তখন তোমরা বলিবে 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদু" হে আমাদে প্রভু তোমারই জন্য সমুদয় প্রশস্তি, যখন ইমাম সিজদা করে তখন তোমরা সিজদা করিবে, ইমামের সিজদা করার পূর্বে তোমরা কদাচ সিজদায় গমন করিওনা এবং ইমাম দাঁড়াইয়া নমায পড়িলে তোমরাও দাড়াইয়া নমায পড়িবে, ইমাম বসিয়া নমায সমাধা করে তখন তোমরা সকলেই বসিয়া নমায সমাধা করিও।—আবুদাইদ।

انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا لاتسجدوا حتى يسجد فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين'

৩২০) হযরত আবুছাঈদ খুদরী (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় ছাহাবৃন্দকে জমাআতে কাতারে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে লক্ষ করিয়া বলিলেন, অগ্রসর হও, আমার অনুকরণ কর এবং তোমাদের পশ্চাতে যাহারা আছে তাহারা তোমাদের অনুকরণ করিবে।—মুসলিম।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم راى فى اصحابه تاخرا فقال تقدموا فاتموابى وليأتم بكم من بعدكم'

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৩২১) হযরত যয়দ বিন সাবেত (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) খেজুরের পাতার ছাদ বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র গৃহ নির্মাণ করিলেন এবং উহাতে নমায সমাধা করিলেন অতঃপর ছাহাবাদের কতিপয় লোক রসূলুল্লাহর (দঃ) অনুসরণ করিয়া নমায সমাধা করিতে লাগিলেন—উক্ত বর্ণনাতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, ফরয ব্যতীত অপর নমায গৃহেই সমাধা করা উত্তম।—বুখারী ও মুসলিম।

احتجر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها فتتبع اليه رجال وجاؤا يصلون بصلوته الحديث وفيه افضل صلوة المرأ فى بيته الا المكتوبة'

৩২২) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, জনাব মাআয (রাযিঃ) তাঁহার সঙ্গিগণকে ঈশার নমায পড়াইলেন এবং অতি-দীর্ঘসূত্রে (এই সম্বন্ধে অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে) রসূলুল্লাহ (দঃ) মাআযকে বলিলেন, মাআয! তুমি কি ফেত্না সৃষ্টি করিতে চাও? যখন তুমি লোকদের ইমামরূপে নমায সমাধা কর তখন আশ্ শাম্ছে ওয়া যুহাহা এবং ছব্বিহিছমা রাব্বিকাল আ'লা অথবা ইক্রা বিছ্মি রব্বিকা এবং ওয়াল্লায়লে ইযা ইয়াগ্শা পাঠ করিবে।—বুখারী ও মুসলিমা শব্দগুলি মুসলিম হইতে গৃহীত।

صلى معاذ باصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اتريد ان تكون يامعاذ فتانا اذا امت الناس فاقراء بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ باسم ربك والليل اذا يغشى'

৩২৩) হযরত আয়েশার (রাযিঃ) বাচনিক রসূলুল্লাহ কর্তৃক অসুখকালীন লোকদের নমায পড়ানোর বিবরণ সম্বলিত ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে যে, (অসুখ অবস্থায়) রসূলুল্লাহ (দঃ) মস্জিদে তশ্রীফ আনয়ন করিয়া আবুবকরের বাম পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। তিনি বসিয়া বসিয়া লোকদের নমায পড়াইতে ছিলেন এবং আবুবকর তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন। আবুবকর হযরতের নমাযের ইক্তেদা করিতেছিলেন এবং অপর লোকে আবুবকরের ইক্তিদা (অনুসরণ) করিতেছিলেন[১]। —বুখারী ও মুস্লিম।

قالت فجاء حتى جلس عن يسار ابى بكر فكان يصلى بالناس جالسا وابوبكر قائما يقتدى ابوبكر بصلوة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ويقتدى الناس بصلوة ابى بكر'

৩২৪) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, দেখ, যখন তোমাদের কেহ লোকদের জমাআতে ইমামত করে তখন যথাসম্ভব তার জন্য সংক্ষেপে নমায পড়া উচিত, কারণ মুক্তাদিদের মধ্যে ছোট, বড়, দুর্বল এবং কর্মব্যস্ত সর্বপ্রকার লোক রহিয়াছে। পরন্তু যখন সে এককভাবে নমায সমাধা করে তখন যদৃচ্ছা ভাবে উহা সুদীর্ঘরূপে সমাধা করিতে পারে।—বুখারী ও মুসলিম।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف وذاالحاجة فاذا صلى وحده فليصل كيف شاء

৩২৫) হযরত আমর বিন ছলমাহ্ (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, একসময় আমার পিতা রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র খিদমত হইতে প্রত্যাবর্তন করতঃ বলিলেন, হে আমার স্বজাতীয়গণ আমি তোমাদের নিকট সত্য নবীর নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি (এবং ইস্লাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি)। হযরত (দঃ) (আমাদিগকে অন্যান্য উপদেশাবলীর সহিত) বলিয়াছেন যে, যখন তোমাদের সম্মুখে নমাযের সময় উপস্থিত হয় তখন তোমাদের জন্য উচিত হইবে যে, তোমাদের একজন আযান প্রদান করে এবং যেব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক কুরআনের হাফেজ সে তোমাদের (জমাআতের) ইমামত করে। রাবী আমর বলিয়াছেন, তখন তাঁহারা সকলেই অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন কিন্তু

قال قال ابى جئتكم من عند النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حقا قال فاذا حضرت الصلوة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرأنا قال فنظروا فلم يكن احد اكثر قرأنا منى فقدمونى وانا ابن ست او سبع سنين

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমার চাইতে অধিক কুরআনের হাফেয কাহাকেও পাইলেননা[১]। অতএব আমাকেই অগ্রগামী করিলেন—আমি তাঁহাদের ইমামত করাইলাম। সেইসময় আমার বয়স মাত্র ছয় কিম্বা সাত বৎসর ছিল।—বুখারী, আবু-দাউদ ও নাসায়ী।

৩২৬) হযরত আবদুল্লাহ বিন মস্‌উদ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ(দঃ) বলিয়াছেন, মুসল্লীগণের মধ্যে যে আল্লাহর কিতাব—কুরআনের অধিক জ্ঞানী (হাফেয) সেই তাহাদের ইমামত করিবে, যদি ইহাতে সকলেই সমতুল্য হয় তাহাহইলে যে সুন্নত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সে ইমামত করিবে, যদি ইহাতে সকলেই সমান হয় তাহাহইলে যে প্রথম হিযরত করিয়াছে সেই ইমামত্তের হকদার বিবেচিত হইবে এবং ইহাতেও সমান হইলে যে পূর্বে ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছে—অপর বর্ণনাসূত্রে—যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ সেই ইমামত করিবে। দেখ, কেহ যেন অপরের অনুমতি ব্যতীত তাহার নির্দিষ্ট ইমামতির স্থানে ইমামত করে না এবং অপরের গৃহে তাহার জন্য নির্দিষ্ট আসনে তাহার অনুমতি ব্যতীত কেহ যেন উপবেশন করেনা।—মুস্‌লিম। ইবনে মাজা কর্তৃক হযরত জাবেরের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, স্ত্রীলোক পুরুষের আ'রাবী (পল্লীবাসী) মুহাজেরের এবং ফাজের [অসৎ] মুমিন ব্যক্তির ইমামত

قال رسول الله صلى الله تعالى فان كانوا فى القرأة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا فى الهجرة سواء فاقدمهم سلما وفى رواية سنا ولايؤمن الرجل الرجل فى سلطانه ولا يقعد فى بيته على تكرمته الا باذنه'

ولا تؤمن امرأة رجلا ولا اعرابى مهاجرا ولا فاجر مؤمنا واسناده واه

করিতে পারিবেনা। কিন্তু ইহার সনদ অতিশয় দুর্বল। [কারণ উহার সূত্রে আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আ'দবী নামীয় জনৈক রাবীকে ইমাম ওয়াকী' হাদীস জালকারী বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে তাহার শায়খ আলী বিন যয়দও অতি দুর্বল।—অনুবাদক]

৩২৭) হযরত আনস বিন মালেক (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন, তোমরা পরস্পরে মিলিত হইয়া কাতার সোজা করিয়া (নমাযে) দাঁড়াও, কাতারগুলি নিকটবর্তী কর এবং কাঁদে কাঁদে সমান কর।—আবুদাউদ, নাসায়ী ও ইবনে হিব্বান। নাসায়ী হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق'

৩২৮) হযরত আবুহুরায়রা (রাযি) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন পুরুষদের কাতার সমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট কাতার হইতেছে প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্টতম শেষ কাতার। পক্ষান্তরে মহিলাদের উৎকৃষ্ট কাতার হইতেছে শেষ কাতার এবং নিকৃষ্ট হইতেছে প্রথম কাতার।—মুস্‌লিম।

قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها اولها

৩২৯) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা কোন এক রাত্রিতে আমি রসূলুল্লাহর (দঃ) সহিত তাঁহার বাম পার্শ্বে নমাযে দাঁড়াইলাম কিন্তু তিনি পিছন দিক হইতে আমার মস্তক ধরিয়া আমাকে তাঁহার ডান পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া দিলেন[১]।—বুখারী ও মুস্‌লিম।

قال صليت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برأسى عن ورائى فجعلنى عن يمينه'

১) হযরত আমর বিন ছলমাহ মাঠে বকরী প্রভৃতি চরাইতেন এবং তাঁহার ও তাঁহার স্বগোত্রের ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষা লাভের পূর্বেই সেই মাঠে মদীনা ও অন্যান্য স্থানের কাফেলা হযরতের খিদমত হইতে যাতায়াত করিত আমর তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া হযরতের সংবাদাদি গ্রহণ করিতেন এবং কুরআনের যে অংশ শ্রবণ করিতেন উহা স্মরণ করিয়া রাখিতেন। এইরূপে কুরআনের অনেক অংশ তিনি স্মরণ করিয়াছিলেন।—অনুবাদক।

১) নফল সমাধাকারীর পশ্চাতে ইক্তেদা করা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে এবং মুক্তাদী যদি একজন হয় তাহাহইলে ইমামের ডানদিকে ইমামের সমানে দাড়াইতে হইবে। আবদুল্লাহ বিন আব্বাছের ডান পার্শ্বে দাঁড় করাণোর দ্বারা উহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। ইমামের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে দাঁড়াইবার কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়নাই। এই হাদীসের সাহায্যে ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোন-ব্যক্তি ইমামতের নিয়্যত না করিলেও তাহার পিছনে ইক্তেদা করা জায়েয হইবে।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

৩৩০) হযরত আনস (রাযিঃ) বলিতেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (দঃ) নমায পড়িলেন এবং আমি ও জনৈক বালক তাঁহার পিছনে এবং উম্মে-সুলাইম আমাদের পশ্চাতে দাঁড়াইলেন।—বুখারী ও মুসলিম এবং শব্দগুলি বুখারী হইতে গৃহীত।

صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقمت انا ويتيم خلفه وام سليم خلفنا'

৩৩১) হযরত আবুবক্‌রাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি একদা রসূলুল্লাহর (দঃ) রুকু'করার অবস্থায় (মসজিদে) পৌঁছিলেন এবং এই অবস্থায় কাতারে পৌঁছিবার পূর্বেই রুকু'করতঃ কাতারে গমন করিলেন। অতঃপর নমায শেষান্তে রসূলুল্লাহর খিদমতে উক্ত ঘটনার উল্লেখ করিলেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ তোমার উৎসাহ বর্দ্ধিত করুন কিন্তু ভবিষ্যতে এইরূপ আর করিওনা (বরং প্রথমতঃ কাতারে পৌঁছিয়া তারপর রুকু' করিবে)।—বুখারী।

انه انتهى الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف ثم مشى الى الصف وذكر للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زادك الله حرصا ولا تعد'

কাতারে পৌঁছার পূর্বেই আবুবক্‌রাহ রুকু' করিলেন অতঃপর কাতার পর্যন্ত পৌঁছিলেন" এই অংশটুকু আবুদাউদ কর্তৃক বর্দ্ধিত হইয়াছে।

৩৩২) হযরত ওয়াবেছা বিন মা'বদ (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণীত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) জনৈক ব্যক্তিকে কাতারের পিছনে একা দাঁড়াইয়া নমায পড়িতেছে দেখিলেন এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে পুনরায় নামায পড়িতে নির্দেশ দান করিলেন। আবুদাউদ, আহমদ ও তিরমিযী। তিরমিযী এই হাদীসকে হাসন বলিয়াছেন এবং ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। ইবনে-হিব্বান হযরত ত্বসক বিন আলীর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, জমাআতে শরীক হইয়া কাতারে একা দাঁড়াইয়া নমায সমাধাকারীর নমায হইবেনা[১]। তবরাণী কর্তৃক ওয়াবেছা প্রমুখাৎ বর্ণিত হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই ব্যক্তি অপর লোকের সহিত কাতারে প্রবেশ করিবে অথবা একজন মুছল্লীকে আকর্ষণ করতঃ নিজের পার্শ্বে পশ্চাতের কাতারে দাঁড় করাইবে

رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلوة'

৩৩৩) হযরত আবুহুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা নমাযের ইকামত শ্রবণ কর তখন শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে নমাযে গমন কর—দৌড়িয়া যাইওনা। ইমামের সহিত যাহা প্রাপ্ত হও উহা সমাধা কর এবং যাহা

عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فاسعوا الى الصلوة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فتموا'

---

১) কোন ব্যক্তি মসজিদে উপস্থিত হইয়া ইমামকে রুকু করিতে পাইলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাতারে পৌঁছিবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত নমাযে শরীক হইবেনা ইহাই হইতেছে ৩৩১ নম্বর হাদীসের তাৎপর্য। কিন্তু আলোচ্য হাদীসে দেখা যাইতেছে যে, এককভাবে এক কাতারে দাঁড়াইয়া নমায সমাধাকারী মুসল্লীর নমায হইবেনা অথচ আবুবক্‌রাহ কর্তৃক এরূপ কিঞ্চিৎ নমায সমাধা করা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ(দঃ) তাঁহাকে পুনরায় নমায পড়ার নির্দেশ দেননাই বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই হাদীসদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রথম হাদীসটিকে অজ্ঞদের প্রতি এবং শেষোক্ত হাদীস জ্ঞানীদের প্রতি প্রযোজ্য করিলে উহার সমীকরণ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ যেব্যক্তি একা কাতারে নমায সমাধা করার নিষিদ্ধতা অবগত থাকা সত্ত্বেও এরূপ করিবে তাহার নমায হইবেনা। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি প্রকৃতপ্রস্তাবে এই মস্‌আলা অবগত নহে তাহার নমায হইয়া যাইবে। ইমামগণের মধ্যে ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আবুহানিফা ইহার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন এবং অপর একদল বিদ্বান জমাআতের পশ্চাতে একক ব্যক্তির নমাযকে নাজায়েয বলিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আগের কাতারের মধ্যভাগ হইতে এক-জন লোককে টানিয়া পশ্চাতের কাতারে নিজের পার্শ্বে দাঁড় করান উচিত।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

পরিত্যক্ত হয় উহা পরে একা একা পূর্ণ করিয়া ফেল। —বুখারী ও মুসলিম।

৩৩৪) হযরত উবাই বিন কআব (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, এককভাবে নমায সমাধা করা অপেক্ষা অপর এক জনের সহিত মিলিত হইয়া জমাআতে নমায পড়াই উত্তম এবং এক জনের সহিত নমায পড়া অপেক্ষা দুইজনের সহিত মিলিত হইয়া নমায পড়া অধিক উত্তম এবং জমাআতে যতলোক সমাগম হইবে ততই আল্লাহর নিকট প্রিয়।—আবুদাউদ ও নাসায়ী ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوة الرجل مع الرجل ازكى من صلوته وحده وصلوته مع الرجلين ازكى من صلوته مع الرجل وماكان اكثر فهو احب الى الله عزوجل'

৩৩৫) হযরত উম্মে অরকাহ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (দঃ) তাহাকে স্বীয় বাটীস্থ সকলের ইমামত করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।—আবুদাউদ। ইবনে খুজায়মা ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم امرها ان تؤم اهل دارها

৩৩৬) হযরত আনসে (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) আবদুল্লাহ বিন উম্মে মকতুমকে লোকদের ইমামত করার জন্য স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলেন অথচ তিনি অন্ধ ছিলেন। —আহমদ ও আবুদাউদ। ইবনে হিব্বান জননী আয়েশার সূত্রেও এই হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو اعمى'

৩৩৭) হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করিয়াছে তাহার প্রতি (জানাযার) নমায সমাধা করিবে এবং যেব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিয়াছে (এবং সে মুসলমান হয়) তাহার পশ্চাতে নমায সমাধা করিবে।—দারকুতনী দুর্বল সনদে।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله وصلوا خلف من قال لا اله الا الله'

৩৩৮) হযরত আলী বিন আবি তালেব (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন যে, যখন তোমাদের কেহ নমাযে (জামাআতে) আগমন করে তখন ইমাম যে অবস্থাতেই থাকে না কেন তাহাকে ইমামের অনুসরণ করা উচিত।—তিরমিযী যঈফ সনদে।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذا اتى احدكم الصلوة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام

একাদশ পরিচ্ছেদ :—

মুসাফির এবং রোগীর নমায :

৩৩৯) জননী আয়েশা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, সর্বপ্রথম নমায দুই দুই রাকাআত ফরয করা হইয়াছে অতঃপর সফরের নমায ঠিক রাখা হইয়াছে এবং হযরের (আবাসের) নমায পূর্ণ করা হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম। বুখারীর অপর বর্ণনাতে "অতঃপর (হযরত) হিজরত করিলেন এবং (কতিপয়) নমায গৃহবাসীদের জন্য চারি রাকআত ফরয করা হইল এবং সফরের নমায পূর্বাবস্থায়ই বহাল থাকিল। আহমদের বর্ণনাতে ইস্তিস্না করিয়া বলা হইয়াছে" "কিন্তু মগরিব কারণ, ইহা দিবসের বিতর" এবং "কিন্তু ফজর কারণ উহাতে দীর্ঘ কিরআত পঠিত হইয়া থাকে।

قالت اول مافرضت الصلوة ركعتان فاقرت صلوة السفر واتمت صلوة الحضر'

৩৪০] হযরত আয়েশার [রাযিঃ] বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ [দঃ] সফরে নমায কছর করিতেন এবং কোন সময় পূর্ণও করিতেন। তিনি রোযা পালন করিতেন আবার কোন সময় ইফতারও করিতেন। দারকুতনী। এই হাদীসের রাবীগণ বিশ্বস্ত হইলেও হাদীসে দোষ রহিয়াছে। উল্লিখিত বর্ণনাটি হযরত আয়েশার নিজস্ব ক্রিয়া হওয়াই বিশুদ্ধরূপে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আয়েশা সফরে উক্ত ক্রিয়া সম্পূর্ণ করিয়া বলিতেন, ইহা আমার প্রতি কষ্টদায়ক নহে।—বয়হকী।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقصر فى السفر ويتم ويصوم ويفطر'

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৩৪১) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর [রাযিঃ] প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ [দঃ] বলিয়াছেন, বস্তুতঃ আল্লাহ বান্দাদের জন্য স্বীয় প্রদত্ত রুখছতের [অবসর] প্রতি আমল করা পছন্দ করেন যেরূপ তিনি তাঁহার অবৈধকৃত কার্য সম্পাদন করা না পছন্দ করিয়া থাকেন।—আহমদ ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুযায়মা ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। অপর বর্ণনাতে 'যে কার্যকলাপ সম্পন্ন করা আবশ্যকীয় তাহা সম্পন্ন করাকে যেভাবে ভাল বাসেন' বর্ণিত হইয়াছে।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان الله يحب ان توتى رخصه كما يكره ان توتى معصيته

৩৪২) হযরত আনস [রাযিঃ] কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন রসূলুল্লাহ [দঃ] যখন তিন মাইল অথবা তিন ফরছখ [নয় মাইল] দূরত্বে সফর করিতেন তখনও দুই রাকআত [কছর] নমায সমাধা করিতেন[১]—মুসলিম।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلثة اميال او ثلثة فراسخ صلى ركعتين

৩৪৩) হযরত আনস [রাযিঃ] রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, একদা আমরা রসূলুল্লাহর [দঃ] সহিত মদীনা হইতে মক্কার দিকে রওয়ানা হইলাম এবং রসূলুল্লাহ [দঃ] মদীনায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত উক্ত সফরে নমায দুই রাকআতই [অর্থাৎ কছর] পড়িতে থাকিলেন।—বুখারী ও মুসলিম।

قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلى ركعتين حتى رجعنا الى المدينة

৩৪৪) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস [রাযিঃ] প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন যে, নবী [করীম দঃ] উনিশ দিবস মক্কায় ইকামত (স্থিতি) অবলম্বন করিয়াছেন এবং উহাতে নমায কছরই করিতে ছিলেন।—বুখারী। আবুদাউদের এক সূত্রে সতর, অপর সূত্রে পনর এবং ইমরান বিন হুসাইন প্রমুখাৎ আঠার দিবস বর্ণিত হইয়াছে উপরন্তু আবুদাউদে হযরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ [দঃ] তবুক নামক স্থানে বিশ দিবশ অবস্থান করিয়াছেন কিন্তু উহাতে নমায কছরই করিতে থাকিলেন। ইহার রাবী সকলেই বিশ্বস্ত হইলেও ইহার যুক্ত হওয়া সম্বন্ধে মতবিরোধ রহিয়াছে।

اقام النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسعة عشر يوما يقصر وفى لفظ بمكة تسعة عشر يوما

اقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلوة

[প্রকাশ থাকে যে, আলোচ্য হাদীসে রসূলুল্লাহর [দঃ] মক্কা বিজয় কালীন অবস্থার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং এই সফরে বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের সময়েও ব্যতিক্রম ছিল। বিভিন্ন স্থানে যথাক্রমে ১৯, ১৮, ১৭ ও ১৫ দিবস অবস্থান করিয়াছিলেন, বর্ণনাকারীগণ নিজেদের জ্ঞানানুসারে উক্ত সংখ্যার বিবরণ দান করিয়াছেন, ইহাতে কোন বিরোধ নাই—থাকিতেও পারেনা। হাদীস বিদ্বেষীগণের ইহাতে মতিভ্রম হওয়ার কোন কারণ নাই।—অনুবাদক]

(ক্রমশঃ)

১) ইমাম নববী বলিয়াছেন, ছয় হাজার হস্তে (যেরা') এক মাইল, ২৪ আঙ্গুলে এক হস্ত পরিমিত হয় এবং তিন মাইলে এক ফরছখ হইয়া থাকে। কতটুকু দূরত্বের প্রবাসে বাহির হইলে নমায কছর করা যাইবে এবং দুই নমায একত্রিত করা জায়েয হইবে তৎসম্পর্কে বহু মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। আল্লামা ইবনে হযম স্বীয় মুহল্লায় বহু মতের উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম ইবনুল কাইয়ুম বলিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার উম্মতের জন্য কছর ও ইফতারের জন্য দূরত্বের কোন সীমা নির্ধারিত করেন নাই। এই সম্পর্কে একদিবস, দুই দিবস অথবা তিন দিবসের যে নির্দিষ্টতা বর্ণিত হইয়াছে সেই সম্বন্ধে কোন বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয় নাই। ইমাম নববী বলিয়াছেন, বহুলোকের সিদ্ধান্ত এই যে, কছরের নিম্নতম সীমা হইতেছে তিন মাইল এবং আলোচ্য হাদিসটি ইহার বিশুদ্ধতম প্রমাণ।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

নবুওতে মোহাম্মদীর [দঃ] সত্যতা

আবদুল হান্নান দ্বিতীয় বর্ষ এম, এ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি

হযরত মুহাম্মদের (দঃ) নবুয়তের সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা কয়েকটি কারণেই বর্ত্তমানে বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়। প্রথম কারণ এইযে, আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে যে সমস্ত তরুণ মুসলিম প্রভাবান্বিত হইয়াছেন তাহাদের অনেকেই নবুয়তের সত্যতা সম্বন্ধে নানা-রকম সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকেন। এই সন্দেহকে নব্য শিক্ষিতদের ইসলামবিদ্বেষ মনে না করিয়া পাশ্চাত্য লেখকগণের প্রদত্ত ইসলামের ভুল ও মিথ্যা ব্যাখ্যা তাহার অন্যতম প্রধান কারণ বলিলে অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত হয়। দ্বিতীয় কারণ এই যে, প্রত্যেক ঈমানদার মুসলমানেরও এই বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানার প্রয়োজন রহিয়াছে। নবুয়তের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেই মানুষ ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব, খোদার অস্তিত্ব ও রছুলের প্রদর্শিত পথে চলার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারে। এই দুটি কারণই নবুয়তের সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজনীয়তাকে জরুরী করিয়া দেয়।

প্রথমতঃ আরবের পরিবেশ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, অজ্ঞতার অন্ধকারে তাহারা নিমজ্জিত ছিল। শিক্ষার আলোক পৌঁছিয়াছিল তাহাদের গুটিকয়েক লোকের মধ্যে। এমন এক দেশে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কোন শিক্ষা পাওয়ার সুযোগই ঘটে নাই। তিনি ছিলেন নিরক্ষর। সাধারণভাবে তিনি জীবনযাপন করিতেন। নবুয়তের দাবী উত্থাপন করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আরবের একজন সাধারণ মানুষব্যতীত অন্য কিছু তাঁহার সম্বন্ধে আরববাসিরাও চিন্তা করিতনা। নবুয়তের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিজে কোন দিন রাজনীতির চর্চা করিয়াছেন বলিয়া কেহ তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে পারিবেনা। অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ ও তাহার সমাধা লইয়া তিনি মাথা ঘামাইতেন বলিয়া কোন ঐতিহাসিক আমাদের জানান নাই। আইন আদালত কি ভাবে চলিবে, মানব চরিত্রের বুনিয়াদ ও নমুনা কি রকম হওয়া উচিত ইত্যাদি ব্যাপারে কেহ তাঁহাকে নবুয়তের পূর্বে আলোকপাত করিতে দেখে নাই। সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও কারণ, বেহেশ্‌ত, দোজখ ও বিচার-দিবস, অতীতের নবীদের কথা ও অতীতের জাতিদের সম্বন্ধে তিনি কোথাও কোন বক্তৃতা দেন নাই। চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত এই ছিল তাঁহার অবস্থা। অথচ এই ব্যক্তিই ঠিক চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর অন্য এক ব্যক্তিতে পরিণত হইলেন। মানব জাতির বিভিন্নমুখী সমস্যার কারণ সম্বন্ধে এক নতুন দর্শন দিলেন। সৃষ্টিকর্তাকে ইলাহরূপে স্বীকার না করা ও তাঁহার রচিত আইনের ভিত্তিতে সমাজকে গড়িয়া না তোলাই সব সমস্যার প্রধান ও প্রথম কারণ বলিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন। রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি নতুন নতুন গবেষণা-মূলক তথ্য প্রদান করিলেন। রাষ্ট্রের স্বরূপ ও দায়িত্ব, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি ও তাহার গুণাবলী এবং জনসাধারণের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন থিওরী পেশ করিলেন। অর্থনীতি সম্বন্ধে এতদিন পর্যন্ত যিনি সম্পূর্ণরূপে নীরব ছিলেন, তিনিই অর্থনীতির গুরুত্ব ও তাহার সুষ্ঠু ভিত্তির স্বরূপ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। লেন-দেনের পুরাতন ভিত্তিকে (সুদ) চুরমার করিয়া দিয়া উহাকে এক নূতন ভিত্তির উপর স্থাপন করাই তিনি মানবিক দিক দিয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। সামাজিক নিরাপত্তার কথা তিনি শুধু ঘোষণাই করেননাই বরং তাহার এক নূতন স্কীম (জাকাত) উপস্থাপিত করিলেন। অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি নূতন নূতন বহু কথাই শুনাইলেন। চলতি মতবাদ হইতে সেইগুলি অনেক দিক দিয়া নতুন মনে হইলেও উহা স্বাভাবিক ও যুক্তি-যুক্তই হইয়াছিল। বিভিন্ন জাতির উন্নতির কারণ কি এবং উন্নত জাতিগুলির পতনই আবার কেন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ঘটে, এবম্বিধ প্রশ্নের অনেক মনিষীই উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ইতিহাসের যে নৈতিকতাবাদী ব্যাখ্যা দেন তাহা অতুলনীয়। যে আখেরাত সম্বন্ধে তিনি কোন দিন কোন কথা বলেননাই তিনিই আখেরাত সম্বন্ধে সবচেয়ে অধিক আলোচনা করলেন। ফেরেশ্‌তা, অতীত নবীদের কথা ও অতীতে অবতীর্ণ কিতাবসমূহ সম্বন্ধেও তিনি এমনিতর হু তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ বহু নূতন কথাই শুনাইলেন।

এই আলোচনার পর স্বাভাবিক ভাবে এই প্রশ্নটি জাগে যে, চল্লিশ বৎসরের পর তাঁহার মধ্যে এই অভূতপূর্ব পরিবর্তন কি করিয়া সম্ভব হইল? অনেকে বলিয়া থাকেন যে, সিরিয়া প্রবাসে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) অনেক কিছু শিখিয়াছিলেন। অথচ এই কথা সকলেরই জানা আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ব্যবসায় উপলক্ষে কয়েক বার সিরিয়া গেলেও সেইদেশে পূর্ণ একমাস থাকারও তাঁহার সুযোগ হয়নাই। এই অল্প সময়ে ব্যবসায় রত একটী মানুষের পক্ষে কি জ্ঞানচর্চা সম্ভব হইতে পারে? তদুপরি সেই সময় জ্ঞান চর্চার জন্য সময় লাগিত অনেক বেশী। ৪৫ বৎসর কোথাও না থাকিলে খুব সামান্যকিছুও শিক্ষা করা সম্ভব হইতনা। আজকের মত লাইব্রেরী ও শত শত শিক্ষকের সুবিধা সেইসময় ছিলনা। ইহা ছাড়া সেই সময়ের শিক্ষিত লোকেরা কি এই ধরণের চিন্তা করিয়াছে বা সমাজ বিজ্ঞানের এমন্বিধ থিওরী দিয়াছে? সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, হযরত মুহাম্মদের (দঃ) এই কল্পনাতীত মানসিক ও চিন্তাজগতের বিপ্লবের কারণ তিনি নিজে বা তাঁহার সমাজ ছিলনা, আল্লাহতায়াআলার বিশেষ মনোনীত মানুষ ছিলেন তিনি—তিনি ছিলেন নবী। তাঁহার কাছে ওয়াহী আসিত এবং সেই ওয়াহীই তাঁহাকে জ্ঞান দিত। তাঁহার এই নির্ভুল জ্ঞান সেই সময় অন্য কোন উৎস হইতেই পাওয়া সম্ভব ছিলনা।

দ্বিতীয়তঃ তিনি আরবে যে বাস্তব পরিবর্তন আনিলেন তাহার দিকে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, সেখানে অভূতপূর্ব সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। সেই পরিবর্তনের কয়েকটি দিক বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। আরবের সেই সমাজ জুলুমের আখড়া ছিল। ইনছাফ বলিয়া কোন বস্তুর সহিত তাহারা পরিচিত ছিলনা। ইতিহাসের অন্য কোথাও অন্য কোন সময়ে এইরকম জুলুম, নির্দয়তা ও লুঠতরাজের রাজত্ব চলিত কিনা বলা মুশকিল। কিন্তু সেই দেশে কয়েক বৎসরের মধ্যে কি বিরাট পরিবর্তন আসিল। জুলুম একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ইনছাফের প্লাবন শুরু হইল। এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল যে প্রত্যেকের অধিকার ঠিক-আদায় হইয়া আসিতে লাগিল। কোনস্থানে বিন্দুমাত্র অত্যাচার হইলে তাহার পূর্ণ প্রতিকারের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। ইতিহাসের কোন্ অধ্যায়ে কোথায়ও এত ইনছাফ করা হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে কি? এত জুলুমহীন সাজ কোথায়ও ছিল বা আজও আছে কি? যে সমাজে সবচেয়ে অধিক জুলুম হইত সেই সমাজকে সবচেয়ে অধিক ইনছাফী সমাজে পরিণত করা কি কোন নিরক্ষর বা লেখাপড়া নাজানা লোকের কাজ হইতে পারে? সেই সমাজে যে পরিবর্তন আসিয়াছিল তাহা বস্তুগত পরিবর্তন ছিলনা। বস্তুগত পরিবর্তন অনেক সহজ ব্যাপার। সেই পরিবর্তন ছিল মনের ও মগজের এবং এই কাজটি বড়ই শক্ত। ওয়াহীর জ্ঞান লাভ করার ফলেই হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এই কাজটি করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বানানো সমাজের আর একটি দিকও বিশেষভাবে বুঝার প্রয়োজন রহিয়াছে। সেই সমাজের প্রত্যেকটি লোক অদ্ভুত চরিত্র-সম্পন্ন ছিলেন। পৃথিবীর কোন সমাজই কখনও একসাথে এক ব্যক্তির প্রভাবে তৈরী এতগুলি লোক দেখা যায়না। ইতিহাসের প্রত্যেকটি পাঠক এই সত্য স্বীকার করিতে বাধ্য। চিন্তার বিষয় এই যে, খোদার নবী না হইলে তিনি কি করিয়া বিজ্ঞানের উন্নতির শৈশবেরও পূর্বে এই কাজটি সম্পন্ন করিতে পারিলেন? আধুনিক বিজ্ঞান আমাদিগকে সর্বপ্রকার সুবিধা দিয়াছে জ্ঞানচর্চার জন্য ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য। কিন্তু আমরা খুব কম লোকই সেই ধরণের তৈরী করিতে পারিয়াছি। বিষয়টি চিন্তা করিলে ইহাই নবুয়তের সত্যতার চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

নবীর প্রতি

--মুহাম্মদ শাহজাহান

আরব দেশের দুলাল ওগো দিল্‌দরিয়ার তরী
নিত্য চাঁদ সূর্য জাগে, তোমায় সেলাম করি।
নিত্য ফুটে তারার ফুল নীল আকাশের বিলে
ঝিলিক মারি দরুদ তারা পড়ছে তিলে তিলে।
জিয়ারতে আসে ওরা তোমার কবর পাশে
খেজুর ছায়া দোলায়ে তারা দেখছে মরুবাসে।
নিত্য ফুটে চরাচরে শারদিয়া ফুল
নিত্য আসে জিকের ভ্রমর, গান গাহে বুলবুল।
তাদের কলব রাঙ্গা তোমার জিকের শরাবিতে
তাদের চোখে ইশ্‌ক্ আগুন ব্যাথার ফাগুন চিতে।
গুঞ্জরিছে মধু বন তারার আলোর ঢেউ
তোমার নামে, হে মুস্তফা—শুন্‌ছে বসে কেউ।
চরাচরের বন্দ আঁখি নবীর আগুন দীলে
ধ্যানের সুরে দোওয়া দরুদ পড়ছে সবাই মিলে।

অন্য একটি দিকের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই বক্ষমাণ প্রবন্ধ শেষ করিব। শিশু চরিত্রের স্বাভাবিক নিয়ম সমাজের আচার অনুষ্ঠান ও বাপ মায়ের নিয়মকে অনুসরণ করিয়া যাওয়া। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, হিন্দু পিতার ছেলে স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান শিশুকালেই পালন করে, মুসলিম বাপ-মায়ের সন্তান ছোটকালেই বাপ মায়ের সাথে সেজদা করে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ছিলেন ইহার ব্যতিক্রম। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এক মুশ্‌রেক পরিবেশে বাস করিতেন। সেখানে প্রায় সকলেই মূর্তিপূজা করিত। হযরত মুহাম্মদ (দঃ)এর সংগী সাথী ও সমবয়স্করাও তাহার ব্যতিক্রম ছিলনা। স্বাভাবিক হইত যদি তিনিও মূর্তিপূজা করিতেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষেত্রে এক অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটিল। তিনি কোনদিনই কোন মূর্তির সামনে মাথা নত করেননাই। ইহাই কি প্রমাণ করেনা যে, ব্যতিক্রমের মূল কারণটি ছিল অন্য কিছু? প্রকৃত ব্যাপার ছিল এই যে, খোদা তাঁহাকে নবী হিসাবে ছোটকাল হইতে training দিতে ছিলেন। নতুবা কি করিয়া ইহা সম্ভব হইতে পারে? প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বাল্যকালে তিনি ত নবী ছিলেননা, তবে কি করিয়া সেই ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে? কিন্তু সত্য কথা এই যে, অদূর ভবিষ্যতে যিনি নবী হইবেন, খোদা তাঁহাকে বাল্যকাল হইতেই নবুওতের যোগ্য করিয়া তুলিতেছিলেন এবং হযরত মুহাম্মদ (দঃ) চল্লিশ বৎসর পর নিজে জানিতে পারিলেন যে তিনি নবী।

উপরে বর্ণিত যুক্তি সমূহ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করিয়া দেয় যে আঁ-হযরত (দঃ) আল্লাহর সত্য নবী ছিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হযরত আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহের কাফী আলকুরায়শী সাহেবের শাহাদত কাহিনী

মূল : (মওলানা) রাগেব আহসান এম, এ, অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই প্রবন্ধ লেখকের প্রস্তাব ক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল যে, পরামর্শ সভার পরবর্তী বৈঠক ঈদে কুরবানের পর ১০ই জুন আহ্বান করা হোক এবং সেই মজলিসের সম্মুখে লেখকের বিস্তৃত শাসনতান্ত্রিক চিত্র এবং মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী সাহেবের তত্ত্বমূলক প্রস্তাবনা উভয়ই পেশ করা হোক।

অতঃপর সকলেই বেদনা বিধুর অন্তরে আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী সাহেবের জন্য মোনাজাত করলেন। বৈঠকের সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ সাহেব আবেগ বিহ্বল অন্তরে মন্তব্য ক'রলেন "এ এক পরম বাঞ্ছিত মৃত্যু! ইসলামের এবম্বিধ আমিমুশশান খেদমতে স্বীয় শক্তি এবং দেহের শেষ রক্ত বিন্দু ব্যয় করতে করতে নিজের আহূত সভার সম্মুখে জীবন দানের এমন অনুপম তওফিক ক'জনের ভাগ্যে জুটে! দেখুন, ওঁর রক্তের সর্বশেষ কাতরাটিও ইসলামের খেদমতে নিবেদিত হচ্ছে!

আমরা এ ধরণের আলোচনায় রত—এমনি সময় মওলানা সাহেবের শয়ন কক্ষে হঠাৎ জোর ক্রন্দন-রোল উত্থিত হ'ল। সকলেই বৈঠক ছেড়ে মওলানা সাহেবের কামরার দিকে ধাবিত হ'লেন, গিয়ে দেখলেন তাঁর চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত, কণ্ঠ নালিতে গোঁ গোঁ শব্দের কাতরানি এবং তিনি সম্পূর্ণ মূর্চ্ছিত! একবার মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত নিঃসৃত হয়েছে। এর আগে আর কোন সময় রক্ত নির্গত হয়নি। ডাক্তার বলেছিলেন এ আর কিছু নয়, আভ্যন্তরীণ রক্ত প্রবাহ। অন্যদের ধারণা অপারেশনের স্থানে সেলাই ছিঁড়ে গিয়েছে এবং সম্ভবতঃ সেখান থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে সকলেই নিরাশ হয়ে গেল। মজলিস তখন তখনই ভেঙ্গে গেল। সেদিন ছিল জুমার দিবস, আসরের ওয়াক্ত। শুক্রবার এভাবেই অতিক্রান্ত হ'ল শনিবারের রাতও প্রায় শেষ হ'ল ইয়াওমুন্নাহার—(কুরবানীর দিবস) শনিবার ৪ঠা জুন, ১৯৬০ খৃঃ ভোর ৪টা ২৫ মিনিটে যখন মসজিদে মসজিদে আযানের ধ্বনি উচ্চারিত হয়ে গেছে জামা'ত খাড়া হ'বে—এমনি শুভ মুহূর্তে আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিলেন, তাঁর দাওয়াত কবুল ক'রে লাব্বায়েক বল্লেন। বাঙ্গালা তার প্রদীপ হারাল, পাকিস্তান আলোক শূন্য হ'ল। এল্‌ম ও দীনের মজলিস ভেঙ্গে গেল। ইসলাম জগত আজ এমন এক আলেম রাব্বানী, সত্য ও স্বাধীনতার জন্য উৎসৃষ্ট প্রাণ মুজাহেদ, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, প্রথিত যশা মুহাদ্দেস, মহামান্য মুফাস্‌সের, অতুলনীয় তত্ত্ববিদ, ইসলামী শাসনতন্ত্র শাস্ত্রের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ, ঐন্দ্রজালিক বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, আপাদ-মস্তক দরদে ভরপুর দেশ প্রেমিক, মিল্লতের বেলালী রূহ ও বজ্রগম্ভীর ব্যক্তিত্ব হ'তে চিরতরে বঞ্চিত হ'ল, যিনি সারা জীবন লক্ষ লক্ষ অসাড় দেহে জীবন বহ্নি প্রজ্জ্বলিত ক'রেছেন, সহস্র সহস্র আড়ষ্ট মস্তিষ্ককে রওশন দীপ্ত ও বুদ্ধি সচেতন ক'রে তুলেছেন এবং সংখ্যাতীত নওজোয়ানকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ক'রেছেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেয়ুন)।

ঢাকাস্থ বংশাল জামে' মসজিদে মওলানা কবীরুদ্দীন রহমানী সাহেব জানাযার ইমামতি করলেন। জানাযায় বহু ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেন। যোগদানকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে পাকিস্তানের প্রাক্তন গবর্ণর জেনারেল খাওয়াজা নাজিমুদ্দীন, পূর্বপাকিস্তানের সাবেক উযির আলা মিঃ নূরুল আমীনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য মওলানা মরহুমের অছিয়ত মুতাবেক শবদেহ বৈকালিক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ট্রেনে দিনাজপুর জিলাস্থ নূরুল হুদা গ্রামে প্রেরিত হ'ল। ময়মনসিংহ, জামালপুর, বাহাদুরাবাদ, বোনারপাড়া গাইবান্ধা, রংপুর, প্রভৃতি স্টেশন হতে শত শত লোক জানাযার সঙ্গে সঙ্গে নূরুলহুদা অভিমুখে রওয়ানা হল। ৫ই জুন, ১৯৬০ খৃঃ রবিবার অপরাহ্নে শবদেহ নূরুলহুদা পৌঁছল। সহস্র সহস্র লোক পুনঃ জানাযায় অংশগ্রহণ করল। লোকাধিক্য ও ভীড়ের দরুণ নূরুল হুদায় দু' দুবার জানাযার নামাযের ব্যবস্থা করতে হ'ল। সূর্য পশ্চিম দিকচক্রবালে ঢলে পড়ার প্রাকমুহূর্তে ইল্‌ম ও জিহাদের এই আলোক-উজ্জল সূর্যকে তাঁহার মহামান্ত পিতা ও মাতার পাদদেশে সমাধিস্থ করা হ'ল। ইছলামী শাসনতন্ত্রের জন্য এবার ঈদে কুরবানের আনন্দকে বিসর্জন দেওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প এবং ঈদে কুরবানের পূর্বেই নূরুল হুদায় পৌঁছার প্রবল আকাঙ্খা দুইই এরূপ আশ্চর্য জনক ভাবে পূর্ণ ও বাস্তবায়িত হ'ল।

দ্বিতীয় আবুল কালাম আযাদ

মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী ১৯০১ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুর জিলার অন্তর্ভুক্ত নূরুলহুদা গ্রামে এক বিশিষ্ট আলেম ও মুজাহেদ খান্দানে জন্মগ্রহণ করেন। জেহাদ ও স্বাধীনতার আন্দোলন এবং কালাল্লাহ ও কালার রসুল (দঃ) অর্থাৎ আল্লার কালাম ও রসুলের (দঃ) বাণী দিগবিদিকে প্রচারণার অসীম উদ্দীপনাময় এক প্রাণ-চঞ্চল পরিবেশে তিনি ভূমিষ্ঠ, প্রতিপালিত এবং পরিবর্ধিত হন। সারা জীবন কৌমার্যব্রত অবলম্বন করে কাটান। সমগ্র যিন্দেগী কোরআনী দৃষ্টান্তে অর্থাৎ سیداً و حصوراً চির কৌমার্যব্রত পালন এবং সৎ নেতৃত্বের আসনে সমাসীন থেকে অনাবিল চারিত্রিক পবিত্রতায় তাঁহার অমূল্য জীবনকে দীন ও মিল্লতের জন্ম ওয়াকৃফ ক'রে দেন। মিল্লত ছিল তাঁর পরিবার, মিল্লতই ছিল তাঁর প্রেমাস্পদ, তাঁর আদি ছিল মিল্লত, অন্তও ছিল মিল্লত' মিল্লতই ছিল তাঁর জীবন, মিল্লতের জন্যই তাঁর মৃত্যু, মিল্লতই ছিল তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্য, মিল্লত ভিন্ন অন্য কোন মকছুদ তাঁর ছিলনা। তাঁর মহা সম্মানীয় পিতা মওলানা আবদুল হাদী ছিলেন আরব ও আজমের উস্তাদ ও শিক্ষা গুরু মওলানা সৈয়েদ নযির হুসাইন বিহারী ওরফে মিঞা সাহেবের প্রিয় শাগরেদ। তিনি ছিলেন একাধারে প্রসিদ্ধ মুহদ্দেস, সুবিজ্ঞ আলেম, বেদআতের নিশ্চিহ্নকারী ও সুন্নতের পথে আহ্বায়ক।

মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী তাঁর মহামান্ত পিতা ও মাতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভের তওফিক অর্জন করেন। অতঃপর তাঁহার বুজুর্গ জ্যেষ্ঠভ্রাতা হযরত মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী সাহেবের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। মওলানা বাকী সাহেব আযাদী আন্দোলনের এক প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন। তিনি নিখিল ভারত কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য, অতঃপর পাকিস্তান পার্লামেণ্টের মেম্বর, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিমলীগের প্রেসিডেণ্ট, নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহকারী সভাপতি এবং প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য ছিলেন মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী স্বীয় অগ্রজ ছাড়াও বিশেষ অভিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবিভূষিত এক নাবিনা মুহাদ্দেসের নিকটও বিদ্যার্জনের ফয়েয হাসেল করেন। অতঃপর কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা এবং সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজেও যথাক্রমে আরবী ও ইসলামী এবং ইংরাজী ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন।

কিন্তু উক্ত জ্ঞানার্জনই শেষ নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে মওলানা আবুল কালাম আযাদের দীর্ঘ সাহচর্যের সৌরকরস্পর্শে মওলানা কাফীর অন্তর্নিহিত প্রতিভার বালুকণা চমকিত ও রওশন-দীপ্ত হয়ে উঠে। প্রায় ত্রিশ (?) বৎসরকাল তাঁর সাহচর্যে কাটিয়ে তিনি মওলানা আযাদের এতটা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে তিনি সক্ষম হন যে, বোধহয় আর কেউ তা পারেননি। মওলানা আযাদ মওলানা কাফীকে তাঁর প্রিয়তম শাগরেদ রূপে মনে করতেন। মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী মওলানা আযাদের সম্পাদিত "আল হেলাল" এবং "আল বালাগে" যেন মনে প্রাণে ডুব দিয়েছিলেন। তিনি মওলানা আবুল কালামের রঙ্গে এভাবে রঞ্জিত হয়ে ছিলেন যে, তিনি বাংলার আবুল কালাম আযাদ আখ্যায় বিভূষিত হয়েছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতার উদগ্র কামনায়, অনমনীয় দৃঢ়তায় এবং জ্ঞান, সাহিত্যিকতা, বক্তৃতা পত্রিকার সম্পাদনা, লেখার স্টাইল, বক্তৃতার ধরণ, প্রভৃতি সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন সত্যই দ্বিতীয় আবুল কালাম আযাদ। মওলানা আযাদের ন্যায় তিনিও বাসস্থানের পারিপাট্ট, পরিবেশের সুসজ্জা, বেশভূষার সৌন্দর্য, চলাফেরা ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উঠাবসায় গুরু গাম্ভির্য বজায় রেখে চলতেন। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, সাফ স্বচ্ছতা ও মার্জিত রুচির প্রতি ছিল তাঁর প্রকৃতিগত অনুরাগ। কিন্তু তাই বলে জনসাধারণের সঙ্গে তিনি অমিশুক ছিলেননা। যিন্দেগীর কোন সময়েই— জীবনের কোন মুহূর্তেই তিনি শরিঅতের পথ থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হননি। তিনি চিরদিন দীন ও শরীঅতের পাবন্দ—মুত্তাকী মুসলমানের জীবন অতিবাহিত করে গিয়েছেন। তিনি প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে রসূলুল্লাহর (দঃ) সুন্নতের অনুসরণ ক'রে চলতেন। পার্থিব সম্মান ও পদমর্যাদা, খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার পরওয়া তিনি কোন দিনই করেন নাই। স্বাধীনচিত্ততা ও মানসিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও অকুতভয়তা, মহৎ মনোবৃত্তি ও উন্নত চিন্তাশীলতা, নিষ্কলুষতা ও ভদ্র আচরণশীলতা, অকৃত্রিম সাধনা ও মহব্বত ছিল তাঁর প্রকৃতির অঙ্গীভূত। তাঁর জীবনের ধ্যান ধারনা ও একমাত্র সম্বল ছিল আবেগ-অনুভূতি, ঈমান-ইসলাহ, ইশকে ইসলাম এবং মহব্বতে রসূল (দঃ)।

পত্রিকার সম্পাদনা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ

১৯২০ খৃষ্টাব্দে খেলাফত কমিটী কলকাতা থেকে উর্দু দৈনিক 'যামানা' প্রকাশিত করেন। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ উক্ত পত্রিকার সম্পাদক এবং মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী উহার নায়েব সম্পাদক এবং মওলানা শায়েক আহমদ ওসমানী সহকারী সম্পাদক নিয়োজিত হন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে যখন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এবং মওলানা শায়েক আহমদ ওসমানী গেরেফতার হয়ে আলীপুর বন্দীশালায় প্রেরিত হন তখন মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী সাহেব একক ভাবেই 'যামানা'র সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব সাফল্যের সহিত বহন করতে থাকেন। তিনি তাঁর মূল্যবান অবদান দ্বারা খেলাফত আন্দোলনের অগ্রগতিতে সহায়তা করেন। তখনও 'আসরে-জাদিদ' কলকাতার পত্রিকা জগতে আবির্ভূত হয় নাই।

জেল থেকে মুক্তির পর মওলানা শায়েক আহমদ ওসমানী প্রথম 'দওরে জাদিদ' এবং পরে 'আসরে জাদিদ' প্রকাশিত করেন। অপর দিকে মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী "সত্যাগ্রহী"—(মুজাহেদে-হক) নামে একটি উচ্চাঙ্গের বাঙলা সাপ্তাহিক বের করেন। পত্রিকাটি সুধী সমাজে সাদরে গৃহীত হয়। মওলানা সাহেব বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি পাঁচ ছ বার (?) গ্রেফতার হয়ে ফিরিঙ্গী কয়েদখানায় বন্দী জীবন বরণ করেন। বন্দী শালায় অবস্থান কালে 'সালাম সরকার' বলতে অস্বীকার করেন। ফলে অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠে নির্জন বন্দিত্বের মুসিবতে নিক্ষিপ্ত হন। তিনি সর্বদাই খেলাফত আন্দোলন এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্রপথিক ছিলেন। কিন্তু চিরদিন দলীয় রাজনীতির উর্ধে এবং পার্টিবাজির নোংরামি থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতেন। (ক্রমশ)

www.ahlehadeethbd.org

ইস্‌লামের আদর্শ

সৈয়েদ রশীদুল হাসান (অবসর-প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট সেশন জজ)

বর্তমান মুস্‌লিম সমাজের সাধারণ (general) জীবন ধারার উপর নির্ভর ক'রে যদি ইস্‌লামের আদর্শ নির্ণয় করা হয় তা'হলে ইস্‌লামের প্রতি কেবল ঘোর অন্যায়ই করা হবেনা, বরং ইস্‌লামের প্রত্যক্ষ অবমাননাও করা হবে। আমাদের সমাজের যেকোন তবকা' বা স্তরের প্রতিই দৃষ্টিপাত্ করা যাকনা কেন, দেখা যাবে সর্বত্রই ব্যাপক আদর্শচ্যুতি ঘটেছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজই হউক আর আরবী শিক্ষিত আলেম সমাজই হউক, যুবক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, কেহই এই ব্যাধি থেকে অব্যাহতি পাননাই। ফলে দুনিয়ার সাম্‌নে আজ ইস্‌লামী আদর্শের যে নমুনা আমরা তুলে ধরেছি তা' অতি ভ্রান্তিমূলক, বিকৃত এবং অনেক ক্ষেত্রে অনৈস্‌লামিক। পাকিস্তানের স্বপ্ন-দ্রষ্টা দার্শনিক কবি মরহুম আল্লামা ইকবাল (রঃ) তাই আক্ষেপ করে বলেছেন :—

کون ہے تارک آئین رسول مختار
مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار
کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار
ہوگئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار
قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں
کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں

(হে মুস্‌লিম সমাজ,) রসূলে মুখ্‌তারের
আইন কানুন বিসর্জনকারী কারা ?
"সময় যাহা চায় তাহাই কর" (হউক না উহা
ইস্‌লাম বিরোধী) হয়েছে কর্মের মাপকাঠি কাদের ?
অপরাপর জাতির অনুষ্ঠান ও আদর্শ
হয়েছে আকর্ষণীয় কাদের কাছে ?
"সল্‌ফে সালেহীনদের (ইস্‌লামের স্বর্ণ যুগের
মহামনীষিদের) আচরণ পদ্ধতি চক্ষুঃশূল হয়ে
দাঁড়িয়েছে কাদের ?
(হায় :) তোমাদের অন্তঃকরণে নাই ব্যাথা
আত্মায় নাই অনুভূতি—
মুহাম্মদের (দঃ) শিক্ষা ও বাণীর সঙ্গে
নাই তোমাদের কোনই সম্বন্ধ।

মরহুম বর্তমান সমাজের একটি অতি নিখুঁত ছবি এঁকে গেছেন। আল্লাহ পাকিস্তানবাসী মুসলমানদের ইহা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন, আমিন !

আমি যে উক্তি করেছি তা অবশ্য আমাদের সাধারণ (average) জীবন সম্বন্ধে। একথা আমি বল্‌তে চাইনা যে মুস্‌লিম সমাজে আদৌ এমন মানুষ নাই যাঁরা ইস্‌লামের আদর্শের উপর আস্থাশীল নহেন। কিছু সংখ্যক এমন মহামনীষী নিশ্চয়ই রয়েছেন, তা' নাহলে আমাদের বিশ্বাস ও আকিদা অনুসারে, দুনিয়াই কায়েম থাকতে পারেনা। তাঁরা আল্লাহর খাস বান্দা এবং তাঁদের সংখ্যা অতি অল্প। একথাও আমি বলিনা যে, আধুনিক উচ্চশিক্ষিত এবং আলেম সমাজের সকলই একেবারে আদর্শচ্যুত। তবে ইহা স্বীকার করতেই হবে যে, এদের মধ্যেও অনেকেই ইস্‌লামের সত্যিকার আদর্শের উপর পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত নহেন। পূর্ণ আদর্শ নিয়ে আছেন এমন লোক একলক্ষে একজনও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। কি নিদারুণ পরিস্থিতি !! ইস্‌লামের মৌলিক সত্যিকার আদর্শ বিশ্লেষণ করলেই আমার উক্তির সত্যতা পূর্ণভাবে প্রতিপন্ন হবে।

আমার এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সাম্‌নে আমাদের সত্যিকার আদর্শটি তুলে ধরা, যেন আমরা নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতি কতকটা উপলব্ধি করে সংশোধনের চেষ্টা করতে পারি।

বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপক। এমন একটি বিষয়ের আলোচনার জন্য যে শিক্ষা, জ্ঞান এবং উপযুক্ততার প্রয়োজন আমার মধ্যে তার প্রত্যেকটির যথেষ্ট অভাব বিদ্যমান। এসমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি এবং অযোগ্যতা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও এমন সুকঠিন কাজে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নেমে পড়েছি দুটি কারণে। প্রথমতঃ, মুসলমান হিসাবে আমার কর্তব্য ইস্‌লাম এবং ইস্‌লামের আদর্শ সম্বন্ধে আমি নিজে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছি তা কেবল মুসলমান ভাইদের কাছেই নয়, বরং সমুদয় মানব মণ্ডলীর সামনে পেশ করা। এসমস্তই আল্লাহর হিদায়েত এবং হিদায়ত গোপন করা كتمان هداية মহাপাপ। দ্বিতীয় কারণ, আমি আশা পোষণ এবং অনুরোধ করি আমার এই ক্ষুদ্র আলোচনাটিকে উপলক্ষ ক'রে অন্যান্য সুযোগ্য ভাইগণও এই বিষয়ে আরও উন্নত উপায়ে আলোকপাত করতে অগ্রসর হবেন।

আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হলো ইস্‌লামের আদর্শ, তাই আমি দুনিয়ার অন্যান্য জাতির আদর্শের তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হবোনা। কেবল প্রাসংগিকভাবে দু'একটি কথ বলব। আধুনিক জগতের সমস্ত উন্নত দেশই নিজ নিজ আদর্শের বড়াই ক'রে থাকে। তাদের দাবী এই যে, তাদের আদর্শ এবং মতবাদই সত্য, পূর্ণ এবং উন্নত। রাশিয়া এবং চীন, তাদের কমিউনিষ্ট আদর্শকেই সত্য সনাতন আদর্শ বলে দুনিয়ার কাছে পরিবেশন করতে বদ্ধপরিকর। অপর দিকে আমেরিকা এবং যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিষ্ট আদর্শের বিরোধিতা ক'রে নিজেদের আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট। যদিও জাতি হিসাবে ইহারা ধর্মগত জাতি; কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিষয়ে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এদের আদর্শের সঙ্গে ধর্মের কোনই সম্বন্ধ নাই। যেহতু দুনিয়ায় সকল ঐশী ধর্ম মূলতঃ এক, তাই সমস্ত ঐশী ধর্মের ধারক ও বাহক জাতির আদর্শও এক এবং অভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এদের আদর্শের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য বিদ্যমান। এই বৈষম্যের মূলে রয়েছে এই সমস্ত জাতির আমূল ধর্মচ্যুতি। নিজ নিজ ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থসমূহ হতে তারা বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত এবং বহুদূরে নিষ্ক্রান্ত। হিন্দু ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ হ'ল বেদ, কিন্তু বর্তমান হিন্দুদের সঙ্গে বেদের বড় একটা সম্বন্ধ নেই বললেই চলে। ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানদের অবস্থাও তথৈবচ। বেদ, 'তৌরাত' এবং 'ইঞ্জীল' অবিকৃত রূপে আজ দুনিয়ার বক্ষ থেকে বিলীন-প্রায় বললে অত্যুক্তি হবেনা। তদুপরি এই সমস্ত ধর্মীয় গ্রন্থে যতটুকু শিক্ষার ও সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, ঐ সমস্ত ধর্মাবলম্বীগণ তাহার উপর এখন প্রতিষ্ঠিত নহেন। দুনিয়ার সমস্ত ঐশী গ্রন্থের মধ্যে, আজ একমাত্র পবিত্র কোরআনই এই বলিষ্ঠ দাবী করতে পারে যে তার কোন একটি অংশত' দূরের কথা, একটি অক্ষর বা একটি চিহ্নও আজ পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে পারেনাই। 'কোরআন' একটি ছোট গ্রন্থ নহে। তার জন্য ইহা একটি অলৌকিক ব্যাপার বই ত নয়। যতদিন এই দুনিয়া কায়েম থাকবে, পবিত্র কোরআনও পূর্ণভাবে সংরক্ষিত থাকবে। কোরআনপাকে তিনি (আল্লাহ) নিজেই انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون ঘোষণা করছেন, নিঃসন্দেহে আমরাই যিক্‌র (কোরআন) অবতীর্ণ (নাযেল) করেছি এবং আমরাই ইহার হেফাযতকারী—সংরক্ষণকারী ১৫ : (আল হিজর)। সুতরাং ধর্মগ্রন্থ হিসাবে পবিত্র কোরআন অতুলনীয় এবং অক্ষুণ্ণ। তাই ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শ ধর্মগত হতেই হবে, কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি 'কোরআনের' উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় বাস্তবক্ষেত্রে বর্তমান ইসলামী রাষ্ট্রগুলিও তাদের ধর্মগত আদর্শ হতে ক্রমশঃই দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে তারাও তাদের ইস্‌লামী বৈশিষ্ট্য হারাতে বসেছে। ইহা অতি আক্ষেপের বিষয়। পাশ্চাত্য দেশের খৃষ্টান রাষ্ট্রসমূহ ধর্মকে রাজনীতি হ'তে আলাহেদা করে নিয়েছে। তাদের মতে 'ধর্ম একটা' নেহায়েৎ ব্যক্তিগত ব্যাপার (personal and private affair) ধর্মকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে দিয়ে রাজনীতিকে কলুষিত করতে দেওয়া যায়না! কিন্তু ইস্‌লামে এমন ধারণার স্থান মোটেই নাই। প্রত্যেকটি মুসলমানের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন সমস্তই 'ইস্‌লাম' সংযত এবং পরিচালনা করে (Controlled and regulated by Islam.) ব্যক্তিগত জীবনে সততা ও সাধুতা কিন্তু সামাজিক বা রাজনৈতিক জীবনে ধোকা বাজী এবং অসাধুতার স্থান ইস্‌লামে নাই।

ইস্‌লামের দাবী অতি উচ্চ, উন্নত এবং মহান। ইস্‌লাম পূর্ণ আস্থার (Fullest Confidence) সঙ্গে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই দাবী করে যে, ইসলামের আবির্ভাবের যুগ থেকে নিয়ে দুনিয়া কায়েম (প্রতিষ্ঠিত) থাকা পর্যন্ত অর্থাৎ প্রলয় কাল পর্যন্ত, সারা জাহানের জন্য,—সমস্ত মানব মণ্ডলির জন্য ইস্‌লামই একমাত্র সত্য সনাতন ধর্ম এবং সমস্ত দুনিয়াতে শান্তি স্থাপন করার জন্য ইস্‌লামেই রহিয়াছে একমাত্র আদর্শ ان الدين عند الله الاسلام 'বাস্তবিকই (সৃষ্টি কর্তা প্রভু) আল্লাহর কাছে ইস্‌লামই একমাত্র ধর্ম (ধর্মীয় এবং ব্যবহারিক- পূর্ণ বিধি ব্যবস্থা) ৩: ১৮

ইহকাল এবং পরকালের মঙ্গলের একমাত্র পন্থাই হলো 'ইসলাম'। ইহাই পূর্ণ, নির্মল এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ (Perfect, Pure and Complete)। ইহা সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট এবং সুমহান (Distinct well-defined and lofty) এ সম্বন্ধে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ নাই। ইস্‌লামকে ভুল বুঝা-বুঝির ফলেই আজ দুনিয়া অশান্তির আগুনে দগ্ধিভূত হচ্ছে। এবং এই ভুল বুঝা-বুঝির গোড়ায় রয়েছে আমাদের ব্যাপক আদর্শচ্যুতি।

ইস্‌লামের আদর্শ কোন মানুষের মনগড়া আদর্শ নয়, কোন নেতা বা সংস্কারকের স্তুতিবাক্য নয়, ইহা সক্রেটিস (Socrates) বা এরিষ্টোটেল (Aristotal) ষ্টেলিন বা লেনীনের (Theory) কল্পনাও নয়। ইস্‌লামের মহান আদর্শ মনিব সৃষ্টির ইতিহাসের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। ইহা সর্বশক্তিমান বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপ্রভু আল্লাহরই নিজস্ব আদর্শ, যিনি সারা জাহানের এবং মানব দানব সকলেরই সৃজনকারী 'রব্ব' এবং যিনি সমস্ত মানব মণ্ডলীকে তাঁহার প্রতিনিধি করে ধরাধামে প্রেরণ করেছেন এবং নিজ প্রতিনিধির জন্য পূর্ণ আদর্শও নির্দ্ধারিত করে দিয়েছেন। সুতরাং ইস্‌লামী আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে, মানব সৃষ্টির ইতিবৃত্তির পূর্ণ জ্ঞান অপরিহার্য। সৃষ্টির সেরা মানুষের ইহা একটি প্রাথমিক (Prlnary) কর্তব্য যে, সে তার নিজ উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক এবং সুষ্ঠু জ্ঞান অর্জ্জন করে। যে নিজেকে চিন্‌তে না পারবে সে তার নিজ দায়িত্ব এবং কর্তব্যও উপলব্ধি করতে পারেনা। আজ মানুষের এ বিষয় চিন্তার বড় একটা বালাই নাই। ফলে মানুষ তার নিজ আদর্শ হারিয়ে হাবু ডাবু খাচ্ছে এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের অতল তলায় নিয়ে যাচ্ছে। এই সর্ববিধ উন্নতির ও অগ্রগতির জাগরণ সূত্রে মানুষ নিজ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করলে মঙ্গলেরই কারণ হতো। নিজকে চিন্‌তে পারলে নিজ সৃষ্টিকর্তাকে চেনারও সুযোগ হতো। সুফীয়ানে কেরাম'দের মতে من عرف نفسه فقد عرف ربه "যে নিজেকে চিনেছে, যে তার 'রব্ব' সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তাকেও চিন্‌তে পেরেছে।" পুরাতন পাশ্চাত্য কবি Pope বলেছেন,

"Know thyself, presume not God to scan,
The proper study of Mankind is Man."

"মানব-সৃষ্টির ইতিহাস" বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা সময়-সাপেক্ষ, তাই আমি অতি সংক্ষেপে কেবল মৌলিক ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করেই ক্ষান্ত হব।

মানুষ দুনিয়াতে আপ্‌না-আপনিই আসেনাই, যেমন এক শ্রেণীর লোক মনে করেন। সে প্রকৃতির সন্তানও নহে—not the product of nature—যেমন অনেকেরই ধারণা, কিম্বা মানুষ বানর (Ape) জাতীয় জীবও নয়—যে ক্রমঃ উন্নতির ফলে মানুষের আকারে এসে পৌঁচেছে। ইস্‌লাম এই সমস্ত বাজে কল্পনা এবং ধারণার মূলোচ্ছেদ করে পরিষ্কার ঘোষণা করছে যে, মানুষকে সৃষ্টি কর্তা প্রভু আল্লাহ অতি সাধ করে নিজ খলিফা বা প্রতিনিধি করার জন্য স্বহস্তে তৈরী করেছেন। এর থেকে যেন আমরা ধারণা করে না বসি যে, আল্লাহরও আমাদের মত হাত আছে (نعوذ بالله من ذالك আল্লাহ এমন ধারণা থেকে আমাদের ক্ষমা করেন) বরং তিনি সর্বশক্তিমান যখন যাহা ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় করেন তখনই তাহা হয়ে যায়—যখনই নির্দেশ দেন 'হয়ে যাও'—(كن) তখনই অভিপ্রেত বস্তু হয়ে যায়—(فيكون ফাইয়াকুন)

انما امره اذا اراد شيأ ان يقول له كن فيكون

তাঁহারা হুকুম বা ব্যবস্থা: যখনই তিনি কোন বস্তুর অভিপ্রায় করেন তখন উহাকে কেবল মাত্র এই বলেন 'হয়ে যাও' তখনই হয়ে যায়"—৩৫: ৮২ সুরত 'আল ইয়াসীন'। (চলবে)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইসলাম সমন্বয় নহে

—অধ্যাপক মোঃ আবদুল গণি এম, এ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ইসলাম ও কমিউনিজম :

মহান ধর্ম এবং শ্রেষ্টতম আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থার বাহক ইসলামের সহিত কমিউনিজমের তুলনা মূলক আলোচনা আরম্ভ করিবার প্রারম্ভেই মনে পড়ে অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার গ্রে সাহেবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ The development of Economic Doctrine এ তাঁহার ব্যক্ত করা মন্তব্য। তিনি বলেন, 'যে সমস্ত আদর্শ ও মতবাদের প্রতিবাদ অর্থহীন—কমিউনিজম তাহাদের মধ্যে একটি, ইহা চিত্তাকর্ষক কিন্তু ইহাতে নিগূঢ় সত্যের সন্ধান করা একেবারে নিষ্ফল'। আমরা ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই প্রমাণ করিয়াছি যে, ইহা অবাস্তব আদর্শ এবং মানবতার জন্য অকল্যাণকর ও সর্বনাশা এক জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু ইহা ক্রমশই যে ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া এক বৃহত্তর মানব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং ধর্ম বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে এই আদর্শের সহিত ইসলামের তুলনা করিয়া ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা এবং কমিউনিজমের সর্বনাশা পরিণাম হইতে মানব সমাজকে প্রকৃত শান্তি ও সমৃদ্ধির পানে আহ্বান করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রয়োজনেই এই তুলনা মূলক আলোচনার অবতারণা। প্রকৃত প্রস্তাবে কমিউনিজম এমন কোন আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থাই নহে যাহার সহিত ইসলামের কোন আলোচনা করা যাইতে পারে।

সাদৃশ্য

১। সাধারণ অধিকার (Common Right)

পূর্ব আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি উভয় ব্যবস্থাতেই মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার সাধারণ অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। আদর্শগতভাবে কমিউনিজমে স্বীকৃত হইয়াছিল যে, "প্রত্যেকেই ক্ষমতানুযায়ী কার্য করিবে এবং প্রয়োজন মত লাভ করিবে"; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহা অবাস্তব বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং যে কার্য না করিবে তাহার বাঁচিয়া থাকার অধিকার নাই ইহাই ঘোষণা করা হয় (দেখ চলতি বছরের তর্জুমান পৃঃ ২৭১)। ইসলাম একটী বাস্তব আদর্শ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা; তাই বাস্তবতার সহিত উক্ত আদর্শের কোন বিরোধ নাই। যাহা বাস্তব, ন্যায়সঙ্গত ও চিরন্তন সত্য তাহাই ইহার আদর্শ। ধনতন্ত্রবাদের সহিত ইসলামের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যে, শুধু মানুষের প্রত্যেকটি জীবের বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার স্বয়ং আল্লাহ স্বীকার করিয়া নিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি মুসলমানকে সর্বজীবের এই সার্বজনীন অধিকার ভোগ করিবার সুযোগ করিয়া দিতে নির্দেশ দিয়াছেন। এই অধিকার সম্পর্কে আমরা তর্জুমানের ৩৬২ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছি। (দেখ : কোরআন :—৭ : ১০ ও ১১ : ৬)

ولقد مكنا كم فى الارض وجعلنا لكم فيها معائش' وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها'

এই সাধারণ অধিকার স্বীকার করার পর বলা হইয়াছে, যে যেরূপ কাজ করিবে সেইরূপ লাভ করিবে। (দেখ তর্জুমান : পৃঃ ৩২৪)

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن' ليس للانسان الا ماسعى

যাহারা কাজ করিতে অক্ষম তাহাদের জন্য রাষ্ট্র, সমাজ ও ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিটি ব্যক্তিই খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য। ইসলামের প্রথম যুগে এই আদর্শকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে রূপায়িত করা হইয়াছিল। শুধু জাকাত ফেতরা নয়, সাধারণ সম্পদের উপরেও অক্ষম ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে। (দেখ : তর্জুমান ৩২৫ পৃঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হাদীসে আছে, وفى المال حق غير الزكوة যাকাত ছাড়াও উপর্জিত ধনে জনগণের অধিকার আছে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ইহা প্রমাণিত হইল যে, ইসলাম যেভাবে মানুষের সাধারণ অধিকার স্বীকার করিয়া নিয়াছে এবং সেই অধিকার পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বমানবের জন্য অনুকরণীয়। এই অধিকার স্বীকার ও ইহা পূরণ করার ব্যাপারে ধর্মীয় নির্দেশের সঙ্গে নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধও সমভাবে ক্রিয়াশীল। ইসলাম প্রত্যেকটি মানুষকে ন্যায়ভাবে তাহার পছন্দমত জীবিকার পথ বাছিয়া লইবার অধিকার প্রদান করিয়াছে। সে অন্যের অধিকার খর্ব না করিয়া কোনরূপ সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষতি সাধন না করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাহার উপার্জনের ব্যবস্থা করিতে পারে এবং তাহার সম্পদের উপর একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করিতে পারে; অবশ্য তাহাকে স্বীয় দায়িত্বও পালন করিতে হইবে। পক্ষান্তরে কমিউনিজমে কোনরূপ ধর্মীয় বন্ধন বা নীতি-নৈতিকতার চাপ (moral obligation) না থাকায় মানুষের জন্য মানুষের মায়া মমতার বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং নৈতিক দায়িত্ব-বোধ বিলুপ্ত হইয়াছে। মানুষ সেখানে যাহা করে তাহা শুধু সরকারের ভয়ে; কিন্তু শুধু ভয় ও ত্রাসের কল্যাণে যেখানে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় সেখানে সততা থাকিতে পারেনা; সুযোগ পাইলেই প্রত্যেকেই ফাঁকি দিতে প্রয়াস পাইবে ও অন্যের ক্ষতি সাধন করিয়া নিজের স্বার্থ উদ্ধার করিবে। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে বাস্তবক্ষেত্রেও ইহাই পরিলক্ষিত হইতেছে।

কমিউনিষ্ট ব্যবস্থায় স্বাধীনভাবে কেহ জীবিকা-নির্বাহের পথ বাছিয়া নিতে পারেনা, কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকের উপর যে দায়িত্ব চাপাইয়া দিবে তাহাকে সেইভাবেই কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেহ কোন সময়ে স্বীয় পেশা পরিবর্তন করিতে চাহিলে তাহা করিতে পারিবে না। সরকারী নীতির সহিত একমত হইতে না পারিয়া অন্ধভাবে সরকারের অনুসরণ করিতে অসমর্থ হইলে আর রক্ষা নাই। দাস শিবিরই হইবে তাহার আশ্রয় স্থল। (দেখ: তর্জুমান পৃঃ ২৭২)

মানুষের সাধারণ অধিকারকে স্বীকৃতি, ইনসাফ ও ন্যায় নীতির নির্দেশ এবং সর্বপ্রকার অন্যায় ও লোক-নিষিদ্ধতার আলোচনা প্রসঙ্গে ইসলামী অর্থনীতির একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয়ে আলোকপাতের প্রয়োজন। কোরআন ও হাদীছ পাঠে জানা যায় যে মানুষের আর্থিক প্রাচুর্য এবং অস্বচ্ছলতার পশ্চাতে আল্লাহ-তায়ালার এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত আছে। ইহা ব্যক্তি ও জাতীয় জীবন উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আল্লাহ মানুষকে আর্থিক প্রাচুর্য বা অস্বচ্ছলতার মাধ্যমে পরীক্ষা করেন, আধুনিক রুচি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের নিকট এই কথাটি কেমন লাগিবে জানি না তবে আল্লাহর সৃষ্টির পশ্চাতে যে উদ্দেশ্যের কথা হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে বিশ্বাসীদের মনে কোনরূপ সংশয় থাকিতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না। এই প্রসঙ্গে কোরআনের সংশ্লিষ্ট কয়েকটি আয়ত উধৃত করিতেছি:

'আর নিশ্চিত (জানিয়া রাখ): কথঞ্চিত ভীতি দ্বারা, ক্ষুধা দ্বারা এবং অর্থহানী, প্রাণহানী ও শস্যহানীদ্বারা আমরা তোমাদিগকে অবশ্য পরীক্ষা করিব। এবং সেই ধৈর্যশীল ব্যক্তিগণকে সুসংবাদ দান কর।" ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين'

হাঁ, তিনিই তোমাদিগকে দুনিয়ার খলিফ বানাইয়াছেন, আর তোমাদের কতকলোকের মর্যাদা অন্য কতকলোকের তুলনায় উচ্চ করিয়া দিয়াছেন, যেহেতু তোমাদের উপর ন্যস্ত নিজের এইদান সম্বন্ধে তোমাদিগকে তিনি পরীক্ষা করিবেন। هو الذى جعلكم خلئف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجت ليبلوكم فى ما اتكم'

নিশ্চয়ই তোমার পরওয়ারদেগার কাহারও রুজি কোশাদা করিয়া দেন আর কাহারও দেন মাপিয়া মাপিয়া নিজের (মঙ্গল) ইচ্ছা ان ربك يبسط الرزق لمن

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অনুসারে; নিশ্চয়ই يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا নিজের বান্দাদিগের সম্বন্ধে তিনি হইতেছেন সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল ও পর্যবেক্ষক"।

"মৃত্যুকে ও জীবনকে পয়দা করিয়াছেন যিনি সেমতে তিনি তোমাদের আজমায়েশ করিবেন যে, কর্মের হিসাবে তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতর, বস্তুতঃ তিনি হইতেছেন পরাক্রান্ত ক্ষমাপরায়ণ।" এই সমস্ত আয়ত হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, আল্লাহতায়ালা মানুষকে নানাভাবে নানা পর্যায়ের পরীক্ষা করেন; কাহাকেও বা তিনি বেশী দিয়া আর কাহাকেও বা কম দিয়া পরীক্ষা করেন; আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই কথাও বলিয়া দিয়াছেন যে, সকলের খাওয়া পড়ার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেইভাবেই মানুষের জীবিকা প্রদান করিয়া যাইতেছেন। অবশ্য ইহা দ্বারা এইকথা প্রমাণিত হয় না যে, ব্যক্তিগত ও জাতীয় দারিদ্র্য, বিপর্যয় ও অধঃপতন অথবা উত্থান ও উন্নতির মূলে মানুষের চেষ্টা ও শ্রম, সাধনা ও পরিশ্রমের কোন মূল্য নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য ইহার বিপরীত। স্বয়ং আল্লাহ বলিতেছেন:

"আল্লাহ কোন কওমের অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে।"

ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

মানুষ নিজেই নিজের অবস্থার জন্য দায়ী। মানুষ অন্যায় করিলে ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনে এই পৃথিবীতেই তাহার ফল ভোগ করে। বিশ্বের উন্নতশীল জাতির উত্থান পতনের ইহাই কারণ। আল্লাহ তায়ালা ছুরায়ে বাকারায় ইহুদী জাতি সম্বন্ধে বলিতেছেন; এবং হেয়তা ও দারিদ্র্য দ্বারা তাহারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল আর আপনাদিগকে তাহারা আল্লার ক্রোধ ভাজন করিয়া লইল, ইহার কারণ এই যে, আল্লার নির্দেশগুলিকে তাহারা অমান্য করিত ও নবীদিগকে অন্যায়রূপে হত্যা করিত। ইহা হইতেছে তাহাদের অবাধ্যতা ও সীমা লঙ্ঘনের পরিণাম।

وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءو بغضب من الله ذلك بانهم كانو يكفرون بايت الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانو يعتدون

পক্ষান্তরে যাহারা সৎকর্মশীল ও উপযুক্ত তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা ওয়াদা করিয়াছেন যে, তাহারাই সম্মানিত খেলাফতের অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেন যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল তাহাদিগকে তিনি নিশ্চয়ই খিলাফত প্রদান করিবেন যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দান করিয়াছিলেন। "এবং নিশ্চয়ই আমরা জাবুরে উপদেশের পর লিখিয়া দিয়াছি যে, আমার সততা সম্পন্ন বান্দারাই দেশের উত্তরাধিকার লাভ করিবে। (ছুরা আম্বিয়া, ১০৫ আয়ত)

ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادى الصالحون

উল্লিখিত আয়তসমূহ ও অন্যান্য বিবরণ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মানুষ ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে যাহা লাভ করে তাহার পশ্চাতে স্রষ্টার বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

২। পর্যাপ্ত উৎপাদন ও সুষ্ঠু বণ্টন:

কমিউনিজমের একটি বিশেষ লক্ষ্য পর্যাপ্ত পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা অবলম্বন করা। শক্তিশালী একনায়কত্ব মূলক কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার বদৌলতে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র রাশিয়ার উৎপাদনশক্তি পূর্ণভাবে নিয়োজিত করায় সেখানে প্রচুর পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু সেখানে উৎপাদনকারী শ্রমিক বা কৃষকগণ ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। ইসলামে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সকল মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনকারীদের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে এবং তাহারা কোন মিল, ফ্যাক্টরী, ভূম্যাধিকারী বা অন্য কোন উৎপাদন কারীর অধীনে কাজ করিলে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও স্বাধীনতা ভোগ করিবার অধিকার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লাভ করিয়াছে। কমিউনিষ্ট ব্যবস্থায় কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রাধীনে কাজ করার ফলে নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে অনেক সময়ই নির্ধারিত পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত না হইলে নানা-প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কর্তৃপক্ষকে খুশী রাখিতে হয়। এই ব্যবস্থায় শ্রমিক ও কৃষক-গণকে বিশেষ দুর্ভোগের সম্মুখীন হইতে হয়। অন্যদিকে সুষ্ঠু বণ্টনের নামে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাহার ফলে প্রকৃত উৎপাদনকারিরা ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হয়। সেখানে শাসক শ্রেণী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা শ্রমিকগণকে তাহাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজেরা উহার মোটা অংশ লাভ করিয়া একটি সংগঠিত শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। (দেখ: তর্জুমান ২১০—২১৩) ইসলামী ব্যবস্থায় এরূপ প্রবঞ্চনার স্থান নাই। এই ব্যবস্থায় বণ্টন ব্যাপারে ন্যায় নীতি অবলম্বন করিতে হইবে এবং যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহাই দিতে হইবে। (দেখ: তর্জুমান ৩২৫)

৩। সমাজ বিপ্লব:

কমিউনিষ্ট বিপ্লব রক্তক্ষয়ী। অকমিউনিষ্ট সকল দলের লোকই এই বিপ্লবের ফলে বিপদের সম্মুখীন হয়। কমিউনিষ্ট বিপ্লব জয়যুক্ত হইলে অকমিউনিষ্টদিগকে বলপূর্বক কমিউনিষ্ট করা হয় আর বিরোধিতা করিলে হয় তাহাদিগকে মৃত্যু বরণ নতুবা দাস শিবিরে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করিতে হয়।

কমিউনিজমের সহিত তুলনামূলক আলোচনায় আমাদিগকে বলিতে হইবে যে ইসলামও সংস্কারা-চ্ছন্ন সমাজে বিপ্লব উৎসাহিত করে, প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলাম নিজস্ব একটি বিপ্লব এবং ইহা বিশ্ব ইতিহাসে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু ইসলামী বিপ্লবে কোনরূপ বল প্রয়োগ নাই, বাধ্যবাধকতা নাই, কোন রক্তক্ষয় নাই। ইহা শান্তিপূর্ণ বিপ্লব; আর ইসলাম মানেই শান্তি। ইসলামী বিপ্লবের সূচনা হয় মানুষের মনোরাজ্যে। মানসিক বিপ্লব ক্রমান্বয়ে দানা বাঁধিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং পরে তাহা ব্যক্তিগত পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিফলিত হয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রকে প্রভাবান্বিত করে। এই ইসলামিক বিপ্লব হইতেছে তৌহিদের বিপ্লব। অন্যদিকে তৌহিদী বিপ্লবের ফলে মানুষের মনে আল্লাহর ভয় দেখা দেয় এবং এই ভয়ের কারণে মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে সর্বপ্রকার কুকর্ম ও অন্যায় হইতে নিজেকে বিরত রাখে এবং সৎকর্মে অগ্রগামী হয়। প্রত্যেকটি মানুষ এইভাবে সৎকর্ম সম্পাদন এবং অন্যায় কর্ম হইতে বিরত থাকিয়া যে সমাজ গঠন করে তাহাই হইল স্থায়ী আদর্শ সমাজ।

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নাইজেরিয়া

—মুহম্মদ আযীমুদ্দীন, এম-এ বি-টি
সহকারী রেজিষ্ট্রার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৯০০ সাল হইতে নাইজেরিয়া ব্রিটিশের আশ্রিত রাজ্যরূপে পরিগণিত ছিল। ইংলণ্ডের রাণীর প্রতিনিধিরূপে কেণ্টের রাজকুমারী আলেকজান্ড্রিয়া বিগত ১লা অক্টোবর নাইজেরিয়ার শাসন ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক ভাবে নাইজেরিয়াবাসীর হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। ফলে নাইজেরিয়া পৃথিবীর অন্যতম আযাদ হুকুমতরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পাকিস্তানের পক্ষ হইতে উজীরে তালীম জনাব হাবিবুর রহমান ছাহেব নাইজেরিয়ার আযাদী উৎসবে শরীক হন এবং পাকিস্তানবাসীর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। নাইজেরিয়া একটি মুসলিম-প্রধান বৃহৎ রাষ্ট্র। নাইজেরিয়ার আযাদী লাভে পাকিস্তানবাসী মাত্রই তাই আনন্দিত ও উল্লসিত হইয়াছেন। একই আদর্শের প্রেরণায় দুইটি দেশ পরস্পরের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা কামনা করিয়াছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় নাইজেরিয়া একটি বিরাট দেশ। আফ্রিকার উত্তর প্রান্তে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত আলজেরিয়ার সমান্তরাল দক্ষিণে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে বিষুব-রেখার সন্নিহিত এলাকা জুড়িয়া এই দেশ অবস্থিত। ইহার আয়তন তিনলক্ষ উনচাল্লিশ হাজার বর্গ মাইল অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনের প্রায় চারিগুণ। আয়তনে নাইজেরিয়া পাকিস্তান অপেক্ষা কিছু বড় হইলেও ইহার লোকসংখ্যা পাকিস্তানের জন-সংখ্যার অর্ধেকেরও কম। ইহার লোকসংখ্যা বর্তমানে প্রায় তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ। এই সংখ্যা অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ও নিউজিলাণ্ডের জনসমষ্টির অপেক্ষাও বেশী। বস্তুতঃ নাইজেরিয়া আফ্রিকা মহাদেশের সর্বাধিক বেশী ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা। এই জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মুসলিম। কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য,, রাজনীতি—নাইজেরিয়াবাসীর জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুসলিম প্রাধান্য বিদ্যমান। নাইজেরিয়াবাসীরা সাধারণতঃ নিগ্রো। খৃষ্টান ও আদিম অধিবাসী—বিশেষতঃ প্রেত-উপাসকের সংখ্যাও বিশেষ নগণ্য নহে।

অষ্টবিংশ ও ঊনবিংশ শতাব্দিতে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ নাইজেরিয়ার দক্ষিণ ও মধ্য অঞ্চলে হানা দিয়া নিগ্রোদের ধরিয়া লইত। অতঃপর তাহাদিগকে আমেরিকা, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দাসরূপে বিক্রয় করিত। এই উৎপাতের দরুণ আজ পর্যন্ত মধ্য নাইজেরিয়ার বিস্তৃত এলাকা জন-বসতি শূন্য রহিয়াছে। মুসলিম অধ্যুষিত উত্তর নাইজেরিয়ায় এই মানুষ-ধরা ব্যবসা প্রতিহত হয়। মুসলিমগণ কোনো মুসলিমকে দাসরূপে বিক্রিত হইতে দিতেন না, বরং তাহারা এই শ্রেণীর বিপদ হইতে মুসলিমদের উদ্ধার করা ছওয়াবের কাজ বলিয়া গণ্য করিতেন। ফলে, মধ্য নাইজেরিয়া হইতে দলে দলে নিগ্রো উত্তর নাইজেরিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বে মুগ্ধ হইয়া ইসলাম কবুল করে।

নাইজেরিয়ার উত্তরে বিরাট ও বিশাল সাহারা মরুভূমি; পূর্বে ফরাসী ক্যামেরুন্স্; পশ্চিমে সম্ভ আগেকার প্রাপ্ত দাহোমী রাজ্য এবং দক্ষিণ গিনি উপসাগর তথা আটলান্টিক মহাসাগর। সাহারার সন্নিকটবর্তী বিধায় উত্তর নাইজেরিয়ায় গ্রীষ্মকালে উষ্ণ লু হাওয়া প্রবাহিত হয়। কিন্তু দক্ষিণ নাইজেরিয়ার উপর দিয়া প্রবাহিত আটলান্টিক মহাসাগরের স্নিগ্ধ জলো-হাওয়া এই লু হাওয়ার প্রকোপকে বহুল পরিমাণে দমাইয়া রাখে। বিশেষতঃ উত্তর নাইজেরিয়ার ভূ-প্রকৃতি উন্নত ও সমতল হওয়ায় লু হাওয়ার উষ্ণতা একেবারে অসহনীয় হয় না। তবুও দক্ষিণ এলাকা অপেক্ষা উত্তর এলাকার আবহাওয়া অধিকতর উষ্ণ। গ্রীষ্মকালে উত্তর এলাকার তাপমাত্রা ১২০° ডিগ্রি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পর্যন্ত উঠে। পক্ষান্তরে দক্ষিণ এলাকার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। ফলে দক্ষিণ এলাকা ঘন বসতিপূর্ণ। পূর্বপাকিস্তানের দক্ষিণ অঞ্চলের মত নাইজেরিয়ার দক্ষিণ এলাকায়ও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। উত্তর এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অল্প।

নাইজেরিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলের সমুদ্র উপকূল বর্তী এলাকার ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পূর্ব পাকিস্তানের অনুরূপ। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার মত নাইজার ও বেনু নদীদ্বয় যথাক্রমে পশ্চিম ও পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ এলাকায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে, অতঃপর উভয়ের সম্মিলিত স্রোত-ধারা আড়াই শত মাইল দূরবর্তী গিনি উপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীদ্বয়ের মোহনায় নাইজেরিয়ার দক্ষিণ অঞ্চল অবস্থিত। নাইজার পৃথিবীর বৃহত্তম নদীসমূহের মধ্যে অন্যতম। দৈর্ঘে ইহা দুই হাজার ছয়শত মাইল। ইহার মোহনা হইতে প্রায় এক হাজার মাইল পর্যন্ত ষ্টীমার চলাচল করে। বেনুও একটি প্রধান নদী। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এই দুইটি নদী পথেই বাষ্পীয় পোত ও নৌ-চলাচল ব্যবস্থা বিদ্যমান।

পূর্বপাকিস্তানের মতো নাইজেরিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলের উপর দিয়া গ্রীষ্মকালে সামুদ্রিক মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। ফলে এই এলাকায় প্রচুর বারি-পাত ঘটে। নাইজার ও বেনু নদীর মোহনায় সুন্দর-বনের মতোই বিরাট বাপেদ-সকুল বনভূমি বিরাজমান। এতদ্ব্যতীত মধ্য নাইজেরিয়ায় নাইজার ও বেনু নদীর তীরবর্তী এলাকায় বিস্তীর্ণ বনভূমি রহিয়াছে। গ্রীষ্মকালে সমুদ্র উপকূলবর্তী দক্ষিণ অঞ্চলে ঝড়, ঘূর্ণিবাত্যা ও বন্যার উপদ্রবে বাশিন্দা-দের সতত সন্ত্রস্ত থাকিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্যোগের সম্মুখীন হইতে হয়।

জলাভূমি অধ্যুসিত দক্ষিণ অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সমধিক। এতদ্ব্যতীত নাইজেরিয়ার প্রায় সর্বত্র এক শ্রেণীর মাছির উৎপাত দেখা যায়। ইহাদের দংশনে মানুষের নিদ্রা রোগ হয়। এই রোগের প্রতিশেধক আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। নাইজেরিয়ার জনস্বাস্থ্য বিশেষ উন্নত নহে। ঔষধ ও চিকিৎসকের একান্ত অভাব। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সুদীর্ঘ ষাট বৎসর কাল ব্রিটিশের আশ্রয়ে থাকিলেও নাইজেরিয়ার জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। ১৯৫০ সালে সমগ্র নাইজেরিয়ার প্রায় সাড়ে তিন কোটি বাশিন্দার জন্য মাত্র ৩৪৪ জন ডাক্তার ছিল। ঐ সময়ে গ্রেট ব্রিটেনের সাড়ে পাঁচ কোটি অধিবাসীর জন্য চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল ৩৮০০০। অবশ্য, আযাদী প্রাপ্ত নাইজেরিয়ার এই অসহনীয় অবস্থার আশু উন্নতি আশা করা যায়।

নাইজেরিয়া একটি ফেডারেল ষ্টেট (বা সম্মিলিত রাষ্ট্র)। ইহার কেন্দ্রীয় রাজধানী লাগোসে অবস্থিত। এই রাষ্ট্রে তিনটি আঞ্চলিক রাজ্য রহিয়াছে :—

(ক) উত্তরাঞ্চল—রাজধানী—কাদুনা ;

(খ) পশ্চিম অঞ্চল—রাজধানী—ইবাদান ;

(গ) পূর্বাঞ্চল—রাজধানী—এনুগু।

প্রত্যেক আঞ্চলিক রাজ্যে পৃথক বিধান পরিষদ রহিয়াছে। জনসাধারণ আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচন করেন। আইন পরিষদ উজীর সভা গঠন করেন। আঞ্চলিক রাজ্যের শাসন কার্য পরিচালনার জন্য একজন গভর্ণর ও বিচার কার্য পরিচালনার জন্য হাইকোর্ট রহিয়াছে।

আঞ্চলিক রাজ্যের আইন পরিষদ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য নির্বাচন করেন। এই প্রতিনিধি পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি পরিষদ ও সরকারী অফিসসমূহ কেন্দ্রীয় রাজধানী লাগোসে অবস্থিত। নাইজেরিয়ার গভর্ণর জেনারেল লাগোসে অবস্থান করেন। অতঃপর স্বাধীন নাইজেরিয়া তার নিজের জন্য গঠনতন্ত্র তৈরী করিবে এবং কি ধরণের শাসন ব্যবস্থা নাইজেরিয়ার উপযোগী নাইজেরিয়ার জন প্রতিনিধিরা তাহা নির্ণয় করিবেন। ইতিমধ্যেই নাইজেরিয়া স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে জাতিসংঘে আসন লাভ করিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পূর্বপাক জমইয়তে আহলেহাদীসের চতুর্দশ কাউন্সিল অধিবেশন
তিন দিবস ব্যাপী সাফল্যমণ্ডিত সম্মেলনের সমাপ্তি

বিগত ১৩ই জানুয়ারী হইতে ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত কেন্দ্রীয় দফতর সংলগ্ন দাজিরা বাজার ও বংশাল জামে মসজিদে পূর্বপাকিস্তান জমইয়তে আহলে হাদীসের চতুর্দশ বার্ষিক সম্মেলন পূর্ণ কামিয়াবীর সহিত মহাধূমধামে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। জমইয়তের প্রতিষ্ঠাতা এবং আজীবন প্রেসিডেণ্ট ও পরিচালক হযরত আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী সাহেবের ইন্তেকালের পর ইহাই প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন। পূর্বপাকিস্তানের নোয়াখালি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া ১৫টি জিলা হইতে কাউন্সিল সভ্য সহ চারিশতাধিক বিশিষ্ট আলেম ও প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত যে সব বিশিষ্ট মেহমান প্রথম দিবসের অধিবেশনে যোগদান করিয়া সভার রওনক বৃদ্ধি করেন তন্মধ্যে জনাব মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব ডক্টর সেরাজুল হক, অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জনাব মওলানা সৈয়েদ রশীদুল হাসান, আজাদ সম্পাদক জনাব মৌলবী আবুল কালাম শামসুদ্দীন, অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জনাব মৌলবী মাহমুদ আলী খানের নাম উল্লেখ যোগ্য। জনাব মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সাহেব প্রথম দিবস ভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

তেলাওয়াতে কোরআন এবং রেওয়ায়তে হাদীসের পর সভার কার্যারম্ভের পূর্বে মরহুম হযরত আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী এবং অন্যান্য পরলোক গত ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর নিকট দোওয়ায়ে মাগফেরাত করা হয়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মওলানা কবীরুদ্দীন রহমানী

অতঃপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি জনাব মওলানা কবীরুদ্দীন আহমদ রহমানী সাহেব সমবেত অতিথিগণকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়া উর্দুতে একটি মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। অভিভাষণে তিনি গঠনমূলক কতিপয় বিষয়াদির উল্লেখ পূর্বক জমইয়তের সকল কর্মীকে হযরত আল্লামার মৃত্যুর পর অধিকতর আগ্রহ এবং উদ্যম সহকারে জমইয়তের কর্মসূচীকে কার্যে পরিণত করার কাজে আগাইয়া আসার আকুল আহ্বান জানান।

জমইয়ত-সভাপতি ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল বারী

পূর্ব-পাক জমইয়তে আহলেহাদীসের সভাপতি জনাব ডক্টর মওলানা মোহাম্মদ আবদুল বারী ডি ফিল (অক্সন) সাহেব তাঁহার অ[illegible] লিখিত ভাষণ পাঠ করেন এবং মৌখিক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত এবং সমবেত মেহমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হাম্‌দ ও না'ত এবং মরহুম হযরত আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপনের পর তিনি বলেন, চলার পথে কাফেলা আজ একটি চৌমাথায় (cross Road) দাঁড়াইয়া আছে। পথ নির্বাচনের নির্ভুল সিদ্ধান্তের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উপর যাত্রার সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে। তিনি বলেন, এ সত্যটি আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে—'আহলেহাদীস' কোন মযহব বা ফির্কার নাম নয় এবং কোন ইমাম, দরবেশ বা আলেমকে আশ্রয় ও কেন্দ্র করিয়া এ আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়নাই।... আহলেহাদীসগণ রসূলুল্লাহর একক নেতৃত্ব ব্যতীত অন্য কোন মহাপুরুষের আকীদা ও সিদ্ধান্তকে তাঁহাদের মযহব রূপে গ্রহণ করেননা। তাঁহাদের আন্দোলনের মূলনীতি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ" অনুসারে আহলেহাদীসগণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ামক ও ব্যবস্থাপক রূপে আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্ব এবং তদীয় রসূলের (দঃ) সার্বভৌম নেতৃত্ব স্বীকার করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কলেমা তাইয়েবার পতাকাকে সমুন্নত করার এই দুর্জয় বাসনা ও ইস্পাতদৃঢ় সংকল্প লইয়া যে কাফেলা তাহাদের যাত্রা শুরু করিয়াছে তাহাদের গতি রুখিবে কে? পথের বাধা বিপত্তি তাঁহাদের চলার গতিকে সাময়িকভাবে স্তিমিত করিলেও করিতে পারে সত্য কিন্তু সম্মুখ পানে তাঁহাদের অগ্রসর হইতেই হইবে।

অতঃপর জমঈয়তের পূর্বনির্ধারিত চারিটি রুকন বা স্তম্ভ—১। তনযীম (সংগঠন), ২। তবলীগ (প্রচার), ৩। তসনিফ (গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনা) ৪। তালীম (শিক্ষা ব্যবস্থা) এর ব্যাপারে জমঈয়তের অতীত সাফল্য ও অসাফল্য এবং অগ্রগতি ও ধীরগতির আলোচনার পর তিনি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার আভাষ এবং জমঈয়ত কর্মীদের সাহায্য ও সহযোগিতার আবেদন জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তিনি ১৯৫৯ ও ৬০ সালের হিসাব সদস্যবৃন্দের সম্মুখে পেশ করেন। সর্বশেষে তিনি মরহুম হযরত আল্লামা কর্তৃক পরিত্যক্ত আমানত জমঈয়ত এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহকে বাঁচাইয়া রাখিয়া রসূলুল্লাহর(দঃ) আদর্শকে সমুন্নত রাখার আকুল আবেদন জানান।

জনাব সৈয়েদ রশীদুল হাসান

রিটায়ার্ড সেশন ও ডিষ্ট্রিক্ট জজ এবং ইস্‌লামের বিশিষ্ট খাদেম জনাব মওলানা সৈয়েদ রশীদুল হাসান সাহেব তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, নিজে এই জামা'তের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও আমি ইহার আদর্শকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। তিনি বলেন, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেই হইবে যে, পূর্ণ শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার সহিত যদি কোন জামা'ত ইস্‌লামের খেদমতে নিয়োজিত থাকিয়া থাকে তো সে এই জামা'ত। ইহাদের ইস্‌লামী খেদমত আদর্শস্থানীয়। মরহুম হযরত আল্লামার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর তিনি বলেন, নেতার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্ঞান ও ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া আপনারা দ্বিগুণ উৎসাহে ইস্‌লামের পূর্ব গৌরব এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ফিরাইয়া আনার কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

উদ্বোধনী সভার সভাপতি জনাব মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় সর্বপ্রথম মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী সাহেবের মৃত্যুর উল্লেখ পূর্বক তাঁহার ভক্ত অনুরক্তগণকে নব কর্ম প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে জঙ্গে ওহোদের দুর্ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যখন

(৪৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

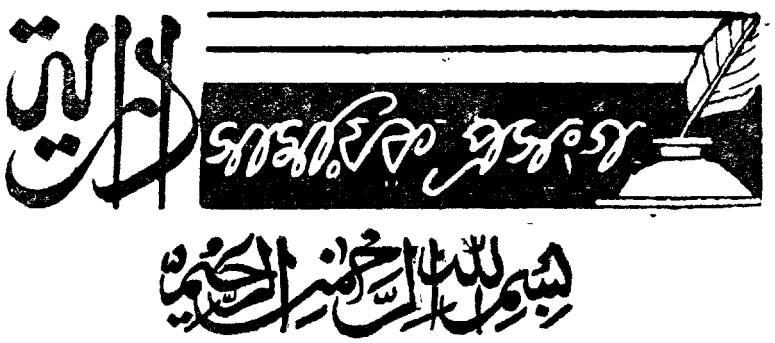

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

আলজিরিয়ার মুক্তি সংগ্রাম

আলজিরিয়ার আযাদী সংগ্রাম আজ দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতার স্বাক্ষর বহন করিয়া বিজয় গৌরবের সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। আলজিরিয়ার মুক্তি সংগ্রাম আজ আর আলজিরিয়ার চৌহদ্দীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া নাই—বিশ্বের অধিকাংশ স্বাধীন জাতিই আলজিরীয় মুজাহেদদের পিছনে সমর্থন যোগাইতেছে। বিগত ছয় বৎসরে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও স্বদেশের আযাদীর জন্য যে বিপুল সংখ্যক আলজিরীয় মুজাহেদ আত্মাহুতি দিয়াছে আযাদী সংগ্রামের ইতিহাসে তাহার নযীর সত্যই বিরল। ফরাসী বর্বরতা ও উৎপীড়নের ষ্টীম রোলারে নিষ্পেষিত হইয়াও তাহারা বিশ্বের বুকে নিজেদের দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তাহাদের সংগ্রামকে স্তব্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য ফরাসী সাম্রাজ্যবাদিরা যে সব কলা-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তাহার প্রত্যেকটী এক এক করিয়া তাসের ঘরের ন্যায় উড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। অস্থায়ী আলজিরীয় সরকারের প্রধান মন্ত্রী বজ্র গম্ভীর স্বরে সে দিন ঘোষণা করিয়াছেন, "চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালাইয়া যাইব।" প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা যে আলজিরীয় মুজাহেদদের মনোবল শত গুণে বর্ধিত করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বিগত ছয় বৎসর পর্যন্ত বহির্বিশ্বের দেশ গুলি স্তব্ধ বিস্ময়ে এই মুজাহেদ বীরদের শুধু অক্লান্ত সংগ্রামীরূপই দেখিয়াছে, কেহ ইহাদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য অগ্রসর হইয়া আসে নাই। কিন্তু আজ সমস্তের বিস্ময় শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়াছে। চতুর্দিক হইতে সাহায্য ও সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করিয়া প্রতিটী দেশ অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। মরক্কোর সুলতান পঞ্চম মুহাম্মদ সে দিন ঘোষণা করিয়াছেন যে, আলজিরিয়ার আযাদী সংগ্রাম যদি অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে এবং ফ্রান্স কর্তৃক উহার আযাদী স্বীকৃত না হয় তবে আফ্রো-এশিয়ার সাথে ইউরোপের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পাইয়াই চলিবে এবং তার ফলে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সংকটাপন্ন হইয়া উঠিবে। চীন ইতিমধ্যেই আলজিরীয় মুজাহেদদের সাহায্য কল্পে স্বেচ্ছাসৈন্য পাঠাইয়াছে এবং জর্দান সৈন্য সাহায্য পাঠাইবার জন্য প্রস্তুতি চালাইতেছে। আফ্রিকার নবলব্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিও আলজিরীয় মুজাহেদদেরকে সাহায্য করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। সম্মিলিত আরব সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের সে দিন এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ আলজিরিয়ার মুক্তি সংগ্রাম কখনও বানচাল করিয়া দিতে পারিবে না। কারণ আরব জাতি এক ও অখণ্ড। সুতরাং আলজিরীয়দের সংগ্রাম সমগ্র আরব জাতিরই সংগ্রাম।"

কেবল মাত্র প্রাচ্যের দেশগুলির নিকট হইতেই যে আলজিরীয়দের সমর্থনের সাড়া পাওয়া যাইতেছে তাহা নহে। পাশ্চাত্য দেশের শ্রমিকরাও ঘোষণা করিয়াছে, "আলজিরীয় জনসাধারণ যাহাতে স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে সেজন্য আমরা আলজিরীয়ায় যুদ্ধ বন্ধের দাবীতে স্বাধীন বিশ্বের শ্রমিকদের আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে চেষ্টার ত্রুটি করিবনা। আমরা জানি শীঘ্রই আলজিরীয় জনসাধারণ তাহাদের বীরত্বপূর্ণ আযাদী সংগ্রামে জয়যুক্ত হইবেই হইবে"।

আলজিরীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলন আজ আলজিরিয়ার সীমা লঙ্ঘন করিয়া বিশ্বের চারদিকে বিস্তৃতি লাভ করতঃ এক আন্তর্জাতিক আন্দোলনে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। এতদৃষ্টে ফরাসী সরকার অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। একটা বাস্তব সত্যকে কোন দিনই অস্বীকার করা সম্ভব হয়না। তাই বলিতে হয় আলজিরিয়ায় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের দমননীতির আয়ুকাল শেষ হইয়া আসিয়াছে। আজ আলজিরিয়ার মুজাহেদগণ বিশ্বের নৈতিক সমর্থন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা দেখিয়াও যদি ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা আলজিরীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া না লয় তবে তাহারা নিজ হাতেই নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করিবে।

চতুর্দিক হইতে আলজিরীয়দের আযাদীর সমর্থনের ঢেউ উঠিয়াছে দেখিয়া প্রেসিডেন্ট ডগল বেশ একটু বে-সামাল হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি আজ বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আলজীয়দের স্বাধীনতার পথে ফরাসীরা যত অন্তরায় সৃষ্টি করার চেষ্টা করুক না কেন তাহা বালির বাঁধের মত ভাঙ্গিয়া যাইতে বাধ্য।

তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব হাবিব বরগুইবা ইতিপূর্বে আলজিরিয়া ও তিউনিসিয়ার সম্মিলিত ফেডারেশন গঠনের যে প্রস্তাব দিয়াছিলেন, অস্থায়ী আলজিরীয় সরকারের পররাষ্ট্র উযীর জনাব ফরহাদ আব্বাস উহাকে পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছেন। এই সমর্থন জ্ঞাপনই ডগলের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জনাব ফরহাদ আব্বাস আর একটু অগ্রসর হইয়া মরক্কোকেও উক্ত ফেডারেশনের সহিত জড়িত করিবার প্রস্তাব দিয়াছেন। জনাব ফরহাদ আব্বাসের এই প্রস্তাবকে মঃ ডগল ও তাঁহার দল কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আমাদের জানা নাই তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, তাঁহারা এই কথা স্পষ্টতই বুঝিতে পারিয়াছেন যে আলজিরীয়ায় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিলুপ্তি সাধনের আর বেশী দিন বাকী নাই।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নূতন পথের সন্ধান

পাক-প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল জনাব আইয়ুব খাঁর যুগোশ্লাভিয়া সফর সমাপনান্তে পাক যুগোশ্লাভিয়ার যুক্ত ইশ্‌তেহার প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও প্রেসিডেন্ট টিটো পাক-যুগোশ্লাভ সম্পর্ক, পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুগোশ্লাভিয়ার সাহায্য, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, ইত্যাদি বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। যুগোশ্লাভিয়া পাকিস্তানকে এক কোটী ডলার মূল্যের মূলধনী সামগ্রী ঋণের ভিত্তিতে প্রদান করিবে এবং প্রয়োজন বোধে আরও ৫০ লক্ষ ডলার ঋণ প্রদান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছে। উভয় প্রেসিডেন্ট তাঁহাদের যুক্ত ইশ্‌তেহারে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পৃথিবীর বুক হইতে সকল প্রকারের ঔপনিবেশিকতাবাদের অবসান হওয়ার একান্ত প্রয়োজন। শান্তিপূর্ণ ভাবে বিশ্বের সকল সমস্যার সমাধানের উপর যুক্ত ইশ্‌তেহারে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। তাঁহারা এই বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিশ্বে অখণ্ড শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য স্নায়ু যুদ্ধের পরিসমাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। এতদ্ব্যতীত উক্ত ইশ্‌তেহারে আর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরে সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রেসিডেন্টদ্বয় ঘোষণা করিয়াছেন যে, আইয়ুব খানের যুগোশ্লাভিয়া সফর এই সত্যটী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে যে, স্বতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থা ও ভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ সত্বেও দুইটি রাষ্ট্র গঠনমূলক পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যুগোশ্লাভিয়ার শর্তহীন সাহায্য সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী দেশসমূহ ও পাকিস্তানের মধ্যে সহযোগিতার বন্ধন স্থাপনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এখানে পাকিস্তানের মত সম্পূর্ণ বিপরীত বৈদেশিক নীতির অনুসারী রাষ্ট্রের প্রতি সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের মনোভাবের প্রতিনিধি মার্শাল টিটো যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেনঃ বৈদেশিক নীতির পার্থক্যকে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে করেনা।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের যুগোশ্লাভিয়া সফর পাকিস্তান ও সমাজতান্ত্রিক দেশ সমূহের সহিত সম্পর্কের ও দৃষ্টি ভঙ্গীগত পরিবর্তনের পরিচায়ক হইয়াছে বলিয়াই আজ সকল মহলের দৃঢ় বিশ্বাস।

বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া পাকিস্তানকে প্রাথমিক পণ্যের বাণিজ্যে বিরাট ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং কাঁচামাল উৎপাদনকারী অন্যান্য সকল দেশের মত পাকিস্তানের পুঁজি উন্নয়নের ক্ষমতা নিদারুণভাবে ব্যাহত হইয়াছে। অর্থমন্ত্রী জনাব শোয়ায়ব, ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রী জনাব ভুট্টোর বিবৃতি হইতে বোঝা যায় যে, দশ বৎসর পূর্বে পাকিস্তান কাঁচামাল রফতানী করিয়া যে পরিমাণ ভারী যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূলধনী সামগ্রী ক্রয় করিতে পারিত আজ সে ক্রয় ক্ষমতা প্রায় অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপদানের জন্য পাকিস্তানকে প্রায় সর্বতোভাবে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত বিনিময় ঋণ দ্বারা প্রাথমিক পণ্যের বাণিজ্যের ঘাটতি পূরণ করা যাইতে পারিত। কিন্তু মার্কিন ঋণের উপর যে সমস্ত কড়া শর্ত আরোপ করা হইতেছে তাহাতে এই সুবিধা আর বেশী দিন পর্যন্ত উপভোগ করা যাইবে বলিয়া মনে করা যায় না। অন্য কথায়, যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ও ঋণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় পাকিস্তানের উন্নয়ন পরিকল্পনার পক্ষে তাহা মারাত্মক আশংকার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই পরিস্থিতিতে অন্য সূত্র হইতে সুবিধাজনক শর্তে ঋণ ও সাহায্য পাকিস্তানের উন্নয়ন প্রচেষ্টার পক্ষে সর্বাপেক্ষা জরুরী হইয়া দেখা দিয়াছে। অতএব বিকল্প সম্ভাব্য উৎসের দিকে অগ্রসর হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। বিধায়, পাক-প্রেসিডেন্টের বর্তমান সফর দ্বারা পাকিস্তানের জাতীয় প্রয়োজন ও পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক সম্পর্ক পুনর্বিন্যস্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আবহাওয়ার আলোকে পাকিস্তান আর কোন দেশের পররাষ্ট্র নীতি ও সামাজিক মতবাদকে ঘনিষ্টতর সম্পর্কের প্রতিবন্ধক বলিয়া উল্লেখ করিবেনা বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

www.ahlehadeethbd.org